ত্রৈমাসিক

সুন্নী জগৎ

৬ষ্ঠ বর্ষ * প্রথম সংখ্যা * হাদিয়া ১২টাকা
Vol-6, Isue No 1, February 2010

بسم الله الرحمن الرحيم

Pdf By Syed Mostafa Sakib

SUNNI JAGAT

শিক্ষা, ধর্ম ও স্বাংস্কৃতিক বিষয়ক
সাহিত্য পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

সুন্নী জগৎ

অল ইণ্ডিয়া সুন্নী জামিয়াতুল আওয়ামের পরিচালনায়
মাসলাকে আলা হযরতের মুখপত্র

বফয়জে রুহানী

গাওসুল আজম হজরত বড় পীর আব্দুল কাদির জিলানী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।

সুলতানুল হিন্দ হজরত খাজা মইনুদ্দিন চিস্তী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।

মুজাদ্দিদে আলফে সানী হজরত শাইখ আহমাদ সিরহান্দি রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।

মুজাদ্দিদে আজম আলা হজরত ইমাম আহমাদ রেজা খান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।

সারপরাস্ত

আল্লামা তাওসিফ রেজা খান

বেরলবী–

মাদ্দাজিল্লাহুল আলী

বেরেলী শরীফ, উত্তর প্রদেশ

কালামে রাজা

زمین و زماں تمہارے لئے مکین و مکاں تمہارے لئے
چنین و چناں تمہارے لئے بنے دو جہاں تمہارے لئے

دہن میں زباں تمہارے لئے بدن میں ہے جاں تمہارے لئے
ہم آئے یہاں تمہارے لئے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لئے

فرشتے خدم رسول حشم تمام امم غلام کرم
وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں عیاں تمہارے لئے

کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی
عتیق و وصی غنی و علی ثنا کی زباں تمہارے لئے

اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل
حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لئے

تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک
زمین و فلک سماک و سمک میں سکہ نشاں تمہارے لئے

وہ کنز نہاں یہ نور فشاں وہ کن سے عیاں یہ بزم فکاں
یہ ہر تن و جاں یہ باغ جناں یہ سارا سماں تمہارے لئے

ظہور نہاں قیام جہاں رکوع مہاں سجود شہاں
نیازیں یہاں نمازیں وہاں یہ کس لئے ہاں تمہارے لئے

pdf By Syed Mostafa Sakib

ত্রৈমাসিক সুন্নী জগৎ

শিক্ষা ধর্ম ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সাহিত্য পত্রিকা

৬ষ্ঠ বর্ষ ঃঃ ১ম সংখ্যা

সফর ১৪৩১ হিজরী, ফেব্রুয়ারী ২০১০, ফাল্গুন ১৪১৬

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি ঃ-
সাইখুল হাদীস আল্লামা আবুল কাসেম সাহেব
সহ-সভাপতি ঃ-
হাফিজ মাওলানা মুস্তাকিম রেজবী ও
মাওঃ হাশিম রেজা নূরী
প্রধান সম্পাদক ঃ-
মুফতী মোঃ নইমুদ্দিন রেজবী
সহ-সম্পাদক ঃ-
মুফতী মোঃ আলীমুদ্দিন রেজবী
সম্পাদক ঃ-
মোঃ বাদরুল ইসলাম মুজাদ্দেদী
কোষাধাক্ষ্য ঃ-
মুফতী মোঃ জোবাইর হোসাইন মুজাদ্দেদী
সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য ঃ-
মুফতী মোঃ তোফাইল হোসাইন, মুফতী তোফাজ্জুল হোসাইন কালিমী, মাওঃ আনসার আলী, ক্বারী আবুল কালাম রেজবী, ডাঃ মাওঃ মোঃ নাসিরুদ্দিন,মাওঃ নিয়াজ আহমাদ, মাওঃ মোঃ শফীকুল ইসলাম রেজবী, হাফেজ গোলাম রসুল, মাওঃ মোঃ হেলালুদ্দিন রেজবী, মাওঃ আঃ মালিক রেজবী, মাওঃ আব্দুল জাব্বার আশরাফী, মাষ্টার আশিকুর রহমান,মাওঃ আঃ সবুর, মাওঃ মেহের আলী। মাওঃ আলমগীর হোসাইন, মাওঃ নুরুল ইসলাম মুফতী নিয়াজ আহমদ

সুচিপত্র

তাফসীরুল কোরআন / ৩
হাদীসে রাসুল / ৫
বে-মেসল বাশার / ৯
ফাতাওয়া বিভাগ / ১৮
চতুর্দশ শতাব্দির মহান মুজাদ্দিদ / ২৩
বীরে মাউনায় নাজদীদের বিশ্বাসঘাতকতা/ ২৭
সুন্নী ও ভ্রান্ত মতবাদের পরিচয়/ ২৯
মওদুদী এজেন্ট ডাঃ জকির নায়েক / ৩৫
ঐতিহাসিক ফাতাওয়া/ ৩৮
সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণ ও ইসলাম / ৪৮
জানা অজানা/৫২
গজল / ৫৪
নিয়তের ফল (গল্প) / ৫৫
খবরা খবর / ৫৬

প্রধান কার্য্যালয়

খলিফায়ে হুজুর রায়হানে মিল্লাত
আলহাজ মুফতী মোঃ নইমুদ্দিন রেজবী সাহেব
সাং-দিয়াড় জালিবাগিচা, পোঃ-ভগবানগোলা, জেলা-মুর্শিদাবাদ
মোবাইল নং ৯৪৩৪৮৬১১১৮

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

সম্পাদকীয়—

بسم الله الرحمن الرحيم

নাহমাদুহু ওয়া নুস্বাল্লি ওয়া নুসাল্লিমু আলা রাসুলিহিল কারিম
ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমায়ীন

শান্তির ধর্ম "ইসলাম"

অবিনশ্বর, অকৃত্রিম মহাগ্রন্থের চিরন্তন বাণী–"আল্লাহর নিকট ধর্ম ইসলাম"। যুগে যুগে বহু নবী রাসুল আল্লাহর প্রত্যাদেশ নিয়ে এই ধরা ধামে আগমন করেছেন। প্রচার করেছেন দ্বীন ইসলাম।

পবিত্রানায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম
ধর্মসংস্থাপর্নাথায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

অর্থাৎ যুগে যুগে প্রেরিত পুরুষগণ ধর্মকে পুনঃস্থাপন ও প্রচার করার জন্য আগমন করেছেন। কিন্তু আল্লাহর প্রেরিত নবীগণের তিরোধানের পরেই তা হয়েছে বিকৃত, মূল হতে অপসারিত। অবশেষে অন্তিম রাসুল বা অবতার হিসাবে আগমন করেন বিশ্ব শান্তিদূত বিশ্ব রাসুল মহম্মদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম। তাঁর আগমনে আল্লাহর নিয়ামত ও দ্বীন (ধর্ম) পূর্ণতা লাভ করেছে। পবিত্র কোরআন ও ইসলাম অবিকৃত হয়ে জাজ্বল্যমান হিসাবে বিরাজ করছে। আর নতুন নবীর আগমন হবে না। অন্তিম নবী এসে গেছেন। তিনি কোন গোত্র, দেশ বা মহাদেশের নবী হয়ে নন, এসেছেন বিশ্বের জন্য, তিনি বিশ্ব নবী। আল্লাহর এই প্রিয়তম অন্তিম নবীর হুকুম পালন, অনুসরণ, অনুকরণই দ্বীন ইসলাম। ইহাই আল্লাহর মনোনিত প্রিয়তম ধর্ম। ইহাকে বর্জন করে, তাঁকে পরিত্যাগ করে অন্য মত পথ-আদর্শ পূর্ণ নয়, মুক্তি নাই, আল্লাহর নিকট গ্রহনীয় নয়।

ইসলাম আরবী শব্দ, সিলম ধাতু হতে ইহা উৎপন্ন, সিলম মানে শান্তি। ইসলাম মানে অবনত হওয়া, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের হুকুমের সামনে অবনত হওয়া, আল্লাহ ও তাঁর নির্দেশ পালনে নিজ জীবন-মন উৎসর্গ করা। প্রবৃত্তির দাসত্ব হতে বিরত থেকে, নিজ মনগড়া মত-পথ হতে বিরত থেকে, শয়তানী কর্ম হতে দূরে থেকে নিজেকে আল্লাহর হুকুম পালনে ও বিশ্বনবীর আদর্শে রূপায়িত করলে দেহ-মন-আত্মা, সমাজ রাষ্ট্র ভেদাভেদ ভুলে, রাহাজানী ছেড়ে, হিংসা বিদ্বেষ পরিত্যাগ করে, মারামারী সন্ত্রাসী কর্ম পরিহার করে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে এসে হবে ধন্য, শান্ত, মুক্ত।

"হে বিশ্বাসীগণ ইসলামে পূর্ণ ভাবে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করিও না, নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু"।– (আল কোরআন)

আইয়্যামে জাহেলিয়াতের সময় সমগ্র আরব অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। ছিল না তাদের সমাজ রাষ্ট্র, ছিলনা তাদের ন্যায়নীতি তাই তারা মারামারী, ঝগড়া, সন্ত্রাস রাহাজানী, দূর্নীতি পরায়নতায় নিমজ্জিত ছিল। বিশ্ব নবীর পরশে ইসলামের আদর্শে পবিত্র হয়ে তারা হলেন নবীর সাহাবী। সর্বত্তম চরিত্রের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান-গরিমায় পৃথিবীর আদর্শ। ইহাই শান্তির ধর্ম বা ইসলামের উত্তম নিদর্শন, চরম সাফল্য। এই ইসলামই, বিশ্বনবীর উত্তম আদর্শই মানব মুক্তির ও শান্তির একমাত্র ধর্ম, মত ও পথ। পৃথিবীর অন্যতম চিন্তাবীদ মনীষী জর্জ বার্নাড-শ বলেন–

I belive, if a man like Mohammad were to assume the dictatorship of this modern world he could succeed in solving its problem in a way that would bring its much needed peace and happiness. অর্থাৎ আমি বিশ্বাস করি মহম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) এর ন্যায় কোন মানব আজ যদি আধুনিক জগতের একনায়কত্ব গ্রহণ করতেন তা হলে এমন এক উপায়ে তিনি তার সমাধানে সফল হতেন.যা পৃথিবীতে নিয়ে আসত বহু আকাঙ্খিত সুখ ও শান্তি।

তফসীরুল কোরআন

তরজমা-ই- ক্বোরআন
কানজুল ঈমান
কৃতঃ- আলা হযরত ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত
মাওলানা শাহ্ মহম্মদ আহমদ রেজা
বেরলবী রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি

তাফসীর ঃ-
"খাজাইনুল ইরফান"
কৃতঃ-সাদরুল আফাযিল
মাওলানা সৈয়দ মহম্মদ নঈমউদ্দিন
মুরাদাবাদী রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি

বঙ্গানুবাদ-আলহাজ মাওলানা মহম্মদ আব্দুল মান্নান
ইংরেজী অনুবাদ-প্রফেসার শাহ ফরিদুল হক

প্রথম পারা-সুরা বাক্বারা

সুরা বাক্বারা মাদানী- ২ রুকু- আয়াত ৮ হতে ১০

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম দয়ালু, করুনাময়।
Allah is the name of the Most Affectionate, the Merciful.

(৮) এবং কিছু লোক বলে (ক) আমরা আল্লাহ এবং শেষ দিনের উপর ঈমান এনেছি এবং (আসলে) তারা ঈমানদার নয়।
(8) And some people say, We have bilived in Allah and the last day yet they are not to bilive.
(৯) তারা ধোঁকা দিতে চায় আল্লাহ তায়ালা এবং ঈমানদারদেরকে (খ) প্রকৃত পক্ষে, তারা ধোঁকা দিচ্ছেনা, কিন্তু নিজেদের আত্মাকেই, এবং তাদের অনুভূতি নেই।
(9) They seek to deceive Allah and the belivers and in fact they deceive not but their own souls, and they perceive not
(১০) তাদের অন্তর গুলোতে ব্যাধি রয়েছে (গ) অতঃপর আল্লাহ তাদের ব্যাধি আরো বৃদ্ধি করে দিয়েছেন এবং তাদের জন্য অবধারিত রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি, তাদের মিথ্যার পরিণামে।
(3) In their hearts in a disease so Allah has increased their disease and for themis a painfull torment, the recom pense of thirlies.

সংক্ষিপ্ত তফসীর

শানে নুযুল ঃ- এখান থেকে তেরটি আয়াত মুনাফিকদের জন্য নাযিল হয়েছে, যারা অন্তরের দিক দিয়ে কাফির ছিলো এবং নিজেদেরকে মুসলমান হিসাবে প্রকাশ করতো। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন-(ওমা হুম বে মুমেনিন) "তারা ঈমানদার নয়"। অর্থাৎ মুখে কলেমা উচ্চারণ করে ইসলামের দাবীদার হওয়া এবং নামাজ রোজা পালন করা মুমিন হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তরে বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত না হয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাসআলা ঃ– এ থেকে বোঝা গেল যে, যত ফেরকা বা সম্প্রদায় ঈমানের দাবী করে কিন্তু কুফরী আকিদা পোষন করে তাদের সকলের বেলায় এই হুকুম প্রযোজ্য যে, তারা কাফের, ইসলাম বহির্ভূত, শরীয়তে এমন ব্যক্তিদের বলা হয় "মুনাফিক" তাদের অনিষ্ট প্রকাশ্য কাফেরদের চেয়েও অধিক।

মিনান নাস ঃ– কিছু লোক এরশাদ করার সুক্ষ্ণ রহস্য হচ্ছে এ সম্প্রদায়টা প্রশংসনীয় ও গুনাবলী ও মানবীয় পূর্ণতা থেকে এমন ভাবে শুন্য যে কোন সদগুন বাচক কিংবা সুন্দর শব্দ দ্বারা তাদের উল্লেখই করা যায় না। (শুধু) এ কথাই বলা যায় যে তারাও মানুষ।

মাসআলা ঃ–এ থেকে বোঝা গেল, কাউকে 'বশর' বললে তার মর্যদা ও কামালাতের (পূর্ণতা) অস্বীকৃতির প্রকাশ পায়। এ জন্যই কোরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে সম্মানীত নবীগণ (আলায়হিমুস সালাম) কে যারা 'বশব' বা (তাদের মতো) মানুষ বলে তাদেরকে কাফের বলা হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে নবীগণ (আলায়হি মুস সালাম) এর মর্যদার ক্ষেত্রে এমন শব্দের ব্যবহার "আদব" বা শালীনতার পরিপন্থি এবং কাফেরদের ইহা রীতি। কোন কোন তাফসীর কারক অভিমত প্রকাশ করেছেন (মিনাল নাস) শ্রোতাদেরকে আশ্চার্যান্বিত করার জন্যই এরশাদ করা হয়েছে যে, এমনি প্রতারক ধোঁকাবাজ এবং এমন নির্বোধও মানব জাতীর মধ্যে রয়েছে।

(খ) আল্লাহ তায়ালা এ থেকে পবিত্র যে তাঁকে কেউ ধোঁকা দিতে পারবে। তিনি সবরহস্য ও গোপনীয় বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত। আয়াতের অর্থ হচ্ছে–মুনাফিকরা নিজেদের ধারনায় আল্লাহ তায়ালাকে প্রতারিত করতে চায় ; অথবা এ যে, আল্লাহকে প্রতারিত করতে চায় মানে তাঁর রাসুলকে প্রতারিত করতে চায়। কেননা তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) তাঁরই প্রতিনিধি। আর আল্লাহ তায়ালা আপন হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) কে খোদায়ী রহস্যাদির জ্ঞান দান করেছেন। তিনি এই সব মুনাফিকের গোপন কৃত কুফর সম্পর্কে অবগত এবং মুসলমানগণও তার সংবাদ দানের ফলে (সে সম্পর্কে) ওয়াকিবহাল। কাজেই ঐ সব বেদ্বীনদের প্রতারণা না খোদার সাথে কার্যকর না তাঁর রাসুলের সাথে, না মুমিনের সাথে, বরং তারা প্রকৃত পক্ষে নিজেদেরকেই প্রতারিত করছে।

মাসআলা ঃ– এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দ্বিমুখী ভুমিকা পালন করা ভ্রান্ত বিশ্বাসকে অন্তরে গোপন করে সুবিধাবাদী পন্থা অবলম্বন করা অতীব দোষনীয়। যে মাজহাব বা মতবাদের বুনিয়াদ দ্বিমুখী পলিসী এর উপর প্রতিষ্ঠিত সে মাজহাব বা মতবাদ বাতিল ও ভ্রান্ত। দ্বিমুখী ভুমিকা পালন কারীদের অবস্থান নির্ভরযোগ্য নয়, তাদের তওবাও সন্তোষজনক নয়। এজন্যই উলামায়ে কেরাম অভিমত প্রকাশ করেছেন (লা তুকবালু তাওবাতুল জিনদিক) অর্থাৎ মুনাফিকদের (দ্বিমুখী ভুমিকা পালনকারীগণ) তাওবা গ্রহণ যোগ্য নয়।

(গ) ভ্রান্ত আকীদা পোষন করাকেই (আয়াতে) "অন্তরে ব্যাধি" নামে অভিহিত করা হয়েছে। এ থেকে বোঝা গেল যে, ভ্রান্ত আক্বীদা পোষন করা "রুহানী জিন্দেগী" (আত্বিক জীবন) এর জন্য মারাত্বক ক্ষতিকারক।

মাসআলা ঃ– এ আয়াত থেকে প্রমানিত হলো যে, মিথ্যা বলা হারাম, এর পরিনতি হচ্ছে কঠিন শাস্তি।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদীসে রাসূল

(সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)

শায়খুল-হাদীস আল্লামা আবুল কাসেম সাহেব
সাইদাপুর আরবী ইউনিভারসিটি

মো'জেযা

মো'জেযা শব্দটি ইজায শব্দ হতে উৎপন্ন, যার অর্থ অসমর্থ করা (আজিয করা)। ঐ কর্ম যার মোকবেলাতে বরং সৃষ্টি তার জ্ঞানলাভে অসমর্থ তাকেই মো'জেযা বলে। শরীয়তে মো'জেযা ঐ আশ্চর্য ও অদ্ভুত আস্বাভাবিক কর্মকে বলে যা নবীগণের দ্বারা প্রকাশিত হয়।

১) হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত যে তিনি বলেন, একদা মক্কার লোকজন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে আবেদন করলেন যে আমাদেরকে কোন একটি মো'জেযা (আলৌকিক ঘটনা) দেখান। তখন হুজুর চাঁদকে দুখন্ড করে দেখালেন এমনকি তারা উভয় খন্ডের মাঝখানে হেরা পর্বত দেখতে পেলেন।

(বোখারী, মুসলীম, মেশকাত, ৫২৪ পৃষ্ঠা)

২) হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত যে তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর জামানায় চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হয় তার এক খন্ড পাহাড়ের উপরের দিকে এবং অপর খন্ড পাহাড়ের নীচের দিকে ছিল। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা সাক্ষী থাকো। (বোখারী, মুসলীম, মেশকাত, ৫২৪ পৃষ্ঠা)

সংক্ষিপ্ত তফসীর ঃ–ইসলামের প্রচার এবং প্রসার রোধ করার জন্য আবু জাহেল ইয়ামানের সর্দার হাবিব ইবনে মালেককে মক্কা আসার জন্য আমন্ত্রণ করেছিল। আবু জাহেল এবং হাবিব ও অন্য সকলে মিলে হুজুরে পাককে আসমানে মোজেযা অর্থাৎ চাঁদকে দু টুকরো করে দেখানো জন্য বলে। হুজুর তাদের সাফা পর্বতের উপর নিয়ে গেলেন এবং চাঁদকে দুখন্ড করে দেখালেন। হাবিব ইবনে মালিক বলেন যে এ মোজেযা তো দেখালেন এবার বলেন আমার মনের মধ্যে কি বেদনা দুঃখ আছে ? তিনি বলেন–তোমার এক অন্ধ, খোঁড়া, কালা, পঙ্গু, কন্যা আছে, যাও আল্লাহ তোমার কন্যাকে সুস্থ করে দিয়েছেন। তখন হাবিব কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলেন। এবং তাড়াতাড়ী বাড়ির দিকে রওনা হলেন। যখন বাড়ি পৌঁছালেন তখন দেখলেন তাঁর সেই কন্যা সাত্বিহা দরজা খুলছেন। পিতাকে দেখে তিনি কলেমা পড়তে লাগলেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন–তুমি এই কলেমা কোথায় পেলে এ কলেমা তো এই দেশে আসে নাই।

তিনি বললেন–এ রকম আকৃতি বিশিষ্ট একজন বোজর্গকে স্বপ্নে দেখলাম, তিনি বললেন, বেটি তোমার পিতাকে আমি মক্কায় কলেমা পড়াচ্ছি তুমিও এখানে কলেমা পড়ে নাও তোমাকে আল্লাহ তায়ালা সুস্থ করে দিয়েছেন। আমি জাগ্রত হয়ে দেখি সুস্থ হয়ে গেছি এবং আমার মুখে এই কলেমা জারী হয়ে গিয়েছে। (মিরাতুল মানাজীহ ৮ম খন্ড ১১৬ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

হুজুর সাইয়েদে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর দ্বারা চাঁদ অবশ্যই দ্বিখন্ডিত হয়েছিল ইহা সাহাবায়ে কেরাম, তাবেতাবেয়ীনদের দ্বারা অধিকাংশ জামায়াত বর্ণনা করেছেন। মুফাসসেরীন কেরাম গণ ইহাতে একমত যে এই আয়াত–"ইকতারা বাতিস সায়াতু ওয়ান শাক্কাল কামারু" এই চাঁদ দিখন্ডিত হওয়ার প্রমান। (আশয়াতুল লুময়াত, মিরকাত)

৩) হযরত আসমা বিনতে উমাইস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা হতে বর্ণিত যে একবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর উপর ঐ অবস্থায় অহি অবতীর্ণ হয়েছিল যে তাঁর পবিত্র মাথা মোবারক হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর কোলের উপর ছিল। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু আসরের নামাজ পড়েন নাই এই অবস্থায় সূর্য্য অস্ত গেল। তখন হুজুর জিজ্ঞাসা করলেন–আলী তুমি কি নামাজ পড়েছ ? তিনি উত্তর দিলেন না। তখন সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর নিকট দোয়া করলেন , হে আল্লাহ ! আলী তোমার এবং তোমার রাসুলের তাবেদারী করতেছিল সে জন্য তাঁর আসরের নামাজ কাজা হয়ে গেছে সুতরাং তার জন্য আবার সূর্য্যকে উঠিয়ে দাও। হযরত আসমা বিনতে উমাইস বলেন যে আমি চোখে দেখেছিলাম যে সূর্য্য ডুবে গিয়েছিল, হুজুর পাকের দোয়ার পর সূর্য্য আবার উদিত হয় এবং তার কিরন পাহাড় ও মাটিতে ছড়িয়ে পড়ে। (এই ঘটনা খায়বারের নিকট সহবা নামক স্থানে সংঘটিত হয়)
(সাফা মায়া নাসিমুস রিয়াজ ৩য় খন্ড ১০ পৃষ্ঠা)

৪) হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত যে তিনি বলেছেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মসজিদের খেজুর গাছের একটি কান্ডে হেলান দিয়ে জময়ার খোতবা দিবেন। অতঃপর তাঁর জন্য একটি মিম্বর তৈরী করা হলে তিনি তার উপর খোতবা দেওয়ার জন্য দাঁড়ালেন। তখন খেজুর গাছের কান্ডটি হঠাৎ চিৎকার করে উঠল। এমনকি দুঃখে ও শোকে কান্ডটি টুকরো টুকরো হবার উপক্রম হল। তখন নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মিম্বর হতে নেমে এসে গাছের কান্ডটিকে বক্ষের সাথে জড়িয়ে ধরলেন। কান্ডটি তখন শিশুর মতো কাঁদতে লাগলো, শিশুকে আদর ও সোহাগ দ্বারা শান্ত করা হয় অবশেষে কান্ডটি শান্ত ও স্থির হল।
(বোখারী শরীফ, মেশকাত ৫৩৬ পৃষ্ঠা)

৫) হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত যে তিনি বলেন, একবার আমরা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর সাথে এক সফরে ছিলাম। এমন সময় এক বেদুঈন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এলে তিনি তাকে বললেন, তুমি কি এই কথায় স্বাক্ষ্য দাও যে, এক আল্লাহ ব্যাতিত কোন উপাস্য নাই আর মহম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ তায়ালার বান্দা ও রসুল। বেদুঈন বলল, আপনার এ কথার কি কেউ স্বাক্ষ্য দেয় ? তিনি বললেন, ঐ বাবলা গাছটিও এ কথার স্বাক্ষ্য দিবে । এ কথা বলার পর ঐ বাবলা গাছটিকে ডাকলেন। তা ছিল উপত্যকার এক প্রান্তে। ইহা জমিনকে চিঁরে এসে তাঁর সামনে দাঁড়ালো। তিনি গাছটি হতে তিনবার স্বাক্ষী চাইলেন। সে অনুরূপ ভাবে তিনবারই স্বাক্ষ্য প্রদান করল যেরূপ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন। তারপর গাছটি নিজের স্থানে ফিরে গেল। (দারেমী, মেশকাত, ৫৪১ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

৬) হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এক বরতন পানি যখন আনা হল তখন তিনি জাওরা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। তিনি যখন তাঁর পবিত্র হস্ত ঐ পাত্রের মধ্যে রাখলেন তখন তাঁর পবিত্র আঙ্গুলের মধ্য হতে পানি প্রবাহিত হতে লাগল যার দ্বারা সমস্ত লোক ওজু করে নিলেন। হযরত কাতাদাহ বলেছেন যে তিনি হযরত আনাসকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে সেই সময় আপনারা কতজন ছিলেন ? তিনি বলেন.যে, তিন শত বা তিন শতের নিকটবর্তী।

(বোখারী ১ম খন্ড ৫০৪ পৃষ্ঠা, মেশকাত ৫৩৭ পৃষ্ঠা)

৭) হযরত আলী বিন আবু তালিব কররামাল্লাহু তায়ালা ওয়াজহাহু বর্ণনা করেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে মক্কাতে ছিলাম। একদা আমরা মক্কার পার্শ্ববর্তি কোন অঞ্চলের দিকে রওনা হলাম। তখন যে কোন পাহাড় পর্বত ও গাছপালা তাঁর সামনে পড়ল সকলেই তাঁকে আসসালামু আলায়কা ইয়া রাসুলাল্লাহ বলে সালাম করতে থাকল।

(দারেমী, তিরমিজী, মেশকাত ৫৪০ পৃষ্ঠা)

৮) হযরত আবু হোরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত যে তিনি বলেন, আমার মা মুশরিকা ছিল, আমি তাকে ইসলাম কবুল করার জন্য দাওয়াত দিতাম কিন্তু সে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে এ রকম কথা শুনাতো যা আমার নিকট পছন্দ নয়। আমি নবীপাকের নিকট ক্রন্দন করতে করতে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলাম–ইয়া রাসুলাল্লাহ আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করুন যাতে আমার মাকে তিনি হেদায়েত দান করেন। হুজুর দোয়া করলেন–হে আল্লাহ আবু হোরায়রার মাকে হেদায়েত দাও। তখন আমি হুজুরের দোয়াতে খুসি হয়ে বাড়ির দিকে রওনা হলাম। যখন বাড়ির দরজা পর্যন্ত পৌছালাম দেখলাম দরজা বন্ধ। আমার মা আমার আসার শব্দ শুনে বললেন–হে হোরায়রাহ ঐখানেই দাঁড়াও। আমি পানি ঢালার শব্দ শুনলাম যে তিনি গোসল করছেন। গোসলের পর জামা ও ওড়না গায়ে দিয়ে দরজা খুললেন এবং বললেন–হে আবু হোরায়রাহ আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই এবং আরও স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে হযরত মহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা এবং রাসুল। তখন আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর দিকে রওনা হলাম এবং খুসিতে আমার চক্ষু দিয়ে অশ্রু ঝরতে ছিল। হুজুর আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করলেন এবং দোয়া খায়ের করলেন।

(মুসলীম শরীফ, মেশকাত ৫৩৫ পৃষ্ঠা)

৯) হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত যে তিনি বলেছেন–হযরত যায়েদ ইবনে হারেসাহ, হযরত জাফর ইবনে আবু তালিব এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার শহীদ হওয়ার সংবাদ যুদ্ধক্ষেত্র হতে আসার পূর্বেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম লোকেদের জানিয়ে দিয়েছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণনা তিনি এ ভাবে বলছিলেন– ঝান্ডা এখন যায়েদের হাতে, সে শহীদ হয়ে গেল। তারপর জাফর ঝান্ডা হাতে নিল, সেও শহীদ হয়ে গেল, তারপর ইবনে রাওয়াহ পতাকা তুলে নিল, সেও শহীদ হয়ে গেল, এ সময় তাঁর চক্ষুদ্বয় হতে অশ্রু ঝরতে ছিল। অতঃপর রাসুলুল্লাহ বলেন আল্লাহর তরবারী সমূহের মধ্যে এক তলওয়ার অর্থাৎ খালিদ বিন ওয়ালিদ ঝান্ডা তুলে নিল। অতঃপর আল্লাহ তাঁদের বিজয় দান করলেন।

(বোখারী, মেশকাত ৫৩৩ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

(ইহা যুদ্ধের বর্ণনা যা নবীপাক মদিনাতে বসেই দিতেছিলেন এবং অশ্রুপাত করতেছিলেন। সমস্ত জগৎ তাঁর চক্ষের সম্মুখে ইহা তাঁর বিশেষ ক্ষমতা এবং মো'জেযা।)

১০) হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন–আমরা খন্দেকের দিন খনন করতেছিলাম ঐ সময় একখন্ড ভিষন শক্ত পাথর বের হয়ে পড়ল। তখন লোকজন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকটে এসে নিবেদন করব, একটি শক্ত পাথর বের হয়ে পড়েছে যা ভাঙ্গা যাচ্ছে না। তিনি বললেন আমি নিজেই অবতরণ করল। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। ঐ সময় তাঁর পেটে পাথর বাঁধা ছিল। আর আমরাও তিন দিন পর্যন্ত কোন খাবার মুখে দিতে পাই নাই। এমতাবস্থায় নবীপাক কোদাল দিয়ে পাথরটির উপর আঘাত করা মাত্র তা চূণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল।

হযরত জাবের বলেন–নবীপাককে ক্ষুধার্ত অবস্থায় দেখে আমি আমার স্ত্রীর নিকট এসে বললাম, তোমার নিকট কি খাবার মত কিছু আছে ? কেননা আমি নবীকরীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে অত্যান্ত ক্ষুধার্ত অবস্থায় দেখেছি। তখন সে একটি চামড়ার পাত্র হতে এক সা-পরিমান যব বের করল। আর আমাদের পোষা একটি ছাগলের বাচ্চা ছিল। তখন আমি সেই ছাগলের বাচ্চাটি জবাই করলাম এবং আমার স্ত্রী যব পেষন করল। তারপর আমরা হাড়িতে মাংস চড়িয়ে দিলাম। আমি নবীপাকের নিকট এসে চুপে চুপে বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমাদের একটি ছোট ছাগলের বাচ্চা জবাই করেছি ও ঘরে এক সা পরিমান যব ছিল আমার স্ত্রী তা পেষন করেছে, সুতরাং আপনি কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে আমার গৃহে চলুন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম পরিখা খনন কারী সকলকে ডেকে বললেন–এসো ! তোমরা শীঘ্র চল। জাবের তোমাদের জন্য খানা প্রস্তুত করেছে। তারপর তিনি বললেন, জাবের তুমি যাও, কিন্তু আমি না আসা পর্যন্ত মাংসের ডেকচি উনুন হতে নামাবে না এবং আটার খামির হতে রুটিও বানাবে না। তারপর তিনি সকল লোকজন সহ উপস্থিত হলেন। তখন আমার স্ত্রী আটার খামির রাসুলুল্লাহর সামনে এগিয়ে দিলে তিনি তাতে তাঁর মুখের সামান্য লালা মিশিয়ে দিলেন এবং বরকতের জন্য দোয়া করলেন। মাংসের ডেকচির নিকট অগ্রসর হয়ে তাতেও সামান্য লালা মিশিয়ে বরকতের জন্য দোয়া করলেন। তরপর তিনি আমার স্ত্রীকে বললেন, তুমি আরো রুটি প্রস্তুত কারীণিকে ডাক, তারাও তোমার সঙ্গে রুটি বানাতের থাকুক। আর উনুনের উপর হতে ডেকচি না নামিয়ে তা হতে গোস্ত উঠিয়ে পরিবেশন করবে।

হযরত জাবের বলেন–সাহাবীদের সংখ্যা ছিল এক হাজার। আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, সকলে তৃপ্তি সহকারে খেয়ে চলে যাওয়ার পরও মাংস ভর্তি ডেকচি ফুটতেছিল এবং প্রথম অবস্থার ন্যায় আটার খামির হতে রুটি প্রস্তুত হচ্ছিল।

(বোখারী, মুসলীম, মেশকাত–৫৩২ পৃষ্ঠা)

চলবে
আগামী সংখ্যায়

বে-মেসাল বাশার

মোঃ বাদরুল ইসলাম মুজাদ্দেদী

পূর্ব প্রকাশিতের পর

হাজির ও নাযির নবী– (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)

নবীয়েপাক রাসুলে দো-জাহান রাহমাতুল্লিল আলামীন নবী সমস্ত জায়গায় হাজির ও নাযির। দূর নিকট, আলো ও অন্ধকার, সামনে ও পিছন তাঁর নিকট সমান। তিনি সমস্ত জগতের, মানব ও জ্বীনের, ফেরেস্তা ও নবীগণের শাহিদ। তিনি আওয়াল, তিনি আখের, তিনি জাহির তিনি বাত্বিন। তিনি সমস্ত জ্ঞানে জ্ঞানবান।

হাযির এর আভিধানিক অর্থ সামনে উপস্থিত হওয়া বা থাকা এবং নাযির এর অর্থ দর্শনকারী, দৃষ্টি। হাজির ও নাযির এর শরীয়তে অর্থ এ রকম আলৌকিক শক্তি সম্পুর্ণ যিনি এক জায়গায় অবস্থান করে সমগ্র জগৎ কে নিজ হাতের তালুর ন্যায় দর্শন করেন এবং দুর ও নিকটের আওয়াজ শ্রবণ করেন অথবা একই মুহুর্তে সমগ্র জগৎ কে পরিভ্রমন করেন। আর দুর দুরান্তের মানুষের প্রয়োজন পূর্ণ করেন। এ গমন রুহানী অবস্থায় অথবা শারীরিক আকৃতি সহকারে অথবা এ রকম আকৃতি যা দাফনের পর কবরে অথবা অন্য কোন জাগায়। –জায়াল হক

"নবীপাকের হাজির ও নাযির"

পবিত্র কোরআনে–

১) ২২ পারা সুরা আহযাব আয়াত ৪৫, –"ইয়া আইয়ুহান্নাবিয়্যু ইন্না আরসালনাকা শাহিদাও....."

"হে অদৃশ্যের সংবাদ দাতা (নবী) নিশ্চয় আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি উপস্থিত পর্যবেক্ষণকারী (হাজির নাযির) করে, সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী রূপে।"

উক্ত আয়াতের ব্যাখায় তফসীরে "খাযাইনুল ইরফান" (বাংলা) ৭৬৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে–"শাহিদ" এর অনুবাদ উপস্থিত পর্যবেক্ষণ কারী অর্থাৎ হাজির ও নাযির করাই উত্তম। ইমাম রাগেবের প্রসিদ্ধ কেতাব "মুফরাদাত" এর মধ্যে উল্লিখিত আছে–আশশুহুদু ওয়াশশাহাদাতু আলহুজুরো মায়াল মুশাহাদাতে ইম্মা বিল বাসারে আওবিল বাসিরাতে" অর্থাৎ শুহুদো এবং শাহাদাতো এর অর্থ হচ্ছে ঘটনাস্থলে প্রত্যক্ষ ভাবে দেখার সাথে হাজির থাকা চাই সেই দেখা কপালের চোখ দিয়ে হোক অথবা অন্তরের চোখ দ্বারা হোক। আর সাক্ষীকেও এ জন্য শাহিদ বলা হয় যেহেতু সাক্ষী ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে স্বচক্ষে দর্শন করে বর্ণনা করে থাকে। বিশ্ব কুল সর্দার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সমগ্র জাহানের প্রতি প্রেরিত। তাঁর রেসালাতও ব্যাপক। যেমন "সুরা ফোরকান" এর প্রথম আয়াতে বর্ণিত হয়েছে–সুতরাং হুজুর পুরনুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কিয়ামত পর্যন্ত অনাগত দিনের ও সমগ্র সৃষ্টির জন্য স্বাক্ষী এবং তাদের কর্ম ও কার্য্য, সত্যায়ন ও প্রত্যাখ্যান, হিদায়াত ও গোমরাহী সবই স্বচক্ষে পরিদর্শন করছেন। (আবু সাউদ জুমাল)। অর্থাৎ ঈমানদার দেরকে জান্নাতের সুসংবাদ এবং কাফেরদেরকে জাহান্নামের শাস্তির ভয় শুনান।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তফসীরে "নুরুল ইরফান" বাংলা দ্বিতীয় খন্ড ১১৩১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে–শাহিদ শব্দটি মুশাহাদাতু অথবা শুহুদো অথবা শাহাদাতু হতে উৎপন্ন। অর্থাৎ যথাক্রমে আমি আপনাকে–উভয় জাহানকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষকারী করে প্রেরণ করেছি। অথবা সব জায়গায় উপস্থিত করে প্রেরণ করেছি। অর্থাৎ সর্বত্র আপনার জ্ঞান ও ক্ষমতা প্রয়োগ অব্যাহত রয়েছে। যেমন সূর্য্য। তা সর্বত্র আলো দেয়। অথবা সমস্ত মুমিন ও কাফেরদের সাক্ষী করে প্রেরণ করেছি, ফলে আপনি কেয়ামতে সকলের চাক্ষুষ সাক্ষী হবেন। অথবা দুনিয়ায় কোন মানুষ দোযখী কিম্বা জান্নাতি তার সংবাদ দিয়েছেন।

হুজুর ইরশাদ করেছেন–আবু বকর জান্নাতী। হাসান ও হোসাইন জান্নাতের যুবকদের সর্দার ইত্যাদি।

অথবা এই অর্থ যে আপনাকে সবার হৃদয়ে হাজির এবং অধিক প্রিয় করে প্রেরণ করেছি। আপনি সমস্ত সৃষ্টির প্রিয় এবং চিরপ্রিয়। এ কারণে আপনার বিচ্ছেদে শুষ্ক কাঠ ও উট কেঁদেছে এবং বর্তমানে আপনাকে বাহ্যিক দর্শন না করেও কোটি কোটি আশেক বিদ্যমান এবং তা ভবিষ্যতেও থাকবে।

সমস্ত নবী আল্লাহর সাক্ষীও ছিলেন এবং তাঁর করুনারাজীর সুসংবাদদাতা ও তাঁর শাস্তি গুলোর ভয় প্রদর্শনকারী ও ছিলেন। কিন্তু তাঁদের সাক্ষ্য ও সুসংবাদ ইত্যাদি শ্রবণ করে আর হুজুরের এই গুন ছিল চোখে দেখে। কারণ হুজুর জান্নাত ও দোযখ স্বচক্ষে দর্শন করেছেন এবং সাক্ষ্য দিয়েছেন। হুজুরের চাক্ষুষ সাক্ষ্যের ফলে শ্রুত সাক্ষ্যের পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়ে গিয়েছে। তার পর আর অন্য স্বাক্ষ্যের প্রয়েজন নাই। হুজুর সর্ব শেষ নবী তাঁর স্বাক্ষ্য সর্ব শেষ ও চুড়ান্ত।

জায়াল হক ১ম খন্ড ১৬০ পৃষ্ঠা–

শাহিদ এর মানে সাক্ষী হয় এবং হাজির নাযিরও হয়। সাক্ষীকে এ জন্য শাহিদ বলা হয় যে তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকেন। হুজুর আলায়হিস সালামকে শাহিদ বলা হয় এ জন্য যে তিনি দুনিয়াতে গায়েবের জ্ঞানে দর্শন করে স্বাক্ষী দেন অথবা কেয়ামতের দিন সমস্ত নবীদের স্বাক্ষী দেবেন এ সমস্ত স্বাক্ষী বিনা দেখায় কখনই হবে না। এ রকমই তিনি বাশির ও নাযির অর্থাৎ সুসংবাদ দাতা এবং সতর্ককারী এবং আল্লাহর পথে আল্লাহর হুকুমে আহ্বানকারী ও আলোকোজ্জ্বলকারী সূর্য্য। সমস্ত নবীগণ এই কর্ম সম্পাদন করেছেন কিন্তু শ্রবণ করে আর হুজুর আলায়হিস সালাম স্বচক্ষে দর্শন করে। এ জন্য মেরাজ কেবলমাত্র হুজুরের হয়েছে। সিরাজুম মুনীর সূর্য্যকে বলা হয়। ইহা পৃথিবীর প্রত্যেক স্থানে প্রত্যেক ঘরে ঘরে উপস্থিত। উক্ত আয়াতের সমস্ত শব্দ হুজুর আলায়হিস সালামের হাজির ও নাযির হওয়া প্রমান করে।

"তফসীরে জিয়াউল কোরআন" ৪র্থ খন্ড ৮০ পৃষ্ঠা পীর মহম্মদ করম শাহ আযহারী বর্ণনা করেছেন যে শাহিদ এর অর্থ সাক্ষী এবং সাক্ষীর জন্য ইহা অবশ্যই প্রয়োজন যে ঘটনার তিনি স্বাক্ষ্য দেবেন সেই ঘটনা স্থলে তাঁর উপস্থিতি এবং স্বচক্ষে দর্শন একান্ত আবশ্যক। এ দর্শন বাহ্যিক চক্ষে হোক অথবা নুরের দৃষ্টিতে। এ স্থলে একটা জিনিস চিন্তার বিষয় যে আল্লাহ পাক রাসুলে খোদাকে শাহিদ হিসাবে পাঠিয়েছেন কিন্তু কোন বিষয়ের সাক্ষী দাতা তা উল্লেখ করেন নাই।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কোন বিষয় উল্লেখ করলে সে বিষয়ই নিদৃষ্ট হয়ে যেত। এখানে সাক্ষীর ব্যপকতা প্রশস্ততা প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ হুজুর সাক্ষী আল্লাহ তায়ালার তাওহীদ ও তাঁর পূর্ণ গুনাবলীর (সেফাতের) কেননা যখন এ রকম বে-মেসাল গুনাবলীতে পূর্ণ নবী স্বাক্ষী দিবেন যে এক আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই তখন কারো সন্দেহ করার কিছু থাকে না। দুনিয়াবী গাফেলাতের পর্দায় আবৃত মানুষের নিকট হতে পর্দা উঠে গেয়ে আল্লাহর তাওহীদের ও গুনাবলীর স্বাক্ষ্য কবুল করে নেয়।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইসলাম, তাঁর আকিদাবলী, তাঁর ইবাদাত, চরিত্রের নিয়মাবলী তাঁর নিয়মকানুন এর সত্যতার ও সাক্ষী। কেয়ামতের দিন পূর্ব নবীগণের উম্মতগণ নিজ নিজ নবীদের ইসলামী প্রচারের অস্বীকার করবে, তারা বলবে আমাদের নিকট কোন নবী আসে নাই বা আল্লাহর তাওহীদের দাওয়াত দেয় নাই এবং গোনাহ এর রাস্তা হতে বারণও করে নাই। সে সময় নবীগণের নবী মহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সাক্ষ্য দিবেন যে হে আল্লাহ আপনার নবীগণ ইসলাম প্রচার করেছেন, তাওহীদের দাওয়াতও দিয়েছেন কিন্তু তারা নবীদের কষ্ট দিয়েছে, পাথর মেরেছে, ইসলাম কবুল করে নাই। ইহা ছাড়াও তিনি নিজ উম্মতের কর্মের সাক্ষ্য দিবেন। সে কোন দিন কি কর্ম করেছে, কি অন্যায় করেছে বা কি সৎ কর্ম সম্পাদন করেছে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানী পাত্তী এই আয়াতের তফসীরে বলেছেন–"শাহিদান আলা উম্মাতিকা" অর্থাৎ হুজুর নিজ উম্মতের স্বাক্ষী দিবেন। ইহার সমর্থনে একটি রওয়াত বর্ণনা করেছেন–হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক হযরত সায়িদ বিন মুসায়িব হতে বর্ণনা করেছেন যে, প্রত্যেক দিন সকাল ও সন্ধ্যা হুজুরের উম্মতকে হুজুরের নিকট উপস্থিত করা হয়। হুজুর প্রত্যেক ব্যক্তির চেহেরা চিন্তে পারেন এবং এই জন্য হুজুর তাদের সাক্ষী প্রদান করবেন। আল্লামা ইবনে কাসীর এই আয়াতের ব্যখ্যায় লিখেছেন–হুজুর আল্লাহ তায়ালার তাওহীদের সাক্ষ্য যে তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নাই এবং কিয়ামতের দিন মানুষের কর্মের সাক্ষী দিবেন। আল্লামা আলুসী এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন–হুজুর সাক্ষী দিবেন নিজ উম্মতের কেননা তিনি তাদের অবস্থা দেখছেন এবং তাদের কর্মের পরিদর্শন কারী কেয়ামতের দিন তিনি তাদের পক্ষে অথবা বিপক্ষে সাক্ষী দিবেন। ইহার সমর্থনে আল্লামা আলুসী মাওলানা জালালউদ্দিন রুমী রাহমাতুল্লাহি আলায়হির শের নকল করেছেন যে বান্দার অবস্থান হুজুরের দৃষ্টিতে এ জন্য আল্লাহ তাঁর নাম রেখেছেন শাহিদ অর্থাৎ হাজির ও নাযির।

"শানে হাবিবুর রহমান" মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁ নাঈমী বর্ণনা করেছেন–শাহিদ শব্দটি তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যথা –সাক্ষ্য, হাজির এবং মাহবুব। মূলতঃ হাজির থাকাকেই শাহিদ বলা হয়। যেমন "আলিমুল গায়েবে ওয়াশ শাহাদাতে" অর্থাৎ তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। আর স্বাক্ষ্য ও মাহবুব অর্থেও শাহিদ এই জন্য ব্যবহৃত হয় যে স্বাক্ষ্যদাতা তো সংগটিত ঘটনাসমূহে মাওজুদ ছিলই। আর মাহবুব আশেকের অন্তরে সর্বদায় হাজির থাকে। এখানে সকল অর্থই প্রযোজ্য। শাহিদের অর্থ স্বাক্ষ্য এ অর্থেও হতে পারে যে প্রিয় নবী কিয়ামতের ময়দানে সকলের জন্যই স্বাক্ষ্য প্রদানকারী হবেন। পবিত্র কোরআনের ভাষায়–"ওয়া জি'নাবিকা আলা হাওলায়ে শাহিদা" অর্থাৎ এবং আপনাকে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী রূপে উপস্থিত করব।

pdf By Syed Mostafa Sakib

শাহিদ এর অর্থ হাজির ও নাযির। আল্লাহ তায়ালার পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে শাহিদ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে–যেমন–সূরা ইউনুস আয়াত ৬১, আল ইমরান আয়াত ৯৮, সূরা নেসা আয়াত ২৩, সূরা বাকারা আয়াত ১৩৩, ১৮৫, সূরা আম্বিয়া আয়াত ৬১, সূরা নামাল আয়াত ৪৯, সূরা বুরুজ আয়াত ৩০ প্রভৃতি আয়াত সমূহে শোহুদুন শাহিদ, শোহদা, শাহিদা,ইয়াশহাদু, তাশহাদু, মাশহুদ শব্দ গুলির আসল অর্থ হচ্ছে শাহাদাত ও শোহুদ শাহাদত ও শোহুদ অর্থাৎ হাজির নাযির হওয়া অর্থাৎ উপস্থিত থেকে দর্শন করা। উক্ত আয়াতের তফসীর তফসীরে আবুস সোউদ ৭ম খন্ড ৪১৫ পৃষ্ঠা, জুমাল ২য় খন্ড ৪৪২ পৃষ্ঠা, রুহুল মায়ানী ৪২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে–আমি আপনাকে শাহিদ (হাজির নাযির) করে প্রেরণ করেছি তাদের প্রতি যাদের জন্য আপনাকে রাসুল করে পাঠানো হয়েছে। তাদের অবস্থা আপনি পরিদর্শনকারী এবং তাদের কর্মের আপনি স্বাক্ষী। তারা মিথ্যা বা গোমরাহীর উপর অথবা সত্য বা হেদায়েতের উপর আছেন তার স্বাক্ষী আপনি দিবেন। এই রকমই তফসীরে বায়জাবী ও তফসীরে জালালাইন–নবীপাককে শাহিদ অর্থাৎ হাজির নাযির বলে বর্ণনা করেছেন। আর নবীপাক ইরশাদ করেছেন–আমাকে সমস্ত সৃষ্টির জন্য রাসুল করে পাঠানো হযেছে অর্থাৎ তিনি সমস্ত সৃষ্টির জন্য শাহিদ অর্থাৎ হাজির নাযির।

তাছাড়া "মিশবাহুল লোগাতে" "শাহিদ" এর অর্থ উপস্থিত বলা হয়েছে, অর্থাৎ যার জ্ঞান হতে কোন জিনিস গায়েব না হয়। "আল মানজিদেও" একই অর্থ লিখিত আছে। "আল কামুসুল জাদিদে" শাহিদের অর্থ স্বাক্ষী এবং দর্শনকারী।

শাহিদ নবীপাকের পবিত্র নাম। আর হাজির এর আভিধানিক অর্থ উপস্থিত, জ্ঞানী এবং নাযির এর অর্থ দর্শনকারী। আল্লামা শামী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন–হাজিরের অর্থ জানা এবং নাযিরের অর্থ দেখা। (রাদ্দুল মুহতার ৩য় খন্ড ৩০৭ পৃষ্ঠা)

"উরফে শারাহ" তে হাজির ও নাযির এর অর্থ হচ্ছে সমস্ত পৃথিবীকে দর্শন করা, দূর নিকটের আওয়াজ শ্রবণ করা অথবা সামান্য মুহুর্তের মধ্যে পৃথিবীকে ভ্রমন করা। সামান্য মুহুর্তে রুহানী ও শারিরীক ভাবে শত শত কিলোমিটার দূরে সাহায্যের জন্য পৌছে যাওয়া।

"তফসীরে রুহুল বয়ান" (তরজমা উর্দূ) ১১ খন্ড পৃষ্ঠা ৯৬ উক্ত আয়াতের তফসীরে বর্ণিত হয়েছে–শাহাদাত ঐ বাক্যকে বলে যা ইলম বা জ্ঞানের দ্বারা নির্গত হয় এবং ঐ জ্ঞান যা উপস্থিত দৃষ্টির সাহায্যে অর্জিত হয়। এ জন্য আহলে সুন্নাত হুজুর সরওয়ারে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে হাজির ও নাযির বলে মান্য করেন। কেউ কেউ বলে যে শাহিদ এর অর্থ হাজির নয় স্বাক্ষ্য। আমরা মান্য করি যে শাহিদ মানে স্বাক্ষ্য ইহা কোরআন মাজীদ ও অন্যান্য স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু স্বাক্ষ্য এই জন্য শাহিদ যে সে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে দর্শন করে।

হাজির এর অর্থ সম্মুখে উপস্থিত হওয়া। কোন জিনিসের সম্মুখে উপস্থিত থেকে দর্শন করা ইহার মধ্যে কোন পর্দা থাকে না।

২) দ্বিতীয় পারা সূরা বাকারা আয়াত ১৪৩ "ওয়া ইয়াকুনার রাসুলো আলায়কুম শাহিদা....." অর্থাৎ আর এ রাসুল তোমাদের রক্ষক ও সাক্ষী।

pdf By Syed Mostafa Sakib

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তফসীরে "খাযাইনুল ইরফান" বর্ণিত হয়েছে উম্মতগণ তো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম কতৃক অবহীত করণের মাধ্যমে পূর্ববতি উম্মতগণের অবস্থাদী এবং নবীগণের ধর্ম প্রচার সম্পর্কে অকাট্য ও নিশ্চিত জ্ঞান অর্জিত হয়েছে এবং রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর অনুগ্রহক্রমে নবুয়তের জ্যোতি দ্বারা প্রত্যেকের অবস্থা, তার ঈমানের হাকিকাত, সৎ কিম্বা অসৎ কর্ম সমূহ এবং নিষ্ঠা ও কপটতা সব কিছু সম্পর্কে অবহিত।

এ জন্যই হুজুরের স্বাক্ষ্য পৃথিবীতে শরীয়তের নির্দেশ অনুযায়ী উম্মতের পক্ষে গ্রহণযোগ্য। এই কারনেই হুজুর তাঁর প্রকাশ্য অবস্থায় উপস্থিতদের সম্পর্কে যা কিছু বলেছেন যেমন–সাহাবা, স্বীয় পবিত্রা স্ত্রীগণ ও আহলে বায়াতের ফযিলত ও বৈশিষ্ঠাবলী অথবা অনুপস্থিত বা পরবর্তিদের সম্পর্কে যেমন হযরত ওয়াইস ও ইমাম মাহদী সম্পর্কে ইহার উপর দৃঢ় বিশ্বাস করা অপরিহার্য।

তফসীরে জিয়াউল কোরআন উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায়–তফসীরে ফাতুহুল আযিযের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন–তোমাদের রাসুল তোমাদের স্বাক্ষী দিবেন কেননা তিনি তাঁর নবুয়তের নুর দ্বারা নিজ দ্বীনের মান্যকারীদের মরতবা বা তাদের ঈমানের হাকিকাত জানতে পারেন। তোমাদের গুনাহ, তোমাদের কর্মসমূহ, ভালমন্দ চরিত্র তিনি পরিস্কার ভাবে অবগত আছেন।

৩) পারা ২১, সূরা আহযাব, আয়াত ৬, "আন্নাবিও আওলা....." অর্থাৎ নবী মুসলমানদের জন্য তাদের প্রাণের চেয়েও অধিক মালিক এবং তাঁর বিবিগণ মুসলমানদের মাতা।

তফসীরে নুরুল ইরফান আওলা শব্দের তিনটি অর্থ বর্ণনা করেছেন। ১) অধিক মালিক, ২) অতি নিকটে, ৩) অধিক হকদার।

আল্লামা আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী রহমাতুল্লাহি আলায়হি মাদারেজুন নবুয়ত গ্রন্থের ১ম খন্ড ৩য় অধ্যায়ে আওলা শব্দের অর্থ লিখেছেন "নাজদিকতর" অর্থাৎ অতি নিকটে। দেওবন্দ মাদ্রাসার ওহাবী নেতা মৌলবী কাশেম নানুতুবী ও তার "তাহজিরুন্নাস' গ্রন্থের ১০ পৃষ্ঠায় এই আয়াতের আওলা শব্দের অর্থ লিখেছেন নিকটতম। সুতরাং এই আয়াতের অর্থ হয় নবী মুসলমানদের নিকটে, অর্থাৎ তাদের প্রতি প্রান অপেক্ষাও নিকটে। আমাদের প্রান তো আমাদের নিকটে কিন্তু নবী প্রাণ অপেক্ষাও অতি নিকটে। এত নিকটে নবী অথচ আমরা বেশীর ভাগ মানুষ তাঁকে চোখে দেখতে পাই না। ইহা আমাদের দুর্বলতা, ত্রুটি, অনুভুতির অভাব।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর সর্বত্র হাজির নাযির হওয়া প্রমানিত হয়। কেননা প্রাণতো শরীরের সর্বত্র উপস্থিত থাকে আর প্রাণের চেয়েও নিকটে নবী প্রত্যক মুমিনের নিকটে হাজির নাযির রয়েছেন। মুসলমানতো জমিন আসমান সর্বত্র বিরাজমান কেননা ফেরেস্তা জীন ও ইনসান প্রত্যেকের মধ্যেই মুসলমান রয়েছেন। অতএব নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও সর্বত্র হাজির ও নাযির রয়েছেন।

সুক্ষ্ম তত্ত্ব ঃ–আল্লাহ নিজের শানে ইরশাদ করেছেন–"নাহনু আকরাবু মিন হালিল ওয়ারিদ" অর্থাৎ আমি তোমাদের শাহী রগের ও অতি নিকটে। আর নিজ মাহবুব নবীর শানে ইরশাদ করেছেন–"আন্নাবী ও আওলা বিল মোমিনিনা মিন আন ফুসিহিম"

pdf By Syed Mostafa Sakib

অর্থাৎ নবী মুসলমানদের প্রাণের চেয়েও অতি নিকটে। শাহী রগ কেটে গেলেও মৃত্যু এসে য এর প্রাণ বেরিয়ে গেলেও মৃত্যু এসে যায়। ফল কথা যদি কোন ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর জ নিকটে মনে না করে তবে তার ঈমান চলে যাবে। আবার যদি প্রিয় নবীকে অতি নিকটে না জা তখনও সে বেদ্বীন হয়ে যাবে। আর এ জন্যই শায়েখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী লিখেছেন মুসলমানদের মধ্যে অনেক ফেরকার জন্ম হয়েছে এবং তাদের মধ্যে অনেক মতবিরোধ রয়ে কিন্তু এ বিষয়ে সকলেই একমত যে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সর্বত্র হাজির নাযির।

এ জন্যই আত্তাহিয়াতোর মধ্যে প্রত্যেকেই পড়ে "আসসালামু আলায়কা আইয়োহান্নাবীও অর্থাৎ হে নবী আপনার উপর সালাম। তা ছাড়া পৃথিবীতে যার যেখানে মৃত্যু হোক প্রত্যেক কব নবী, নবীপাকের স্বাক্ষ্যতেই তার ঈমানের সাক্ষ্য। প্রত্যেক মাসজিদে খালি ঘরে মোমিনে নবীপাককে উপস্থিত জেনেই সালাম দিতে হয় – আসসালামু আলায়কা আইয়োহান্নাবী ও.....

ইহা ছাড়া অসংখ্য আয়াত, হাদীস ও ফকিহগণের বক্তব্য দ্বারা দয়ার নবী সর্বত্র হাজি নাযির হওয়া প্রমানিত হয়। সাথে সাথে অন্যান্য আরও মসয়ালা ও ইহার উপর নির্ভর করে।

(শানে হাবিবুর রহমান)

৪) পারা–৫, সূরা নেসা, আয়াত ৪১ "ওয়া জি'নাবিকা আলা হাওলায়ে শাহিদা"। অর্থাৎ হাবীব আপনাকে উপস্থিত করবো তাদের সবার উপর স্বাক্ষী এবং পর্যবেক্ষণকারীরূপে।

উক্ত আয়াতের তফসীর খাজাইনুল ইরফান–যেহেতু আপনি নবীগণের নবী এবং সমগ্র বিশ্ব আপনা উম্মত।

তফসীরে নিশাপুরী এই আয়াতের তফসীর বর্ণনা করেছেন,–"লিআন্না রুহাহু আলায়া সালাম শাহিদুন আলাল আরওয়াহি ওয়াল কুলুবি ওয়ান নুফুসি"। এবং তফসীরে মাদারিক বর্ণ করেছেন–"শাহিদান আলা মান আমান....." অর্থাৎ হুজুর আলায়হিস সালা প্রত্যেক ব্যক্তির শরীর এবং রুহের স্বাক্ষ্য, তিনি তাদের ঈমান কুফরী এবং মুনাফিকের অব জ্ঞাত আছেন এবং তাদের নিকট উপস্থিত।

৫) পারা ১৭, সূরা আম্বিয়া, রুকু ৭ আয়াত–"ওমা আরসালনাকা ইল্লা রহমাতাল্লিল আলামীন" অর্থাৎ আমি আপনাকে বিশ্ব জগতের প্রতি কেবল মাত্র রহমত রূপে প্রেরণ করেছি। আল্লাহ রাব্বু আলামিন আর দয়ার নবী রহমাতুল্লিল আলামীন। আল্লাহযে বিশ্ব জগতের রব নবীপাক সেই বি জগতের জন্য রহমত।

আর যিনি রহমকারী তিনি সব সময় জিন্দা কেননা মৃত ব্যক্তি রহম করতে পারে রহমের প্রার্থনাকারী হন। সুতরাং নবীপাক সব সময় জিন্দা অবস্থায় সৃষ্টিকে রহমত (দয়া প্রদানকারী।

আবার রহম প্রদানকারী সৃষ্টির সকল অবস্থা পরিজ্ঞাত কেননা সকলের অবস্থা পরিজ্ঞাত হলে কার জন্য কি রহম করবেন এবং সমগ্র সৃষ্টির নিকট রহম পৌঁছানো ক্ষমতাসম্পন্ন হবেন সুতরাং উক্ত আয়াত হতে ইহা প্রমাণিত হয় যে দয়ার নবী সমগ্র জগতে হাজির নাযির থেকে রহ (দয়া) প্রদান করতেছেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৬) পবিত্র কোরআনের অনেক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে "ওয়া ইজ কালা রাব্বুকা লিল মালাইকাতে" ওয়া ইজ কালা মুসা লি কাওমিহি"–অর্থাৎ যখন আপনার রব ফারিস্তাদের বললেন, যখন মুসা তাঁর কাওমদের বললেন প্রভৃতি। এ সব জায়গায় তফসীর কারকগণ "উজকোর" শব্দটি উহ্য আছে বলে বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ হে নবী আপনি স্মরণ করুন। আর ঐ জিনিসকে স্মরণ করার জন্য বলা হয় যা পূর্বে দেখা আছে। অর্থাৎ নবীপাক সৃষ্টির প্রথম হতে সমস্ত ঘটনা স্বচক্ষে দেখেছেন তারই স্মরণ করানো হয়েছে। (জায়াল হক)

৭) পারা ৩০, সূরা ফীল আয়াত ১–"আলামতারা কায়ফা ফায়ালা রাব্বুকা বি আসহাবিল ফিল" অর্থাৎ হে মাহবুব আপনি কি দেখেন নাই আপনার প্রতিপালক ঐ হস্তী আরোহী বাহিনীর কি করেছেন ?"

৮) সূরা ফজর আয়াত ৬, "আলামতারা কায়ফা ফায়ালা রাব্বুকা বিয়াদ" অর্থাৎ হে মাহবুব আপনি কি দেখেন নাই আপনার রব আদ গোত্রের সাথে কি রকম ব্যবহার করেছেন ? উপরের আয়াতদ্বয়ে হস্তী বাহিনী ও আদ জাতীর ঘটনাবলী হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলয়হি ওয়া সাল্লামের পৃথিবীতে বাহ্যিক অবস্থায় আগমনের পূর্বেই সংঘটিত হয়েছিল। অথচ আয়াতে বলা হয়েছে–আপনি কি দেখেন নাই ? অর্থাৎ আপনি দেখেছেন এ সব ঘটনাবলী।

উক্ত আয়াত দ্বারা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পরিস্কার ভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন যে তাঁর হাবিব পৃথিবীতে আসার পূর্ব হতেই সমস্ত জিনিস দর্শন করছেন। তিনি সৃষ্টির প্রথম এবং সমগ্র জগত তাঁর সম্মুখেই সৃষ্টি। তিনি সমস্ত কিছুর দর্শক, হাজির নাযির।

(উপস্থিত অবস্থায় দর্শন কারী)

চলবে

(আগামী সংখ্যায়)

সুন্নী জগৎ পত্রিকার দীর্ঘায়ু কামনায় –

বুলবুলা প্রিন্টিং প্রেস ও রাঙ্গু কম্পিউটার্স

–ঃ লেটার, কম্পিউটার্স, ও অফসেট প্রিন্ট ঃ–

নশীপুর মসজিদ মোড় ঃ নশীপুর বালোগাছি ঃ রানীতলা ঃ মুর্শিদাবাদ

বই, ম্যাগাজিন, কার্ড, ফ্লেক্স, ফটো কার্ড, ক্যারিব্যাগ, ব্যানার, মেমো, প্রিন্ট করা হয়।

আমাদের কাজ অন্যদের থেকে একটু আলাদা

আসুন আলাপ করি ফোনে, আমাদের ফোন নং—৯৭৩৩৫২৭৫২৬/৯৯৩২৫৪২৫৭৫

pdf By Syed Mostafa Sakib

ফতোওয়া বিভাগ

মুফতী মোঃ আলীমুদ্দিন রেজবী (শিক্ষক নাইত শামসিরীয়া হাইমাদ্রাসা)
মুফতী মোঃ জোবায়ের হোসাইন মুজাদ্দেদী

প্রশ্ন ঃ–জনাব মুফতী সাহেব সালাম নিবেন। আশা করি আমার নিম্ন লিখিত প্রশ্ন গুলির শরীয়ত মোতাবেক সুন্নী হানাফী উলামাগণের উক্তি দ্বারা উত্তর দিবেন।

ইতি ক্বারী আবুল কালাম রেজবী, ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ।

প্রশ্ন ঃ–হযরত আমীরে মোয়াবীয়া রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সঙ্গে যুদ্ধ করে হাজারো মুসলমানকে হত্যা করেছেন এবং করিয়েছেন। আর মোমেনকে হত্যাকারী সর্বদা জাহান্নামে থাকবে। ইহা কোরআন পাকের ৫পারা ১০ রুকু আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। ইহার সঠিক জবাব কি ?

উত্তর ঃ–উক্ত প্রশ্নের দুটি উত্তর, প্রথম উত্তর–এলজামী, কেননা হযরত আয়েষা সিদ্দিকা, হযরত তালহা, হযরত জোবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুমদের উপর একই অভিযোগ উত্থাপিত হবে। কেননা তাঁরাও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন এবং ইহাতে হাজারো মুসলমান শহীদ হয়েছেন। আর মা আয়েষা সিদ্দিকার জান্নাতী হওয়া এমনই বিশ্বাসী যেমন জান্নাতের বিশ্বাস। কেননা তাঁর জান্নাতী হওয়া সম্পর্কে কোরআন মাজীদে প্রমানিত আছে। এ রকমই হযরত তালহা, হযরত জোবায়ের নিশ্চিত ভাবে জান্নাতী কেননা তাঁরা আশারায়ে মোবাশশারার মধ্যে (যে দশজন সাহাবীর জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন তাদের মধ্যে দুজন)। দ্বিতীয় উত্তর তাহাকিকী–মোমেনের হত্যা তিন প্রকার–১) যদি তাঁদের হত্যা করা হালাল মনে করে তবে ইহা কুফর। এই জন্য যে মোমেনকে হত্যা করা হারামে কাত্বয়ী। আর হারামে কাত্বয়ীকে হালাল মনে করা কুফর। উক্ত আয়াতে এই অবস্থাকেই বোঝানো হয়েছে। এই জন্য কুফরকারী সর্বদা জাহান্নামে থাকবে, না ঈমানদার। দ্বিতীয় প্রকার–যদি মোমেনের হত্যকে হালাল মনে না করে যদি দুনিয়াবী ঝগড়ার মধ্যে হত্যা করে তবে ইহা কুফর নয়। ইহা ফিসক (পাপ) এবং গোনাহে কাবিরা। যেমন হালাল মনে না করে শারাব পান করা এবং ইচ্ছাকৃত নামাজ ত্যাগ করা। ৩য় প্রকার–খাতায়ে ইজতেহাদির ফলে কোন এক. মোমিন অন্য মোমিনকে হত্যা করা। ইহা না কুফর না পাপ। হযরত আমীরে মোয়াবীয়ার সঙ্গে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা দের যুদ্ধ এই তৃতীয় প্রকারের। কেননা হযরত ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত যে তিনি মুজতাহিদ ছিলেন। আর মুজতাহিদের ইজতিহাদে ভুল হলে দোষনীয় নয়। যদি প্রশ্নকারী আমার এই উত্তর মান্য করতে না পারে তবে এই প্রশ্ন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর উপরও হবে। তিনি হযরত আয়েষা সিদ্দিকা ও আমীরে মোয়াবীয়া রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন এবং উভয় পক্ষের বহু মোমিন শহিদ হয়েছেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

আল্লাহ তায়ালা বোঝার তাওফিক দেন। আমাদের প্রত্যেক মুসলমানকে হযরত আলী, হযরত আমীরে মোয়াবীয়া ও মা আয়েষা সিদ্দিকা, হযরত তালহা, হযরত জোবায়ের রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম সাহাবাগণকে এবং সমস্ত আহলে বায়াতকে মান্য করার তাওফিক দান করেন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ–হযরত আমীরে মোয়াবীয়ার অন্তরে কি আহলে বায়াতের দুষমনী ছিল যার জন্য কি তিনি আহলে বায়াতকে কষ্ট দিয়েছেন ? নবীপাক বলেছেন যে আলীর সঙ্গে যুদ্ধ করল সে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করল আর নবীর সঙ্গে যুদ্ধকারী কি মোমেন হতে পারে ?

উত্তর ঃ–এ প্রশ্নের প্রথমতঃ ইলজামী উত্তর. এ প্রশ্ন হযরত আয়েষা সিদ্দিকা. হযরত তালহা, হযরত জোবায়ের রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমদের সম্পর্কেও হবে। কেননা তাঁরাও হযরত আলীর সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। কোন বিরোধী এটাও প্রশ্ন করতে পারে হযরত আলী সম্পর্কে যে, তাঁর অন্তরে হযরত আয়েসা, হযরত তালহা, হযরত জোবায়েরের হিংসা বিদ্বেষ ছিল। আর নবীপাক বলেছেন যে আমার সাহাবাগণের সঙ্গে হিংসা বিদ্বেষ রাখল সে আমার কারণেই তাঁদের হিংসা বিদ্বেষ করল। মোট কথা এসব প্রশ্ন হযরত আমীরে মোয়াবিয়ার উপর উত্থাপন করলে অনেক সাহাবা ও আহলে বায়াতের উপরও এসে পড়বে। আল্লাহ তায়ালা সাহাবাগণের সম্পর্কে সমালোচনাকারীদের হেদায়াত করুন।

দ্বিতীয় তাহকিকী উত্তর– আহলে বায়াতের বিরোধিতা করাও তিন প্রকার–১) হুজুরপাকের আহলে বায়াত হওয়ার জন্য হিংসা করা ইহা কুফর। কেননা এই ভিত্তির উপর হিংসা করা প্রকৃত হুজুরের সঙ্গে শত্রুতার সংবাদ দেয়, ইহা কুফর। ২) কোন দুনিয়াবী কারণে তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়া যদি তার মধ্যে নাফসানী (আমিত্ব) থাকে তবে গোনাহ না হলে না। যেমন–হযরত আলী এবং হযরত মা ফাতিমা পরস্পরের সঙ্গে সাংসারিক বিষয়ে একাধিক বার দুঃখিত হয়েছেন। ৩) খাতায়ে ইজতেহাদী–ইহার ভিত্তিতে আহলে বায়াতের সঙ্গে যদি মত পার্থক্য হয় তবে ইহা না কুফর না গোনাহ। আর হযরত আমীরে মোয়াবীয়া ও হযরত আয়েষা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা গণের যুদ্ধ এই তৃতীয় প্রকারের। তাঁদের সকলের অন্তর হিংসা বিদ্বেষ হতে পাক ও পবিত্র। হযরত আমীরে মোয়াবীয়া হযরত আলীকে এতটা শ্রদ্ধা করতেন যে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল নিজ মাসনাদের মধ্যে বর্ণনা করেছেন যে এক ব্যক্তি হযরত আমীরে মোয়াবীয়াকে একটি মসলা জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দিলেন যে হযরত আলীকে ইহা জিজ্ঞাসা করো কেননা তিনি বড় আলেম। ইহার উত্তরে সে ব্যক্তি বলল–তাঁর উত্তর অপেক্ষা আপনার উত্তর আমার নিকট অধিক পছন্দ। তখন আমীরে মোয়াবীয়া বললেন–তুমি অন্যায় কথা বলছ, তাকে কি তুমি ঘৃণা করো যাঁর সম্মান হুজুর পাক করেছেন ! হযরত আলীর এ রকম সম্মান যে হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু কোন কঠিন প্রশ্নের সম্মুখিন হলে তাঁর দ্বারা সমাধান করাতেন। ইহার পর তিনি সেই ব্যক্তিকে বললেন–তুমি আমার নিকট হতে উঠে যাও। তারপর থেকে তার মাসিক ভাতা যা তার জন্য বরাদ্দ ছিল তা বন্ধ করে দেন।

মহম্মদ ইবনে মাহমুদ আমলী "নাফায়িসুল ফুনুন" নামক পুস্তকের মধ্যে বর্ণনা করেছেন যে হযরত আমীরে মোয়াবীয়া রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মাজলিসে একবার হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর আলোচনা আসলে তিনি বলেন, হযরত আলী শের ছিলেন, তিনি পূর্ণিমার রাত্রের চাঁদ ছিলেন, আলী রহমতে খোদার বৃষ্টি ছিলেন। সভাতে একজন জিজ্ঞাসা করলেন–আপনি শ্রেষ্ঠ না আলী। তিনি বলেন–হযরত আলীর নকসে কদম আবু সুফিয়ানের বংশাবলী হতে অনেক উত্তম।

ইহা হতে বোঝা যায় যে সাহাবাদের মধ্যে কোন সময় মতভেদ হয়েছে কিন্তু তাঁরা একে অন্যের সম্মান করতেন, নিজেদের পরস্পরের মধ্যে মহব্বত ছিল। তাঁদের অন্তর হিংসা ও বিদ্বেষ হতে পাক ও পবিত্র ছিল। যেমন ভাই ভাইএর মধ্যে মতবিরোধ হয় সে রকমই কোন কোন সময় মতবিরোধ হয়েছিল। মতোবিরোধ আর হিংসা এক নয়। ইহার মধ্যে কারো নাক গলানো মহা অন্যায়। ইহাতে ঈমান যাওয়ার ভয় রয়েছে।

৩নং প্রশ্ন ঃ–আমীরে মোয়াবীয়া ইয়াজিদকে কেন খলিফা নির্বাচিত করেন ? ইহাতে তিনি তিনটি ভুল করেছেন। ১) এ খলিফা সাধারণের রায়ে নির্বাচিত হওয়া উচিৎ ছিল নিজে কেন খলিফা নির্বাচন করলেন ? ২) নিজের ছেলেকে নিজের পদে স্থলাভিষিক্ত করে ইসলামের কানুনের খেলাফ করেছেন। ৩) ইয়াজিদ ফাসেক ও ফাজের এর হাতে ইসলামের হুকুমাতের বাগডোর দেওয়া সর্বাপেক্ষা বড় অপরাধী, কারবালার সমস্ত ঘটনার জন্য তিনিই দায়ী কেননা ইয়াজিদকে খলিফা না করলে কারবালায় এ মর্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হত না।

উত্তর ঃ–খলিফার জীবদ্দশায় অন্যকে খলিফা নির্বাচিত করা জায়েজ। এ জন্য হযরত আবু বাকার সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু নিজ জীবদ্দশায় হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে খলিফা নির্বাচিত করেছিলেন। নিজ ছেলেকে স্থলাভিষিক্ত করা কোরআন ও হাদীসে নিষেধ নাই। এজন্য সাধারণতঃ পীর ওলি আউলিয়াগণ নিজ ছেলেকে খলিফা নির্বাচিত করেন। কারোও নিজের ছেলেকে খলিফা তৈরী করা বিষয়ে আপত্তি থাকলে কোরআন হাদীস দ্বারা ইহা ভুল প্রমান করতে হবে। যদি বলেন চার খলিফা নিজ ছেলেকে কেউ খলিফা নির্বাচিত করেন নাই এই জন্য ইহা না-জায়েজ। ইহাও ভুল, এই জন্য যে চার খলিফা করেন নাই বলে যদি নাজায়েজ হয় তবে এ রকম কর্ম বহু আছে যা তাঁরা করেন নাই। যেমন কোরআন শরীফ জের জাবার পেশ লাগানো, হাদীস শরীফকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করা, ফেকাহের বই পত্র তৈরী করা প্রভৃতি কর্মও নাজায়েজ হয়ে যাবে। হযরত আমীরে মোয়াবীয়া জীবদ্দসায় ইয়াজিদ ফাসেক ও ফাজের ছিল ইহা প্রমানিত নাই। ইয়াজিদের ফিসক ও ফোজর (পাপাচার) প্রকৃত আমীরে মোয়াবীয়ার ইন্তেকালের পর প্রকাশ পেয়েছে। কারো পাপাচার প্রকাশ হওয়ার পর তাকে পাপী গোনাহগার বলা যাবে কিন্তু পূর্বে নয়। যেমন শয়তান ইবলিস প্রথমে ফেরেস্তাদের শিক্ষক ছিল এবং সম্মানীত আবেদ ছিল কিন্তু তার দ্বারাই কুফর প্রকাশ হওয়ার পর তাকে কাফের বলা হয়েছে এবং বিতাড়িত করা হয়েছে। তাহলে ইয়াজিদের পাপাচার প্রকাশ হওয়ার পূর্বে কেমন করে তাকে পাপী বলা যাবে এবং হযরত আমীরে মোয়াবীয়াকে কেমন করে দোষারূপ করা যাবে ?

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

যদি কোন ব্যক্তি কারো উক্তি দ্বারা প্রমান করে যে আমীরে মোয়াবীয়া ইয়াজিদের পাপাচার জানার পরেও তাকে খলিফা করেছেন তবে সেই উক্তি মিথ্যা এবং উক্তি বর্ণনাকারী পাকা মিথ্যাবাদী। কেননা সে একজন সাহাবীর পাপ প্রমান করতে চায় আর সাহাবীগণ সকলেই আদিল, মুত্তাকী, পরহেজগার সর্বসম্মতিক্রমে জমহুর উলামাগণের নিকট।

আবার ইয়াজিদকে খলিফা না করলে কারবালার মর্মন্তিক ঘটনা সংঘটিত হত না তার জন্য আমীরে মোয়াবীয়া যদি দায়ী হন তবে প্রথম প্রশ্ন হবে হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু যদি হযরত আমীরে মোয়াবীয়াকে খলিফা না করতেন বা তাঁর হাতে বায়াত গ্রহণ না করতেন তবে হযরত আমীরে মোয়াবীয়াও খলিফা হতেন না এবং ইয়াজিদ খলিফা হতো নাআর কারবালার ঘটনাও ঘটত না। হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সঙ্গে চল্লিশ হাজার জান কোরবানকারী সিপাহী ছিলেন এবং তাঁরা তাঁর হাতে বায়াতও গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাদের সঙ্গে নিয়ে আমীরে মোয়াবীয়ার মোকাবিলা করলে সে দিনই ফয়সালা হয়ে যেত। তাহলে ইয়াজিদ খলিফা হওয়ার কোন প্রশ্নই ছিল না। কিন্তু হযরত হাসান ইহা না করে খেলাফত আমীরে মোয়াবীয়াকে সোপর্দ করলেন ও তাঁর হাতে বায়াতও গ্রহণ করলেন। এই জন্যই ইয়াজিদ খলিফা হয়। আর ইহার জন্যই কারবালার মর্মন্তিক ঘটনা সংঘটিত হয়।

আবার কোন ব্যক্তি বলতে পারে যে নবী ভূমন্ডলের ও নভোমন্ডলের এবং পৃথিবীর সৃষ্টি হতে শেষ পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন। সে নবীতো জানতেন হযরত আমীরে মোয়াবীয়ার ঔরসে ইয়াজিদের জন্ম হবে এবং ইয়াজিদের দ্বারা কারবালার ঘটনা ঘটবে তবে ওসিয়ত করতে পারতেন যে, হে আমীরে মোয়াবীয়া ইয়াজিদকে খলিফা কখনই করো না। কিন্তু তিনি তা করেন নাই তবে তিনি কি কারবালার ঘটনার জন্য দায়ী ?

আবার অন্য ব্যক্তি প্রশ্ন করতে পারে আল্লাহ তায়ালা ইয়াজিদকে কেন সৃষ্টি করলেন আর সৃষ্টি করলেন তো শিশুকালেই কেন মৃত্যু দিলেন না তাহলে কি ইহার জন্য আল্লাহ তায়ালা দায়ী ?

নাউজুবিল্লাহ ! সুধী সমাজ দেখলেন প্রশ্নকারীর প্রশ্ন কোথা হতে কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে। আল্লাহ তায়ালা, হুজুরে পাক ও হযরত হাসানের উপরও প্রশ্ন করে দিল, ইহা মহা অন্যায়।'

সুতরাং আমাদের সমস্ত সুন্নী মতাবলম্বীদের নিকট আবেদন যে বাঁচার পথ একটিই যে সাহাবাগণের মধ্যে যে মতবিরোধ হয়েছিল সে সম্পর্কে কটুক্তি সমালোচনা না করা। এ সমস্ত বিষয়কে আল্লাহ তায়ালার নিকট সোপর্দ করা। ঈমান হেফাজতে থাকবে। না হলে ঈমান যাবার ভয় আছে। নবীর মহব্বত করো, আহলে বায়াতের মহব্বত রাখো, সাহাবাগণের ইজ্জত করো।

৪ নং প্রশ্ন ঃ- হযরত আমীরে মোয়াবীয়া কবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন ?

উত্তর ঃ-হযরত আমীরে মোয়াবীয়া রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হোদায়রিয়ার সন্ধির দিন ৬ষ্ঠ হিজরীতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর তা প্রকাশ করেন।

৫ নং প্রশ্ন ঃ-হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে কি হযরত আমীরে মোয়াবীয়ার চক্রান্তে বিষ প্রদান করা হয় ?

pdf By Syed Mostafa Sakib

উত্তর ঃ–মুফতী আযম হিন্দ হযরত মুস্তফা রেজা খাঁ কাদেরী রহমাতুল্লাহি আলায়হি ফাতাওয়ায়ে মুস্তাফাবীয়া প্রস্তকে "সাওয়ারিকে মাহরিকা" কিতাবের উদ্ধিতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে তাঁর স্ত্রী জায়েদা তাঁকে বিষ দিয়েছিল। ইহা যে আমীরে মোয়াবীয়ার চক্রান্তে দেওয়া হয়েছিল ইহা ভুল। ইহা কোন নির্ভরযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থে প্রমাণিত নাই।

৬ নং প্রশ্ন ঃ–হযরত আমীরে মোয়াবীয়ার পিতা আবু সুফিয়ান কি মুসলমান হয়েছিলেন ?

উত্তর ঃ–বোখারী শরীফ ২য় খন্ডে বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমানিত যে মক্কা বিজয়ের পর আবু সুফিয়ান নবী পাকের দরবারে উপস্থিত হয়ে মুসলমান হয়েছিলেন। অতএব তিনি সাহাবীয়ে রাসুল। নবীপাক তাকে ক্ষমাও করে দিয়েছিলেন।

৭ নং প্রশ্ন ঃ–আমীরে মোয়াবীয়ার মা হিন্দা কি মুসলমান হয়েছিলেন্ ?

উত্তর ঃ–হযরত আমীরে মোয়াবীয়ার মা হিন্দা মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। আহলে সুন্নাতের নিকট তিনি একজন সাহাবীয়া। ঈমানের অবস্তাতেই তার ইন্তেকাল হয়েছে।

বোখারী শরীফ ১ম খন্ড ৫৩৯ পৃষ্ঠায় "বাবু জিকরে হিন্দা বিনতে উতবা" অধ্যায়ে মা আয়েষা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা হতে বর্ণিত যে হিন্দা বিনতে উতবা নবীপাকের নিকট উপস্থিত হয়ে আরজ করেন–ইয়া রাসুলাল্লাহ, বিশ্বে আপনার পরিবার বর্গের অপমানিত হওয়া আমার নিকট প্রিয় ছিল কিন্তু আজ বিশ্বে আপনার পরিবারবর্গ সম্মানীত হওয়া আমার নিকট অধিক প্রিয়।

৮নং প্রশ্ন ঃ–হিন্দার বিবাহের তিন মাস পর কি আমীরে মোয়াবীয়ার জন্ম হয়েছিল ?

উত্তর ঃ–এ রকম ঘৃণিত মন্তব্যকারী পাকা মিথ্যাবাদী ও তওহীনকারী। কেননা হিন্দা একজন সৎ নারী। তারিখে খোলাফার ১৩৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে যে তিনি একজন সৎ নারী। তাঁর বিবাহের তিন মাস পর আমীরে মোয়াবীয়ার জন্ম ইহা মিথ্যা কথা আর এই মিথ্যাবাদী নিঃসন্দেহে রাফেজী মতবাদের ব্যক্তি।

(সংগ্রহিত–ফকিহে মিল্লাত মুফতী জালালুদ্দিন আহমেদ আমজাদী আলায়হি রহমার "খোতবাতে মহরম" এবং শায়খুল হাদীস আল্লামা আব্দুল মুস্তাফা আজমী আলায়হির রহমার "সিরাতে মুস্তাফা")

উক্ত ফাতাওয়া বিভাগে আমীরে মোয়াবীয়া সম্পর্কে ও সাহাবীদের সম্পর্কে যে ফাতাওয়া প্রদান করা হয়েছে তা সহীহ। নিম্নে সমর্থন কারীগণের স্বাক্ষর–

মুফতী মোঃ নঈমুদ্দিন রেজবী, মুফতী আবুল কাসেম সুন্নী আল ক্বাদেরী, হাফিজ মুস্তাকিম হোসাইন রেজবী, মাওলানা হাশিম রেজা নুরী রেজবী, মুফতী নিয়াজ আহমদ, মাওলানা মোয়াজ্জেম হোসাইন কালিমী,
মাওলানা আলী হোসাইন, মাওলানা আবুল কালাম আমজাদী
মুফতী ফারুক হোসাইন মেসবাহী।

চতুর্দশ শতাব্দির মহান মুজাদ্দিদ

(ইমাম আহমদ রেজা)

খলিফায়ে রায়হানে মিল্লাত
মুফতী মোঃ নইমুদ্দিন রেজবী কাদেরী

পূর্ব প্রকাশিতের পর----------

ফকিহগণের শ্রেণী বিভাগ ঃ–

ফেকাহের সংজ্ঞার পর ফকিহগণের শ্রেণী বিভাগ আলোচনা করছি যাতে আলা হযরত আলায়হি রহমার ফেকাহ এর জ্ঞানে তাঁর স্থান সম্পর্কে অধিক পরিমানে অবগত হবেন।

১) মুজতাহিদ ফিশা শারায়া

ইহারা ঐ সমস্ত ব্যাক্তি যারা ফেকাহ এর নিয়মাবলী নিদৃষ্ট করেছেন এবং ফারয়ী আহকামকে চারটি দলিল দ্বারা নির্দিষ্ট করেছেন।

ওসুল ও ফারায়াতে তারা কারো অধীনে নয় যেমন–চার ইমাম, ইমাম আযম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আবু মালেক, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম।

২) মুজতাহিদীন ফিল মাজহাব

ইহারা কেবল মাত্র মূল নীতিতে ইমামের অধিনে হয় এবং শরীয়তের মূল চারটি দলিল (কোরআন, হাদীস, ইজমা কিয়াস) হতে ফুরুয়ী মসলা বের করার উপর ক্ষমতা রাখেন। আর ফুরুয়ী মসলাতে কোন স্তানে ইমামের বিরোদী ও হন। যেমন–আসহাবে আবু হানিফা (ইমাম আবু ইউসফ ও ইমাম মহম্মদ এবং ইমাম জুফার প্রভৃতি)

৩) মুজতাহিদীন ফিল মাসায়েল ঃ–

ইহারা মূল নীতি ও শাখা প্রশাখা বিষয়ে ইমামের অধিনে হবেন এবং যে সব মসলাতে ইমামের কোন উক্তি পাওয়া যায় না তাতে ইমামের নিয়ম অনুসারে মসলা বের করেন।

৪) আসহাবে তাখরীজ ঃ–

ইহারা ইজতেহাদের উপর কোন ক্ষমতা রাখেন না কিন্তু মূলনীতি এবং তা হতে যে সব মসলা বের হয়েছে তার উপর পূর্ণ জ্ঞান রাখেন। যেমন আবু বাকার রাজী, জামাস এবং কারখী প্রভৃতি।

৫) আসহাবে তারজীহ ঃ–

ইহারা কিছু বর্ণনার উপর কিছু বর্ণনাকে প্রাধান্য দেওয়ার যোগ্যতা রাখেন। যেমন আবুল হাসান কুদরী, সাহেবে হেদায়া।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৬) সুমাইয়েজীন ঃ–

ইহারা ঐ ব্যক্তি যারা রওয়াতের মধ্যে হতে সহীহ আসহা কাবী জয়ীফ এবং জওয়াহির ও নাওয়াদির প্রভৃতির উপর সুক্ষ্ম দৃষ্টি রাখেন এবং ইহার মধ্যে রওয়াতকে এক অন্যের মধ্যে পার্থক্য করার যোগ্যতা রাখেন। যেমন–সাহেবে কানাজ, সাহেবে বেকায়া প্রভৃতি।

৭) মাহাজ মুকাল্লেদীন ঃ–

ইহারা ঐ ব্যক্তি যারা উল্লিখিত বিষয় সমূহের উপর কোন বিষয়ে যোগ্যতা রাখেন না।

ফোকাহগণের শ্রেনী বিভাগের আলোকে আলা হযরতের স্থান ঃ–

আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা রহমাতুল্লাহি আলায়হির উল্লিখিত ছয় শ্রেণীর মধ্যে প্রত্যেক বিভাগেই বিশেষ কিছু গুন তার মধ্যে ছিল। সুক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে লক্ষ্য করলে বুঝা যাবে আলা হযরত মুজতাহিদীন ফিল মাসায়েল এর সমস্ত গুনের অধিকারী ছিলেন। কেননা তার সময়কালে এমন কিছু নতুন মসলার সৃষ্টি হয়েছিল যার উপর ইমাম আযমের কোন প্রকাশ্য রওয়ায়েত মাওজুদ ছিল না। তিনি ওসুল ও ফুরয়ী (মূলনীতি ও শাখা প্রশাখা নীতি) ইমাম আযমের ইত্তেবা করে ঐ সমস্ত মসলা গুলি বের করেছেন। ফাতাওয়ায়ে রাজাবীয়ার ১২ খন্ডে তার উপর বহু উদাহারণ পাওয়া যায়।

ইমাম আহমদ রেজার ফেকাহ শাস্ত্রে মসলা অনুসন্ধানের যোগ্যতা ঃ–

আলা হযরতের মসলা অনুসন্ধানের যোগ্যতার উদাহারণ স্বরূপ কিছু আলোচনা করা হচ্ছে যাতে তাঁর ফেকাহর জ্ঞানের পাণ্ডিত্ব সম্পর্কে অবগত হওয়া যাবে। কিছু মাসায়েলে পূর্ববর্তী ফকিহগণের মাসায়েলের জটিলতা কে দূর করে দুটি উক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য করে বর্ণনা করেছেন। আর কিছু স।তানে পূর্ববর্তীদের দৃষ্টিতে অপ্রকাশ্য থেকে গেছে তাকে পরিস্কার করে সত্যকে বর্ণনা করেছেন। তাঁর সমসাময়ীক উলামাগণের মধ্যে যে সব ফেকাহের মসলায় ভুল হয়ে গেছে তার উপর বহু কারণ দেখিয়ে সংশোধন করে তাদের সতর্ক করেছেন। ইহা ছাড়াও আরও বিভিন্ন বিষয় আছে যা এখানে বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

কাওল সমূহের মধ্যে সামঞ্জস্যতা ঃ–

অজুর মধ্যে বিনা কারণে পানি খরচ করার বিষয়ে পূর্ববর্তী ফোকাহগণের মধ্যে কঠিন মতবিরোধ ও জটিলতা পাওয়া যায়। যেমন আল্লামা হালাবী গুনিয়া নামক পুস্কতের মধ্যে ও আল্লামা তাহতাবী শারাহ দূর্রে মুখতার এর মধ্যে বিনা কারণে পানি খরচ করাকে হারাম বলেছেন। সুক্ষ্ম অনুসন্ধানকারী আল্লামা আলায়ী দূর্রে মুখতার এর মধ্যে মাকরুহ তাহরিমী বলেছেন। বাহারুর রায়েকে ইহাকে তাহজিহী বলা হয়েছে। ইমাম ইবনে হামাম ফাতহুল কাদীরের মধ্যে খেলাফে আওলা বলেছেন। মোট কথা অজুতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি অপব্যায় করা সম্পর্কে ফোকাহগণের চারটি কাওল (মত) বর্ণিত আছে যথা–হারাম, মাকরুহ তাহরিমী, মাকরুহ তানজিহী ও খেলাফে আওলা। প্রকাশ্য ভাবে ইহার একটি অন্য গুলির বিরোধী। কিন্তু আলা হযরত আশ্চর্য অনুসন্ধান করে চারটি উক্তিকে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছেন। যেমন–হারাম, অজুতে সুন্নত মনে করে বিনা প্রয়োজনে যদি পানি খরচ করা হয় তবে হারাম।

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাকরুহ তাহরিমী– সুন্নাত মনে না করে বিনা কারনে অজুতে এভাবে পানি খরচ করা যাতে পানি নষ্ট হয়

মাকরুহ তানজিহী– সুন্নাত মনে না করে বা পানি নষ্ট না করার ইচ্ছা নিয়ে অভ্যাস বশতঃ বিনা কারণে পানি খরচ করা।

খেলাফে আওলা–না সুন্নাত ধারনা করে না নষ্ট করার ইচ্ছা নিয়ে বা না বিনা কারণে খরচ করার অভ্যাস বশতঃ হয়ে বরং কখনো বিনা দরকারে পানি খরচ করা।

উক্ত সুক্ষ্ম অনুসন্ধানের বিস্তারিত বর্ননা করার পর তিনি আরও বর্ণনা করেছেন যে এই চার কারণ ছাড়া কোন সঠিক উদ্দেশ্য নিয়ে অজুতে তিন তিনবারের অধিক পানি ব্যায় করে তবে নিঃসন্দেহে জায়েজ ও সহীহ এবং ইহার চারটি অবস্থা বর্ণনা করেছেন।

১) শরীর অপবিত্র ও ময়লা দূর করা ও পবিত্রতা হাসিল করার কারণে তিনবারের বেশী ধৌত করা।

২) কঠিন গরম থেকে বাঁচা ও শরীরকে ঠান্ডা করার উদ্দেশ্যে তিনবারের বেশী ধৌতকরা।

৩) দুই অথবা তিন বারের মধ্যে যদি সন্দেহ হয় তবে সন্দেহ দূর করার জন্য কম পক্ষের উপর নির্ভর করে আরও একবার ধৌত করা।

৪) অজু নরূল আলা নুর, এই উদ্দেশ্য নিয়ে তিনবারের অধিক ধৌত করা।

মোট কথা পবিত্রতা অর্জনের জন্য যদি তিনবারের অধিক ধৌত করা হয় তবে ইহার চারটি অবস্থা, হারাম, মাকরুহ তাহরিমী, মাকরুহ তানজিহী ও খেলাফে আওলা হুকুম দেওয়া হবে। আর এই চার অবস্থা ছাড়া যদি সঠিক উদ্দেশ্যে উপরোক্ত চারটি অবস্থা। তার উপর অধিক পানি ব্যবহার করা হয় তবে জায়েজ এবং নিঃসন্দেহে সহীহ। ইহা মাকরুহ হবে না।

(ফাতাওয়ায়ে রাজাবীয়া ১ম খন্ড ১৬৬, ২০৮ পৃষ্ঠা)

আল্লামা সাইয়েদ তাহতাবী ও ইমাম আহমদ রেজা ঃ–

ফোকাহে কেরামগণের একটি কানুন আছে যে জিনিষ অসুখের কারণে শরীর হতে বের হবে ইহাতে অজু ভেঙ্গে যায়। যেমন দূর্রে মুখতারে বর্ণিত হয়েছে–অজু ভঙ্গকারী করাণ সমূহের মধ্যে ঐ প্রত্যেকটি জিনিষ যা অসুখের কারণে বের হয় যদিও কান, স্তন বা নাভি হতে বের হয়।

এই বিষয়ের উপর আল্লামা সাইয়েদ তাহতাবী মসলা বের করেছেন যে শ্লেষ্মা বের হয়ে অজু ভঙ্গ হয়ে যাবে কেননা সর্দিতে অসুখের কারনেই নাক দিয়ে পানি বের হয়।

দূর্রে মুখতারের টিকাতে তিনি বলেছেন যে এই বাক্য থেকে প্রকাশ হয় যে নাকও অন্ত ভূক্ত যখন সর্দি হয়ে যায়।

আলা হযরত ফাজেলে বেরলবী বলেন যে সর্দি শ্লেষ্মাতে অজু ভঙ্গ হবে না। সাইয়েদ আহমদ তাহতাবী এর নিকট এ বিষয় অপ্রকাশ্য থেকে গেছে। কেননা ফোকাহগণের উল্লেখিত নিয়ম মুতলাক নয়। বরং ঐ অবস্থায়। তা হবে যখন অসুখের কারণে যে জিনিষ শরীর হতে বের হবে তার মধ্যে রক্ত পুজ মিশ্রিত থাকবে। যেমন গুনিয়া, মুনিয়া, হুলীয়া, তোহফায়ে কাফী, বাহারুর রায়িক, তিবইনুল হাকায়েক, খোলসা, ফাতহুল কাদীর প্রভৃতি ফেকাহ এর পুস্তক সমূহে ইহার বিস্তারিত বর্ণনা আছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

উপরোক্ত কায়দার ব্যাখ্যা ছাড়াও সর্দিতে নাক দিয়ে পানি বের হলে অজু ভঙ্গ হবে না ইহার উপর দুটি বলিষ্ট দলিল লিপিবদ্ধ করেছেন।

১) ফোকাহে কেরাম ব্যাখ্যা করেছেন যে শ্লেষ্মা যদি মস্তক থেকে অথবা পেট হতে বের হয় তাহলে পাক। ইহা বের হওয়াতে অজু ভঙ্গ হয় না। আর সর্দিতে নাক দিয়ে যে শ্লেষ্মা বের হয় ইহা অজু ভঙ্গের কারণ নয়।

২) ফোকাহে কেরামের কায়দা হল শরীর হতে নাপাকী বের হওয়া অজু ভঙ্গের কারন। আর যদি নাপাকী বের না হয় তবে অজু ভঙ্গ হবে না। আর সর্দির যে তরলতা তা নাপাক নয়। সুতরাং ইহা অজু ভঙ্গের কারণ নয়। (ফাতাওয়ায়ে রাজাবীয়া ১ম খন্ড ৩৪,৪০ পৃষ্ঠা)

আল্লামা শামী ও ইমাম আহমদ রেজা ঃ–

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁর বাহ্যিক জীবদ্দশায় আজান দিয়েছেন না দেন নাই। কিছু উলামা বলেন যে একবার সফরে আজান দিয়েছেন। কেননা ইমামে তিরমিজীর বর্ণনা হতে এ রকমই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কিছু উলামা এই যুক্তি প্রমাণকে রদ করেছেন। কেননা তিরমিজীর নিয়মে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন যে হুজুরে পাক হযরত বেলালকে আজান দেওয়ার হুকুম দিয়েছিলেন। তিরমিজীর বর্ণনাতে হুজুরের দিকে আজানের সম্পর্ক করা ইসনাদ ইলাস সাবাব। সুতরাং তিনি আজান দিয়েছেন ইহা প্রমানিত হয় না। আল্লামা শামী রাদ্দুল মুহতার ১ম খন্ড ৩৭২ পৃষ্ঠাতে বর্ণনা করেছেন যে সাধারণতঃ মানুষ জিজ্ঞাসা করে যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিজে আজান দিয়েছেন না দেন নাই ? আর ইমাম তিরমিজী বর্ণনা দিয়েছেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম একবার সফরে আজান দিয়েছেন। ইহার উপর ইমাম নববী বিশ্বাস করেছেন। কিন্তু ইমাম আহমদ এই নিয়মেই বর্ণনা করেছেন যে হুজুর হযরত হযরত বেলালকে আজান দেওয়ার হুকুম দিয়েছেন। ইহাতে পরিস্কার হয় যে উপরের বর্ণনার মত ইহার সাদৃশ্য আছে। এই স্থানে আল্লামা শামী মুল্লা আলী কারী এবং অন্যান্য উলামাদের মত ইহার উপর বিশ্বাস করেছেন যে হুজুর আজান দেন নাই। আর তিরমিজীর বর্ণনায় সম্পর্ক মাজাজী।

কিন্তু আলা হযরতের সুক্ষ্ম চিন্তা ধারা এই যে হুজুর সফরে একবার আজান দিয়েছেন। ইহাকে ইসনাদে মাজাজীর উপর ব্যবহার করা যাবে না। কেননা ইমাম ইবনে হাজার মাক্কী "তোহফার" মধ্যে বলেছেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম একবার সফরে আজান দিয়েছেন এবং আজানের তাশাহুদ আশহাদু আন্নি রাসুলুল্লাহ বলেছেন। ইহা নাসসে মুফাসসির ইহার মধ্যে ব্যখ্যার কোন স্থান নাই। কেননা যদি তিনি আজান না দিতেন তবে আশহাদু আন্নি রাসুলুল্লাহর স্থানে আশহাদু আন্না মোহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ শব্দ থাকতো। আর আল্লামা শামী নিজেই উক্ত পুস্তকের ৪৭৬ পৃষ্ঠায় "তোহফা" এর উক্ত রওয়ায়েতকে বর্ণনা করে তাকে সহীহ বলেছেন।

(ফাতাওয়ায়ে রাজাবীয়া ২য় খন্ড ৩৪০ পৃষ্ঠা)

(সংগৃহিত–মাহানামায়ে ক্বারী, ইমাম আহমদ রেজা নং, ১৯৮৯ খৃঃ)

চলবে আগামী সংখ্যায়

বীরে মাউনায় নাজদীদের বিশ্বাস ঘাতকতা

মোঃ মনসুর আলী নঈমী, মহম্মদ বাজার, বীরভূম

৪ঠা হিজরীর সফর মাসে বীরে মাউনা নামক স্থানে একটি বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটে। আবু বারা নামক একজন পালোয়ান মদিনায় রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর নিকট উপস্থিত হয়। দ্বীনের নবী তাকে ইসলাম গ্রহণ করার আহ্বান জানান। সে ইসলামের বা রাসুলে পাকের বিরোধিতা বা অবহেলা ও করল না এবং ইসলামও গ্রহণ করল না। বরং সে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট আবেদন করল যে আমাদের দেশে গিয়ে ইসলাম প্রচার কররে এবং শিক্ষা দিবে। আমি আশা করি তারা ইসলাম গ্রহণ করবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন–আমার নাজদের কাফেরদের নিকট হতে বিপদের আশঙ্কা হচ্ছে। আবু বারা বলল–আমি আপনার সাহাবাগণের জান ও মালের হেফাজতের জামিন থাকছি। তারপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সাহাবাগণের মধ্য হতে সুশিক্ষত সত্তর জন সাহাবাকে বেছে নিয়ে তার সঙ্গে পাঠালেন এবং সঙ্গে একটি পত্রও দিলেন। তাঁরা সকলেই যখন বীরে মাউনা নামক স্থানে পৌঁছিলেন তখন কাফেলার সর্দার হেরাম বিন মিলহান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু রাসুল পাকের পত্র নিয়ে সেই গোত্রের সর্দার আমির বিন তোফাইল, যে আবু বারার ভাতিজা ছিল, তার নিকট একাই উপস্থিত হলেন। সে পত্র খানা না পড়ে ছিঁড়ে ফেলে দিল এবং একজনকে ইশারা দিয়ে পিছন দিক হতে বল্লম মেরে হযরত হেরাম বিন মিলহানকে শহীদ করে দিল। তারপর পার্শবর্তী রিয়াল, জিকওয়ান, গাসিয়া, এবং বানু লাহইয়ান গোত্রকে একত্রিত করে লসকর তৈরী করল এবং সকলে একত্রিত হয়ে সাহাবাগণকে আক্রমণ করে বীরে মাউনার স্থানে সকলকে শহীদ করে দিল। শহীদ গণের মধ্যে হযরত আমীর বিন ফাহিরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ছিলেন। তাঁকে যখন হত্যা করা হল তখন তাঁর লাস মোবারক উঁচু হয়ে আসমানের দিকে উঠে গেল তারপর আবার জমিনের দিকে ফিরে আসল কিন্তু তাঁর লাশকে আর খুজে পাওয়া যায় নাই কেননা ফেরেস্তাগণ তাঁকে দাফন করেছেন।

বোখারী ২য় খন্ড ৫৮৭ পৃষ্ঠা)

সাহাবাগণের মধ্যে হযরত আমর বিন উমাইয়া জামিরী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে নাজদের নেতা আমির বিন তোফাইল মাথা নেড়া করে এই বলে ছেড়ে দিল যে আমার মা মানত করেছিল যে একটি গোলাম আজাদ করে দিবে তাই মার মানত পুরা করতে তোমাকে মুক্ত করে দিলাম। হযরত আমর বিন উমাইয়া মদিনা পোঁছে সমস্ত অবস্থা নবীপাকের নিকট বর্ণনা করলেন। সরকারে দো-জাহান সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বীরে মাউনার সাহাগণের নির্মম হত্যাকান্ডের সংবাদ শুনে অত্যান্ত দুঃখিত হলেন। তাঁর এত বেদনা হয় যে জীবনে তা কখনই ভূলে যান নাই। ইহার পর তিনি এক মাস পর্যন্ত ফজরের নামাজের পর সেই দুষ্ট গোত্রের উপর লালত করতে থাকেন। (বোখারী ১ম খন্ড ১৩৬ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

অধিকাংশ নাজদী লোকেদের চরিত্র চিরদিনই নিকৃষ্ট। তারা ধোকাবাজ, বিশ্বাস ঘাতক, মুনাফেক, চক্রন্তকারী। বর্তমানে ও পৃথিবীতে নাজদী ওহাবী ফেতনায় বিশ্বের মুসলমান জর্জরিত। মুসলমানদের মধ্যে দলাদলী বিভেদ সৃষ্টি, মারামারী বাধিয়ে মুসলমানদের ঈমান আমলকে বিনষ্ট করছে। এই নাজদী ওহাবী হতে সাবধান। ভারতবর্ষে নাজদী ওহাবী শিষ্য ইসমাইল দেহলবী, আশরাফ আলী থানবী, রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী, কাসেম নানুতবী প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ।

বিঃ দ্রঃ–ওহাবী দেওবন্দীগণ প্রশ্ন করে যদি নবীপাক ইলমে গায়েব জানতেন তবে সত্তর জন সাহাবীকে কেন বীরে মাউনায় পাঠিয়ে শহীদ করলেন ?

উত্তর ঃ–ওহাবী দেওবন্দীগণের এ প্রশ্ন চক্রান্তমূলক এবং নবীপাকের ইলমে গায়েবকে অস্বীকার করার একটি বাহানা। কেননা নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম জানতেন যে বীরে মাউনার অধিবাসীগণ মুনাফেক এবং ইহাও জানতেন যে তারা সাহাবীগণকে শহীদ করবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানতেন যে আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ইহাই এবং তাঁদের শাহাদতের সময় এসে গিয়েছে। ইহাও জানতেন যে আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকা বান্দার শান। ইব্রাহিম আলায়হিস সালাম আল্লাহ তায়ালার অনুমতি পেয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজ সন্তানের গলায় ছুরি চালিয়ে ছিলেন। ইহা কি নিষ্পাপের উপর অত্যাচার ছিল ? বরং ইহা মাওলার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট ছিলেন। আচ্ছা ইহা বলো আল্লাহ তায়ালা তো অবশ্যই জানেন যে গোস্তে বিষ মিশ্রিত আছে এবং বীরে মাউনাবাসী সত্তর জন সাহাবাকে শহীদ করবে। তবে তিনি ওহি পাঠিয়ে কেন বাধা দিলেন না ?

নবীপাককে জানার এবং বোঝার জন্য নিরপেক্ষ সুক্ষ ব্রেনের দরকার। ইহা নাই বলেই দেওবন্দী ওহাবীগণ নবীপাকের সম্পর্কে আবোল তাবোল প্রশ্ন করে থাকে। ইহাদের নিকট হতে সাবধান।

খবরা খবররের শেষ অংশ ঃ–

কোরবানীর গোস্তে "আল্লাহ" এর নাম

মালদহ জেলার কালিয়াচক থানার অন্তর্গত কমলপুর বাবলা গ্রামে আব্দুস সাত্তার নামে একজন ব্যক্তি আরও ছয়জন মিলে একটি গোরু কোরবানী দেয়। কয়েকদিন পর তার স্ত্রী ফিরোজা বিবি তার আট বৎসরের ছেলে মোঃ ইসমাইলকে খেতে দেন। ইসমাইল খাওয়ার সময় দেখে তার গোস্তের মধ্যে একটি গোস্তের টুকরোতে আরবী অক্ষরে "আল্লাহ" লেখা আছে। ছেলেটি তার মাকে ডেকে দেখায়। মা দেখেন রান্না করা গোস্তের টুকরোতে পরিস্কার করে লেখা "আল্লাহ"। তিনি গোস্তটি তুলে যত্ন সহকারে রাখেন এবং গ্রামের অনেককেই দেখান। এ সংবাদ তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ায় গ্রামের এবং পার্শবর্তি গ্রামের লোকজন এসে দেখে যান। দেখে সকলেই আশ্চর্যান্বিত হন। ইহা মহান স্রষ্টা আল্লাহর কুদরতেরই বহিঃপ্রকাশ। সকলেই আল্লাহর স্মরণ ও প্রশংসা করতে থাকেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সুন্নী ও ভ্রান্ত মতবাদের পরিচয়

এম, এম, আবুল কালাম আমজাদী বি,এ,

প্রশ্ন ঃ- আমার মনে বার বার একটি প্রশ্ন উঠে যে কোরআনপাক এক হাদীসপাক এক, আবার মুসলমানদের মধ্যে মতভেদ কেন ? কেউ বলে মিলাদ শরীফ করা জায়েজ এবং দাঁড়িয়ে স্বালাত ওয়া সালাম পড়া মুস্তাহাব কিন্তু অপরজন বলে মিলাদ করা না জায়েজ এবং ক্বিয়ামে তাজিমী করা ও স্বালাত ওয়া সালাম পড়া হারাম।

উত্তর ঃ-নিশ্চয় আল্লাহ এক রাসুল এক, কাবা এক, এবং পবিত্র কোরআনও এক কিন্তু যারা মুসলমান বলে দাবী করে তাদের আকিদা এক নয়। তাদের মধ্যে রয়েছে কিছু সুন্নী মুসলমান এবং কিছু কাঁওমী মুসলমান (গোত্রীয় মুসলমান) আর এই জন্যই তাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে এবং থাকবে।

প্রশ্ন ঃ- সুন্নী মুসলমান এবং কাওমী মুসলমান (গোত্রীয় মুসলমান) বলার উদ্দেশ্য কি ?

উত্তর ঃ- সরকারে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবাগণ, উলামায়ে মুজতাহেদীন ও বোর্জগানে দ্বীন দ্বীনের (ধর্ম্মের) ব্যাপারে যে পথ অবলম্বন করেছিলেন সেই পথের অনুসরণ কারীগণকে বলা হয় সুন্নী মুসলমান এবং যারা নিজেদের মুসলমান বলে দাবী করে আর সুন্নীদের আকিদার সাথে মতবিরোধ রাখে তাদের কাওমী মুসলমান বলে।

প্রশ্ন ঃ- কাওমী মুসলমানদের আকিদা কি এক ? তাদের মধ্যে মতভেদ আছে কি ?

উত্তর ঃ- তারা আকিদার দিক দিয়েও সকলে এক নয়। তাদের মধ্যে অনেক মতভেদ আছে। আর এ জন্যই তাদের মধ্যে অগণিত সম্প্রদায় রয়েছে।

প্রশ্ন ঃ-কিছু সম্প্রদায়ের নাম ও তাদের সম্পর্কে অবগত করার জন্য অনুরোধ করছি।

উত্তর ঃ-ওহাবী, নীচরী, রাফেজী, ক্বাদীয়ানী, সুলাহ কুল্লী,দাহরীমা ইত্যাদি।

প্রশ্ন ঃ-ওহাবী সম্প্রদায় বা দল কারা ?

উত্তর ঃ-অভিশপ্ত সেখ নাজদীর ভারতীয় শিষ্য মাওলবী মহম্মদ ইসমাইল দেহলবীর অনুসরণ কারীগণকে ওহাবী বলে।

প্রশ্ন ঃ-ওহাবী সম্প্রদায়ের শিক্ষা কি ?

উত্তর ঃ- তাদের আসল শিক্ষা হলো নাবীগণ এবং আওলীয়াগণের শানে বে-আদবী করা। নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে নিজের মত মানুষ এবং বড়ভাই বলা, নাবী পাকের অদৃষ্যের জ্ঞানকে অস্বীকার করা, মিলাদ শরীফ এবং ক্বিয়ামে তাজমীকে হারাম বলা, ইয়া রাসুলুল্লাহ, ইয়া গাওস বলাকে শিরক বলা।

প্রশ্ন ঃ- ওহাবী সম্প্রদায়ের বিখ্যাত কেতাবগুলোর নামকি ?

উত্তর ঃ- তাকবীয়াতুল ঈমান, নাসিহুতুল মুসলেমীন, বেহেস্তী জেওর, তালিমুল ইসলাম, তাহাজিরুন্নাস, বারাহীনে ক্বাতীয়া ও ফাতাওয়ায়ে রাশিদীয়া ইত্যাদি।

প্রশ্ন ঃ- ওহাবী সম্প্রদায়ের বিখ্যাত নেতাদের নাম কি ?

pdf By Syed Mostafa Sakib

উত্তর ঃ- মওলবী রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী, মওলবী কাসেম নানুতবী, মওলবী খলিল আহমদ আম্বেঠী, মওলবী আশরাফ আলী থানবী, মওলবী কেফায়াতুল্লাহ দেহলবী, মাওলবী সানাউল্লাহ অমৃতসরী, মাওলবী ইলয়াস কান্দোলবী, মাওলবী আব্দুস শুকুর কাকুরবী এবং হোসাইন আহমদ টান্ডবী।

প্রশ্ন ঃ- কিছু লোক নিজেকে আহলে হাদীস বলে এর উদ্দেশ্য কি ?

উত্তর ঃ- ওহাবী সম্প্রদায় দুই দলে বিভক্ত। একটি হল ছোট দল অপরটি হল বড় দল। বড় দলের নাম হল দেওবন্দী আর ছোট দলের নাম হল গায়ের মোকাল্লিদ। এই ছোট দলের লোকেরা নিজেকে আহলে হাদীস বলে।

প্রশ্ন ঃ- গায়ের মুকাল্লিদ ও দেওবন্দীগণের মধ্যে পার্থক্য কি ?

উত্তর ঃ- এই দুই দলই আকিদার দিক দিয়ে ঠোস ওহাবী কেননা দুই দলই ইসমাইল দেহলবীকে আপন নেতা স্বীকার করে। এবং তার লিখিত পুস্তক তাকবীয়াতুল ঈমান এর উপর আকিদা রাখে, কিন্তু তারা আমলের দিক দিয়ে এক নয়। গায়ের মোকাল্লিদ ওহাবীগণ নামাজ পড়ার সময় সিনার উপর হাত বাঁধে, নামাজের মধ্যে উচ্চ স্বরে আমিন বলে এবং রমজান শরীফ মাসে আট রাকায়াত তারাবীর নামাজ পড়ে। আর দেওবন্দীরা সুন্নী মুসলমানদের ন্যায় নামাজ পড়ার সময় নাভীর নীচে হাত বাধে, নামাজের মধ্যে আস্তে আমিন বলে আবার রমজান মাসে কুড়ি রাকায়াত তারাবির নামাজ পড়ে।

প্রশ্ন ঃ-জামায়াতে ইসলামী কি ধরনের দল ?

উত্তর ঃ-মওলবী ইসমাইল দেহলবীর অনুসরণ কারী এক আজাদ খেয়াল প্রকৃতির ওহাবী হল মিঃ আবুল আলা মাওদুদী। সে একটি দল তৈরী করে দলের নাম রাখে জামায়াতে ইসলামী। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত লোকেদের মধ্যে কোর্ট পরিহিত ব্যক্তি যারা ইসলামী শরীয়ত ও আক্বায়িদ সম্পর্কে অজ্ঞ তাদের সংখ্যাই আবুল আলা মাওদুদীর দলে বেশী। এ দলও দেওবন্দী এবং গায়ের মুকাল্লিদ এর মতো ওহাবীদের অনুসরণকারী।

প্রশ্ন ঃ- তাবলিগী জামায়াত কি ধরনের দল ?

উত্তর ঃ-দেওবন্দীদের নেতা মাওলবী ইলিয়াস কান্দলবী সাদাসিধা সাধারণ সুন্নী মুসলমানদেরকে ফাঁদে ধরা এবং তাদের ওহাবী দলে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য যে জামায়াত তৈরী করেছিল তারই নাম হল তাবলিগী জামায়াত, এই জামায়াতের লোকেরা দশজন, কুড়ি জন, পঞ্চাশ জন এর দল করে গ্রামের দিকে পৌছায় এবং গ্রামের মসজিদ গুলোতে আপন বেডিং বিছানা বিছায়। পরে গ্রামের প্রত্যেক বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলতে থাকে কলেমা ও নামাজ এর তাবলিগের জন্য আমাদের জামায়াত এসেছে আপনারা চলুন। আল্লাহ ও রাসুলের কথা শুনে ভোলা সুন্নী মুসলমান তাদের জালে ধরা পড়ে এবং পরে তাদের বাহ্যাড়াম্বর তাবলিগের স্বংস্পর্শে এসে কিছু দিনের মধ্যেই পাক্কা ওহাবী হয়ে যায়।

প্রশ্ন ঃ-নিচরী সম্প্রদায়ের সম্পর্কে কিছু বলুন ?

উত্তর ঃ-মুসলিম ইউনিভারসিটির প্রতিষ্ঠাতা স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ ঘোরতর ওহাবী ছিল। সে বহুত সময় আজাদ প্রকৃতির ইংরেদের সংস্পর্শে থেকে তাদের রং ঢং শিখতেছিল,

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

আর ওহাবীতো প্রথম থেকেই ছিল। এখন আজাদ খেয়ালীর ইংরেজদের সঙ্গে তার গভীর সুসম্পর্ক থাকায় তার রংঢং আরো তীব্র হয়ে গিয়েছিল। ফলে ১২৮৩ হিজরী মোতাবিক ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংলন্ডে গিয়ে ইসলামের চরম শত্রুর নিকট হতে যা কিছু শিক্ষা অর্জন করেছিল তা নিয়ে ১২৮৭ হিজরী মুতাবিক ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুস্থানে ফিরে আসে এবং ভারতে এসে এক নতুন দল তৈরী করে যার নাম রাখে "ঠেট ইসলাম" (খাঁটি ইসলাম) যাকে আমরা নিচরী দল বলি। এই সম্প্রদায় এর লোকেরা জান্নাত, দোযখ, নেকী, বদী, জ্বিন, ফেরেস্তা ইত্যাদি যেসব বস্তুকে খালি চোখে দেখা যায় না সেই বস্তুকে অস্বীকার করে, নবীগণের মোজেযা মানেনা। ইসলামী পোষাক, ইসলামী দাড়ী এক কথায় ইসলামী সুরাতের ঠাট্টা বিদ্রুপ করে।

প্রশ্ন ঃ–কাদিয়ানী কাদের বলা হয় ?

উত্তর ঃ–পাঞ্জাব রাজ্যের কাদিয়ান নামক একটি ছোট শহরে মির্জা গোলাম আহমদ নামে একজন দাজ্জালের জন্ম হয়, যে ব্যাক্তি একাদিকে ইসলামী আকিদাগুলিকে অস্বীকার করে অপর দিকে নিজেকে নবী বলে দাবী করে। সেই মির্জাকে অনুস্বরণ কারীদের কাদিয়ানী বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ–মুসলমান তারাই যারা নবী কারিম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) কে শেষ নবী বলে মনে করে এবং এ আক্বিদা রাখে যে সরকারে মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) এর পরে কোন নবীর জন্ম হতে পারে না। বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে, মির্জা যখন নাবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে শেষ নবী মানেইনি তবে নিজেকে মুসমান বলে পরিচিত করার কারন কি ?

উত্তর ঃ–মির্জা একজন জঘন্যতম কাফের ও মুরতাদ ছিল, কিন্তু নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় না দিলে সহজ সরল মুসলমানকে পথ ভ্রষ্ট করতে পারত না। সেই জন্যই সে নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় দিয়েছিল।

প্রশ্ন ঃ–রাফেজী কোন সম্প্রদায় ?

উত্তর ঃ–এ একটি পুরাতন সম্প্রদায়। যারা নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)এর সাহাবীদের ঘোর শত্রু। এই দলের লোকেরা কেবলমাত্র হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) কেই নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) এর খলিফা বলে মনে করে। বাকী তিনজন, সাহাবী যথাক্রমে হযরত আবু বাকার সিদ্দিক, হযরত ওমর ফারুক ও হযরত উসমান গনি (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম)কে নাবীপাকের খলিফা বলে মানেই না বরং তাঁদের পবিত্র জাতকে গালি দেয় ও অভিসম্পাত করে।

প্রশ্ন ঃ–সরকারে হায়দার করার মাওলা আলীী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হযরত আবু বাকার, ওমর ফারুক এবং উসমানে গনি (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) কে খলিফা বলে মেনে ছিলেন কি না ?

উত্তর ঃ–নিশ্চয় হযরত আরী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) উক্ত তিন বিখ্যাত সাহাবীকে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর খলিফা বলে মানেন এবং তিন খলিফার হাতেই বায়াত গ্রহণ করেন। এবং তিনজনের পিছনে নামাজও পড়েন।

প্রশ্ন ঃ–রাফেজীরা এই তিনজন সাহাবীর খেলাফত স্বীকার করে না কেন ?

pdf By Syed Mostafa Sakib

উত্তর ঃ–রাফেজীরা বলে যে হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) এই তিনজন সাহাবীর খেলাফত ভয়ের জন্য মেনেছিলেন।

প্রশ্ন ঃ–কিছু লোক আছে যারা সুন্নী বলে দাবী করে এবং চার বিখ্যাত সাহাবীকেও মানে কিন্তু হযরত আবু সুফিয়ান, হযরত আমীরে মোয়াবিয়া এবং হযরত আমর ইবনে আস (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম) এর ব্যক্তিত্বের উপর বে-আদবী শব্দ ব্যবহার করে এরা কি ধরনের লোক ?

উত্তর ঃ–যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান বলে মনে করে আর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর কোন সাহাবীর ব্যক্তিত্বের বে-আদবী করে সে কখনই সুন্নী নয় বরং সে রাফেজী এবং দোযখের অংশীদার। সরকারে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর প্রত্যেক সাহাবীর সম্মান করা সুন্নী হওয়ার জন্য আবশ্যক।

প্রশ্ন ঃ–যারা নিজেকে সুন্নী বলে আর সরকার হায়দারে কারাব (হযরত আলী) হযরত ইমাম হাসান এবং ইমাম হোসাইন (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম) এর শানে বেআদবী করে তারা কি ধরনের লোক ?

উত্তর ঃ–এদের খারেজী বলে এরাও জাহান্নামের অংশীদার, সুন্নী কখনই হতে পারে না।

প্রশ্ন ঃ–সুলাহ কাল্লীদের আকিদা কি ?

উত্তর ঃ–তাদের আকিদা হল যে সম্প্রদায় বা দল নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করে তারা সকলেই সৎ পথের পথিক।

প্রশ্ন ঃ– তাদের এই আকিদা কি ধরনের ?

উত্তর ঃ– এই ধরনের আকিদা প্রকাশ্য বাতিল, সরকার মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম) এর হাদীসের পরিপন্থি। নবীপাক (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন "কুল্লুহুম ফিন্নার ইল্লা মিল্লাতাও ওয়াহিদাহ" অর্থাৎ এক সম্প্রদায় ব্যতিত সমস্ত মুসলমান যারা নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করে তারা সকলেই জাহান্নামী। দেখুন হাদীস শরীফ হতে প্রমানিত যে সত্যের পথে কেবলমাত্র একটি সম্প্রদায় রয়েছে, বাকী সমস্ত সম্প্রদায় হল দোযখী।

প্রশ্ন ঃ–কাউকে খারাপ বলা কি সঠিক ?

উত্তর ঃ– চোর এবং ডাকাতকে ভালো বলবে না খারাপ ? এরা দুজনেই খুব খারাপ এদের কেউ ভালো বলে না।

প্রশ্ন ঃ– চোর এবং ডাকাতের খারাপী বর্ণনা করা এবং তাদের সংস্পর্শ হতে লোকেদের বাঁচানো সঠিক না বেঠিক ?

* এই কাজ করা অত্যান্ত জরুরী যাতে লোক সতর্ক থাকে।

উত্তর ঃ–তাহলে এখন শুনুন, যে সকল ব্যক্তি মাওলবী এবং পীর সেজে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লামের শানে বেআদবী শব্দ ও বাক্য লিখে সে ব্যক্তিই হল ঈমান চোর এবং দ্বীনের ডাকাত। ইসলামী আইনে সে হল শয়তান এবং বে-দ্বীন। আমাদের উপর ফরজ এই যে নিজ আক্কা ও মাওলা (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর ইজ্জত ও সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের হেফাজত করে এই ধরনের মাওলবী ও পীরের বে-দ্বীন হতে সাধারণ মুসলমানকে সতর্ক করা। যেন সাধারণ মুসলমান সতর্ক হয়ে আপন ঈমান ও আকিদা বাঁচিয়ে রাখে।

প্রশ্ন ঃ- দাহরীয়া কি ধরনের লোক দয়া করে বলবেন ?

উত্তর ঃ-যেমন ছাগলের চামড়া পরে শুয়োরকে হালাল ছাগল মনে হয় কিন্তু আসলে সে অপবিত্র শুয়োর। অনুরূপ দাহরীয়া দেখতে মুসলমান কিন্তু আসলে তারা কাফের শয়তান।

প্রশ্ন ঃ- তাদের আকিদা কি ধরনের ?

উত্তর ঃ-দাহরীয়াদের আকিদা হল যে দ্বীন ও মাজহাব বলতে কিছুই নাই। নামাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাত, এবং কোরবানী এসব বেকার ভিত্তিহীন কাজ। (নাউজুবিল্লাহ) হালাল এবং হারামের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।

প্রশ্ন ঃ-যখন দাহরীয়ারা প্রকাশ্য দ্বীন ও মাজহাবের বিরোধী তখন তাদের মুসলমান বলা হয় কেন ?

উত্তর ঃ- ইসলাম শরীয়ত অনুযায়ী তারা মুসলমান নয় আর এই জন্যই আমরাও তাদের মুসলমান বলি না। যেহেতু তারা মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করে মুসলমানের মতই নাম রাখে এবং মুসলমানের মধ্যে বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করে বলে দুনিয়া তাদের মুসলমান বলে জানে। কিন্তু আসলে তারা মুসলমান নয়।

প্রশ্ন ঃ-গোত্রীয় মুসলমানদের মধ্যে সব চেয়ে ভয়ংকর সম্প্রদায়ের নাম কি ?

উত্তর ঃ-যে সম্প্রদায় সুন্নী মুসলমানদের ঐক্যতা নষ্ট করে দিয়েছে এবং যাদের দ্বারা সুন্নীয়াতের কঠিন ক্ষতি হয়েছে এবং হচ্ছে তারাই হল ওহাবী সম্প্রদায় (সবচেয়ে ভয়ংকর সম্প্রদায়)।

প্রশ্ন ঃ-এরূপ কেন ?

উত্তর ঃ-ওহাবী মাওলবী আপন ওহাবিয়াতের পর্দা ঢেকে মুসলমানদের মাহফিলে মিলাদ শরীফ বর্ননা করে, দাঁড়িয়ে "ইয়া নবী সালাম আলায়কা" পড়ে, নিয়াজের বস্তুর উপর ফাতিহা পড়ে, সুন্নী সেজে মাসজিদের ইমামতি করে ও মাদ্রাসায় শিশুদের শিক্ষাও দেয়, ক্বাদেরী, চিস্তী বলে সহজ সরল সুন্নীদের শিষ্য করে, পরে এই ধোঁকাবাজ মাওলবী পীর ধীরে ধীরে নিজ বাতিল আকিদার শিক্ষা দিয়ে কিছু দিনের মধ্যে পাক্কা ওহাবী তৈরী করে নেয়।

প্রশ্ন ঃ-যদি কোন ওহাবী নামাজ পড়ায় তবে তার পেছনে নামাজ পড়া ঠিক না বেঠিক ?
উত্তর ঃ-ওহাবীর পিছনে নামাজ পড়া হারাম ও বাতিল। ওহাবীর পিছনে নামাজ পড়া ঠিক নয়।

প্রশ্ন ঃ-কোন কোন জায়গায় দেওবন্দীকে ওহাবী বললে রাগান্বীত হয়ে বলে আমরা দেওবন্দী, ওহাবী নয় ?

উত্তর ঃ-ওহাবী আকিদার প্রথম এবং পুরানো পুস্তক হল তাকবিয়াতুল ঈমান। যে পুস্তক মাওলবী ইসমাইল দেহলবী ওহাবিয়াত প্রচারের উদ্দেশ্যে লিখেছে। এই কিতাবের উপর সকল দেওবন্দী ঈমান রাখে, দেওবন্দীদের বড় নেতা মাওলবী রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী নিজ কিতাবে লিখেছে যে এই পুস্তক (তাকবিয়াতুল ঈমান) রাখা, পড়া, এবং আমল করা প্রকৃত ইসলাম ও নেকী পাওয়ার কারন। এখন প্রকাশ থাকে যে দেওবন্দী নিজেকে ওহাবী বলতে অস্বীকার করে সে হল গলগলে ধোঁকাবাজ এবং মিথ্যাবাদী।

প্রশ্ন ঃ-ওহাবীদের সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম কি ?

pdf By Syed Mostafa Sakib

উত্তর ঃ–ওহাবীগণ নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর শানে বেআদবী কথা লেখার জন্য বেদ্বীন। আর এই জন্যই শরীয়তের আইনে তাদের কে সালাম করা, তাদের সঙ্গে মেলামেশা করা, এবং তাদের মধ্যে বিবাহ সম্পর্ক করা না জায়েজ। তাদের জবেহ করা পশু মৃত যার মাংস খাওয়া না-জায়েজ। তাদের সঙ্গে মিল মহব্বত ও দোস্তি রাখা হারাম। তাদের জানাযার নামাজ পড়া উচিৎ নয় তাদের হতে নিজ দ্বীন ও ঈমান বাঁচানো ফরজ। একই হুকুম কাদিয়ানী, নীচরী, রাফেজী প্রভৃতির উপর। নিজে নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন–"ফা ই-ইয়াকুম ওয়া ই-ইয়াহুম লা ইউদিল্লুনাকুম ওয়ালা ইয়াফতুনাকুম" অর্থাৎ হে মুসলমান তোমরা বদ আকিদা ধোঁকাবাজদের হতে আলাদা থেকো, তাদেরকে নিজ হতে দূরে রেখো, যেন এমন না হয় যে তারা তোমাদেরকে সত্য পথ হতে বিপথে চালনা না করে।

(সংগৃহিত–তামিরে আদব, (৫ম খন্ড)
লেখক–হযরত মাওলানা বদরুদ্দিন আহমদ কাদেরী রেজবী
শায়খুল হাদীস, মাদ্রাসা গাউসিয়া, জেলা, বাসতী ইউ,পি,)

বাতিল আকিদা গুলির পরিচয় জানতে

দেওবন্দী তাবলিগী পরিচয়

নিজে পড়ুন এবং বন্ধু বান্ধবকে পড়ান
সংগ্রহে রাখার মত বই

বিশুদ্ধ সুন্নী হানাফি আকিদাবলী জানতে

ইমামে আযম

নিজে পড়ুন এবং বন্ধু বান্ধবকে পড়ান
সংগ্রহে রাখার মত বই

মুফতী মোঃ জোবায়ের হোসাইন প্রণীত চারটি একান্ত প্রয়োজনীয় বই

বিশুদ্ধ ইসলামী আকিদাবলী জানতে

ইসলামী আকায়েদ

নিজে পড়ুন এবং বন্ধু বান্ধবকে পড়ান
সংগ্রহে রাখার মত বই

সুন্নী হানাফি নিয়মে নামাজ শিখতে

সুন্নী নামাজ শিক্ষা

নিজে পড়ুন এবং বন্ধু বান্ধবকে পড়ান
সংগ্রহে রাখার মত বই

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

মওদুদী এজেন্ট
ডাঃ জাকির নায়েক

মুফতী মোঃ জোবায়ের হোসাইন মুজাদ্দেদী

ডাঃ জাকির আব্দুল করিম নায়েক ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর মুম্বাইয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। তার নাম ডাঃ আব্দুল করিম নায়েক, মা রওশন নায়েক। ডাঃ জাকির নায়েক পাটওয়ালা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হতে এম,বি,বি,এস, ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি একজন ডাক্তার।

তাজুশ শারিয়াহ হযরত আল্লামা মুফতী মহম্মদ আখতার রেজা খাঁ আল আযহরী মাদ্দাজিল্লাহুল আলী কে Q.TV, Peace TV দাওয়াতে ইসলামী, এবং বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে যে প্রশ্ন করা হয়েছে তার সমস্ত উত্তর সমূহকে একত্রিত করে "আঞ্জুমানে তাহফুজে ঈমান" যে "ইবলিশ কা রাকস" নামক পুস্তক প্রকাশ করেছেন সেই পুস্তকের ২৯, ৩০ পৃষ্ঠায় বর্নিত হয়েছে–আল্লাহ তায়ালা জাকির নায়েককে তীক্ষ্ণ ব্রেন দিয়েছেন। কিন্তু তিনি এই নিয়ামত ইসলাম প্রচারের জন্য ব্যবহার করতে পারেন নাই। তিনি ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে তুলনা Comperative studies of different Religions) করে ইসলামের সত্যতা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের নিকট পরিচয় করিয়েছেন এবং মানুষও ইসলামের নামে ইসলামের নিকটবর্তী হয়েছে। কিন্তু ডাঃ জাকির নায়েক আসলে মাওদুদী মতবাদের ব্যক্তি। এই জন্য তিনি তার প্রতি আকৃষ্ট ব্যক্তিদের মাওদুদী মতবাদ দেওয়ার জন্য আপন পেশা হতে সরে এসে মুফাসসিরে কোরআন ও মুফতী সেজে গেছেন এবং মাওদুদী তৈরীকৃত বিলুপ্ত হওয়া ইসলাম (Corrupted form of Islam) শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ করেছেন। Q.TV তে ইন্টারভিউ দেওয়ার সময় আনিক আহমদ তাকে সতর্ক করেছিলেন যে কেবলমাত্র আপনি বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে ইসলামের পার্থক্য করার বিষয়েই সীমাবদ্ধ থাকবেন, আপনি না আলেম না মুফতী এজন্য আপনার কোরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা ও ফাতাওয়া দেওয়ার অধিকার নাই। এজন্য ইহা বন্ধ করুন কেননা ইহাতে আপনার ও আপনার শ্রোতাদের পথভ্রষ্ট হওয়ার সন্দেহ আছে।

ইহার পরও Peace TV চালু হওয়ার পর ধারাবাহিক ভাবে ইহাতে আলোচনা করতেছেন। জাকির নায়েক কোরআন ও সুন্নাতের যে বিরোধী উক্তি করেছেন তা নিম্নে বর্ণিত হল।

১) কোরআন স্পর্শ করার জন্য ওজু করার প্রয়োজন নাই। কোন আয়াত বা কোন হাদীস এ বিষয়ে বর্ণিত নাই। (প্রোগ্রাম Dare to Ask তারিখ ১০ই জুন ২০০৮)

২) হালালা করার প্রয়োজন নাই। ইহা কোরআন এর মধ্যে নাই। (প্রোগ্রাম–সওয়াল কা জওয়াব, তারিখ ২৬শে মে. ২০০৮)

৩) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর সামনে মহিলাগণ মাসজিদে যেতেন। আজকাল হিন্দুস্থান ছাড়া আমেরিকা ও ইউরোপে মহিলাগণ মাসজিদে যান। কোন জাগায় মহিলাদের মাসজিদে যাওয়া নিষেধ নাই (প্রোগ্রাম–Salah ১৪ই জুন ২০০৮)

৪) কোরআন জুজদানের মধ্যে রাখা. তার দিকে বা কাবার দিকে পিঠ বা পা করা, জুতো পরিধান করে কোরআন পাঠ করা দোষনীয় নয়। সম্মান করো কিন্তু এত নয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৫) মহিলাগণ পুরুষদের মত নামাজ পড়তে পারে, কোরআনের কোন জাগায় এ হুকুম নাই যে মহিলাগণ পুরুষদের মত নামাজ পড়তে পারবে না।

৬) সুফিবাদ ইসলামের বিলুপ্ত হওয়া আকৃতি, ইহা ইসলাম নয়। (Sufism is corrupted form of Islam, it is not Islam) (প্রোগ্রাম–সওয়াল কা জওয়াব, ২৬শে জুন ২০০৮) প্রভৃতি।

ডাঃ জাকির নায়েকের উক্ত উক্তি গুলি কোরআন, হাদীস, ইজমা, কেয়াসের বিরোধী। কোরআন মাজিদে স্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে–"লা ইয়ামাসসুহু ইল্লাল মুতাহহারুন" অর্থাৎ ইহাকে অজু ব্যতিত স্পর্শ করবে না। (সূরা ওয়াকেয়া, ২৭ পারা, আয়াত ৭৯) এবং হালালা সম্পর্কেও কোরআন মাজিদে প্রকাশ্য ভাবে বর্ণিত হয়েছে সূরা বাবারা ২য় পারা ২৩০ আয়াত এবং হাদীস পাকেও ইহা বর্ণিত আছে। ডাঃ জাকির নায়েকের অজু ও হালালাকে অস্বীকার এর অর্থই কোরআন পাকের আয়াতকে অস্বীকার। আর যে ব্যক্তি কোরআনের কোন আয়াতকে অস্বীকার করবে সে ব্যক্তি কাফের। তিনি ইয়াজিদের পক্ষের লোক এ জন্য ইয়াজিদকে রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেছেন। তিনি ইংরেজী পোষাক কোর্ট টাই পরিধান করেন এবং টাই পরিধান করাকে জায়েজ বলেছেন কিন্তু ইহা শরীয়ত বিরোধী। বিশ্বের অন্যতম প্রখ্যাত মুফতী হযরত আল্লামা মুস্তফা রেজা খাঁ আলায়হির রহমা ফাতাওয়ায়ে মুস্তাফাবিয়ার মধ্যে টাই পরিধান করাকে হারাম, কঠিন হারাম বলেছেন।

ডাঃ জাকির নায়েক সম্পর্কে সাওদাগারাঁ বেরেলী শরীফ (ইউ,পি) মারকাজে দারুল ইফতা মাজহারে ইসলাম এর বিখ্যাত মুফতী মোঃ ওবাইদুর রহমান রেজবীর ফাতাওয়া–

–ঃ মূল ফাতাওয়ার ফটো কপি ঃ–

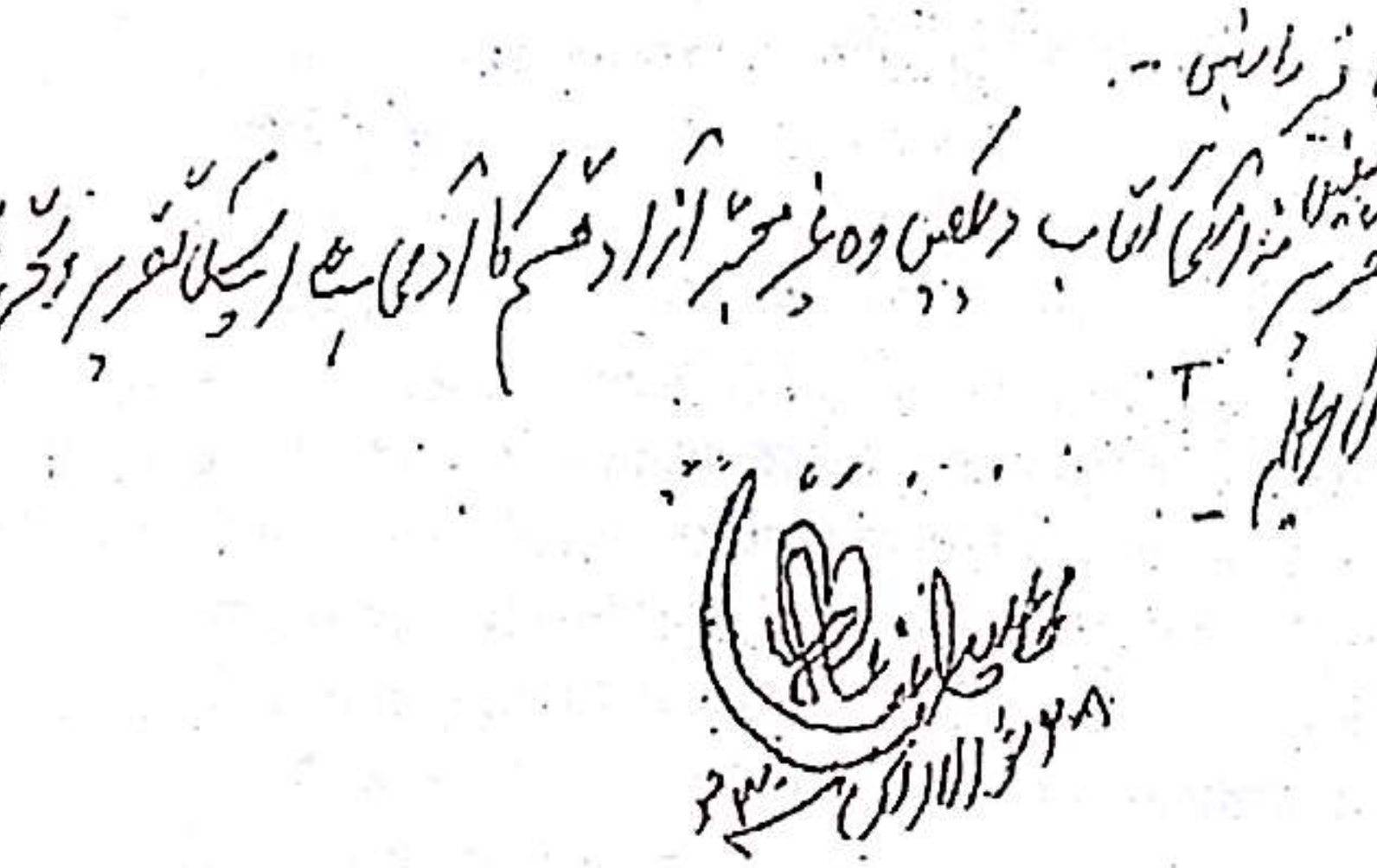

অনুবাদ–উত্তর ঃ–৭৮৬/৯২ তার না বক্তৃতা শুনেছি না তার পুস্তক দেখেছি। সে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি নয়, স্বাধীন মনোবৃত্তির মানুষ। আর বক্তৃতা এবং পুস্তক হতে বেঁচে থাকা প্রয়োজন। ওয়াল্লাহু তায়ালা আলাম।

মহম্মদ ওবাইদুর রহমান, গুফেরা লাহু বেরেলী শরীফ।

ডাঃ জাকির নায়েক সম্পর্কে দারুল উলুম দেওবন্দের ফাতাওয়া। মূল ফাতাওয়ার ফটো কপি–

pdf By Syed Mostafa Sakib

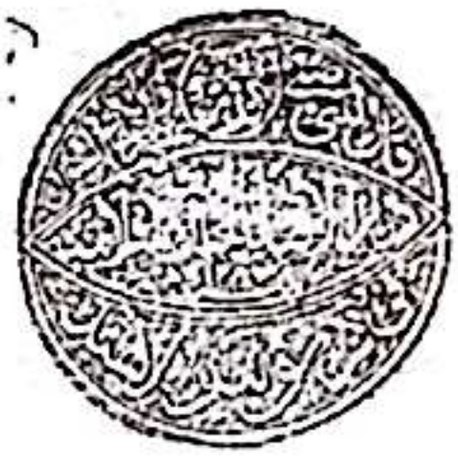

বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম

উত্তর–ওয়া বিল্লাহিত তাওফিকো–ডাঃ জাকির নায়েক সাহেব আলেম নয়। সে একজন ইংরেজী শিক্ষিত মানুষ। চ্যানেলে আহ্বানকারী হয়ে মানুষের সম্মুখে আসছে। তার দৃষ্টি ভঙ্গি ও চিন্ত াধারা উলামায়ে হক ও পূর্ববর্তী উলামাগণের রাস্তা হতে দূরে সরে রয়েছে। সে কোরআন ও হাদীসের বিষয় বস্তু নিজ মনগড়া ব্যাখ্যা করে। ইহার কারণে সে নিজে পথভ্রষ্ট এবং অন্যান্যদের পথভ্রষ্ট করছে। তার মতে চার মাজহাব মান্য কারী গণ মতভেদের জালে পড়ে আছে এবং সে গায়ের মুকাল্লিদগণকে একমাত্র হক মনে করে। সে একজন গায়ের মোকাল্লিদের (লা-মাজহাব) এজেন্ট। তার মত ও পথ চার মাজহাব বিরোধী।

সে ইসলামী পোষাকও পরেনা এবং শরীয়ত মোতাবেক তার দাড়িও নাই। তার কথার উপর মুসলমানদের বিশ্বাস না করা দরকার। তার বক্তৃতা, লেখনী এবং তার পুস্তক পড়া হতে বিরত থাকা দরকার।

উক্ত ফাতাওয়ায় দারুল উলুম দেওবন্দের অন্য তিনজন মুফতীর স্বাক্ষর রয়েছে।

ফাকাত ওয়াল্লাহু আলামু।

হাবিবুর রহমান আফাল্লাহু আনহু, মুফতী দারুল উলুম দেওবন্দ, ২৭শে জিলহজ ১৪৩০ হিজরী।

সুধী সমাজ উপরের আলোচনা এবং ফাতাওয়া ও জাকির নায়েকের কুফরী বাক্য হতে পরিস্কার হয়ে গেল যে সে একজন সুন্নী জামায়াতের লোক নয় বরং সে জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মিঃ আবুল আলা মাওদুদীর পাক্কা এজেন্ট এবং গায়ের মুকাল্লিদ। তার বক্তৃতাকে যারা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছে তারাও গায়ের মুকাল্লিদ ওহাবী। তার বক্তৃতার সঙ্গে অনুবাদকগণ পুস্তকে তাদের আপন বানায়টী কথা সংযোজন করে দিচ্ছে এবং মুসলমান সমাজকে বিভ্রান্তির মধ্যে নিক্ষিপ্ত করছে। সুতরাং তার ও তার এজেন্টদের ভ্রান্ত মতবাদ বক্তৃতা ও বই-পুস্তক পড়া ও শোনা হতে সুন্নী জামায়াতের মানুষদের বিরত থাকা আবশ্যক।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মারকাজে দারুল ইফতার

ঐতিহাসিক ফাতাওয়া

হযরত আমীরে মোয়াবীয়া রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু সম্পর্কে
বিরূপ মন্তব্যকারীদের বিরুদ্ধে—

-ঃ ফাতাওয়ার মূল ফটো কপি ঃ-

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ

ایک پیر جس نے ایک مجلس میں یزید کو کھلے طور پر کافر کہا اور ساتھ ہی ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کافر کہا اس مجلس میں ایک پابند شرع عالم بھی موجود تھے تو انہوں نے کہا کہ یزید کے بارے میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے کہ سکوت اختیار کیا جائے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں جس پر انہوں نے کہا جو یزید اور امیر معاویہ کو کافر نہ کہے وہ خود کافر ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے معاونین ومخلصین نے اس لفظ کو چند مرتبہ دہرایا کہ ایسے شخص کافر ہیں تو ایسے عقائد رکھنے والے پیر اور ان کے معاونین ومخلصین کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں۔

المستفتی: (مولانا) محمد ضمیر الدین نعیمی

مقام جریڈیہ پوسٹ ریمبا ضلع گریڈیہ جھارکھنڈ

الجواب اللھم ھدایۃ الحق والصواب :- تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تعظیم

فرض ہے اور وہ سب کے سب عدول ہیں ان کے درمیان جو مشاجرات (جنگ یا دیگر باتیں) واقع ہوئے اس میں علماء اہلسنت کا عقیدہ یہ ہے کہ ان مشاجرات کا ذکر حرام ہے کیونکہ خوف ہے کہیں کسی صحابی کی طرف سوئے ظن (بدگمانی) نہ ہو جائے اور ہماری دنیا و آخرت برباد ہو۔ حدیث شریف میں ہے: اذا ذکر اصحابی فامسکوا یعنی جب میرے صحابہ کا ذکر کرو تو رک جاؤ (یعنی مشاجرات کا ذکر نہ کرو) صحابۂ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شان میں بہت سی آیات نازل ہوئیں اور بہت سی حدیثیں ناطق ہیں، قرآن عظیم میں صحابہ سید عالم ﷺ کی دو قسمیں فرمائیں مومنین قبل الفتح جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے راہ خدا میں خرچ و جہاد کیا اور مومنین بعد الفتح جنہوں نے بعد کو فریق اول کو دوم پر تفضیل عطا فرمائی کہ: لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد الفتح و قاتلوا (ترجمہ: تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ و جہاد کیا وہ مرتبہ میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرچ و جہاد کیا) اور ساتھ ہی فرمایا: و کلا وعد الله الحسنی (ترجمہ: اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا) دونوں فریق سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمالیا اور ان کے افعال پر جاہلانہ نکتہ چینی کا دروازہ بھی بند فرما دیا کہ ساتھ ہی ارشاد ہوا: والله بما تعملون خبیر اللہ کو تمہارے اعمال کی خوب خبر ہے یعنی جو کچھ تم کرنے والے ہو وہ سب جانتا ہے باایں ہمہ سب سے بھلائی کا وعدہ فرما چکا خواہ سابقین (پہلے والے) یا لاحقین (بعد والے) اور یہ بھی قرآن عظیم سے ہی پوچھ دیکھئے کہ مولا عزوجل جس سے بھلائی کا وعدہ فرما چکا اس کیلئے کیا فرماتا ہے: ان الذین سبقت لھم منا الحسنی اولئک عنھا مبعدون لا یسمعون حسیسھا وھم فیما اشتھت انفسھم خلدون لا یحزنھم الفزع الاکبر و تتلقھم الملئکة ھذا یومکم الذی کنتم توعدون بیشک جن سے ہمارا وعدہ بھلائی کا ہو چکا وہ جہنم سے دور رکھے

pdf By Syed Mostafa Sakib

گئے ہیں اس کی بھنک تک نہ سنیں گے اور وہ اپنی من مانی مرادوں میں ہمیشہ رہیں گے انہیں غم میں نہ ڈالیگی بڑی گھبراہٹ فرشتے ان کی پیشوائی کو آئیں گے یہ کہتے ہوئے کہ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا سچا اسلامی دل اپنے رب عزوجل کا یہ ارشاد عام سن کر کبھی کسی صحابہ پر نہ سوئے ظن کر سکتا ہے نہ ان کے اعمال کی تفتیش۔

مذکور عبارتوں سے صاف ہوگیا کہ سب صحابی جنتی ہیں جو کسی صحابہ کو کافر کہے وہ جنتی کو کافر کہتا ہے اور جو ایسا عقیدہ رکھے خارج از ایمان ہے اور صحابہ کو کافر جانکر خود جہنمی بنتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں اور صحابی رسول کے بابت اللہ کا فرمان گزرا لہٰذا یہ پیر حضرت امیر معاویہ کو کافر کہہ کر خود کافر اور جہنمی بنا اور حدیث شریف میں ہے بخاری شریف، مسلم شریف، احمد، اور ترمذی نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا خیر الناس قرنی یعنی میری صدی کے لوگ (صحابہ) سب سے بہتر ہیں اور ترمذی شریف میں ہے: لا تمس النار مسلما رانی او رای من رانی رواہ عن جابر یعنی آگ (جہنم) اس مسلم کو نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے (صحابہ) کو دیکھا، اور صحابہ کرام کو جو گالی دے اس پر اللہ و رسول ملائکہ اور تمام لوگوں کی لعنت برستی ہے حدیث شریف میں ہے: من سب اصحابی فعلیه لعنة الله و الملئكة و الناس اجمعين اور دوسری حدیث شریف میں ہے: ان الله اختارنی و اختار لی اصحابا فجعل لی منهم وزراء و انصارا و اصهارا فمن سبهم فعلیه لعنة الله و الملئكة و الناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفا و لا عدلا رواه الطبرانی و الحاكم یعنی بیشک اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میرے صحابہ کو چن لیا اور میرے لئے ان ہی میں سے وزیر اور انصار اور سسرالی رشتہ دار بنائے تو جو شخص ان کو گالی دے اس پر اللہ اور ملائکہ اور تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے اور اللہ اس کا نہ نفل قبول فرماتا ہے نہ فرض اس

pdf By Syed Mostafa Sakib

حدیث کو طبرانی اور حاکم نے روایت کیا، دیکھئے صحابہ پر نکتہ چینی کا یہ عالم ہے تو کافر جانے والے پر کیا وبال ہوگا اور دوسری حدیث میں ارشاد آیا: ایما رجل قال لاخیه کافر فقد باء بها احدهما رواه البخاری و مسلم و احمد یعنی کوئی جو کسی مسلم بھائی کو کافر کہے تو وہ ایک پر ضرور لوٹے گی یعنی جسے کافر کہا اگر کافر ہے تو فبہا ورنہ یہ خود کافر ہے۔ عام مومنین کے بابت یہ حکم ہے تو جو کوئی کسی صحابہ کو کافر کہے گا تو بدرجۂ اولیٰ قائل فی الفور کافر ہوا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں خاص ان کی شان میں متعدد حدیثیں ہیں اور ان سے بہت سی حدیثیں مروی بھی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ اپنے والدین سے قبل اسلام لائے اور اسلام کے شرف کے ساتھ ساتھ نسب، صحبت، مصاہرت کا بھی شرف حضور ﷺ سے حاصل ہے اور ان امور کی وجہ سے جنت میں حضور اکرم ﷺ کی رفاقت بھی لازم ہے "تطهير الجنان واللسان عن الخطور والتفوة بثلب سيدنا معاوية بن ابی سفيان" میں علامہ امام احمد بن حجر ہیتمی فرماتے ہیں: فمنها شرف الاسلام و شرف الصحبة و شرف النسب و شرف مصاهرته له ﷺ المستلزمة لمرافقة له ﷺ فی الجنة ولكونه معه فيها (ص ٦) ترمذی جلد ثانی وغیرہ نے خاص حضرت امیر معاویہ کی شان میں باب باندھا، حدیث میں ہے: عن النبی ﷺ انه قال لمعاوية اللهم اجعله هاديا مهديا و اهدبه یعنی حضور ﷺ سے مروی ہے کہ انہوں نے معاویہ کیلئے فرمایا کہ اے اللہ اس کو ہادی اور مہدی بنا اور اس سے لوگوں کو ہدایت دے اور دوسری حدیث میں ہے: لما عزل عمر بن الخطاب عمير بن سعد عن حمص ولی معاوية فقال الناس عزل عمير اوولی معاوية فقال عمير لا تذكروا معاوية الا بخير فانی سمعت رسول الله ﷺ يقول اللهم اهدبه یعنی جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمص سے معزول کیا اور معاویہ کو والی

pdf By Syed Mostafa Sakib

بنایا تو لوگوں نے کہا عمیر کو معزول کیا اور معاویہ کو والی بنایا تو عمیر نے کہا معاویہ کا ذکر خیر سے کرو کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے فرماتے تھے کہ اے اللہ اس سے لوگوں کو ہدایت دے۔ بفرض غلط اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر ہوتے تو ان کی شان میں حدیثیں مروی نہ ہوتیں۔ اور صحابہ کرام کی تعظیم دیکھئے اور سرکار کے فرمان کو کتنا سچا اور یقینی مانتے تھے کہ فرماتے ہیں حضرت عمیر ایک تو عہدہ سے معزول بھی ہوئے پھر بھی فرماتے ہیں امیر معاویہ کا ذکر خیر ہی کے ساتھ کرو کیوں کہ سرکار ﷺ نے خاص امیر معاویہ کے بارے میں فرمایا اللہ ان سے مومنین کو ہدایت دے۔ تو اگر امیر معاویہ میں کوئی خامی ہوتی تو صحابہ اس قدر احتیاط نہ برتتے امیر معاویہ کی شان بہت اونچی ہے۔ جنکو سرکار ﷺ نے اتنا چاہا، جنکو صحابہ نے اتنا رتبہ دیا سرکار دو عالم ﷺ نے ہر صحابہ کی شان میں فرمایا: اصحابی کالنجوم بایھم اقتدیتم اھتدیتم یعنی میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں تم ان کی اقتداء کرو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ یہ پیر پکا خبیث یا رافضی معلوم ہوتا ہے اور شیطان کا پیر ہے اس سے لوگ گمراہ ہونگے ایمان ہاتھ سے دھو بیٹھیں گے نہ کہ راہ یاب ہونگے اس سے مرید ہونا ناجائز و حرام ہے اور اس کے عقائد کفری کو جانتے ہوئے مرید ہونا کفر ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اس سے بڑھ کر توہین کیا ہو سکتی ہے کہ انکو بالکل کافر ہی بنا دیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن وطعن کرنے والے کے بابت علامہ شہاب الدین خفاجی "نسیم الریاض شرح شفا امام قاضی عیاض" میں فرماتے ہیں: ومن یکون یطعن فی معاویة فذلک کلب من کلاب الھاویة جو حضرت امیر معاویہ پر طعن کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے، ہاں یزید کی تکفیر ولعن کے بارے میں اختلاف ہے ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب یہ ہے اس بارے میں کہ احتیاطاً سکوت برتے یزید سے فسق و فجور متواتر ہیں کفر متواتر نہیں ہے اور بحال احتمال نسبت کبیرہ بھی جائز نہیں نہ کہ تکفیر۔ ہاں امام احمد بن حنبل اسے کافر جانتے ہیں بہر حال ہم

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

حنفی مقلد ہیں ہم اپنے امام کی تقلید کرتے ہوئے لعن و تکفیر میں سکوت ہی اختیار کریں گے رہی یہ بات کہ یزید کو خلیفہ بنانے کے سبب امیر معاویہ پر طعن تو حرام اشد حرام ہے اولاً تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کے حالات بخوبی معلوم نہ تھے ثانیاً امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مجتہد ہیں اور مجتہد کو اجتہاد میں صواب پر دو اجر اور اجتہاد میں خطا پر ایک اجر ملتا ہے، حدیث میں ہے: اذا حکم الحاکم فاجتھد فاصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتھد فاخطا فلہ اجر واحد رواہ البخاری و مسلم وغیرھما یہ پیر بالکل بے علم ہے اور پیر کا یہ کہنا کہ جو یزید اور معاویہ کو کافر نہ جانے وہ بھی کافر ہے شرع پر سخت جرأت ہے اور سیکڑوں افراد بلکہ امت محمدیہ کو کافر بنانا ہے اور اس پر معاوئین و مخلصین کا خاموش تماشائی بنا رہنا عجیب مضحکہ خیز ہے یہ پیر کافر و مرتد ہے اس پر فرض ہے کہ صدق دل سے توبہ کرے اور تجدید ایمان اور بیوی رکھتا ہے تو تجدید نکاح بھی کرے اور معاوئین و مخلصین جو اس پر راضی ہیں ان کو بھی مذکورہ حکم پر تعمیل واجب ہے۔ انہیں جیسے لوگوں سے متعلق حدیث شریف میں ہے ''عقیلی'' میں ہے: ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا واصھارا وسیأتی قوم یسبونھم وینتقصونھم فلا تجالسوھم ولا تشاربوھم ولا تواکلوھم ولا تناکحوھم یعنی بیشک اللہ نے مجھے اور میرے صحابہ اور سسرالی رشتہ داروں کو چن لیا اور عنقریب ایک قوم آئے گی کہ انہیں گالی دے گی اور ان کی تنقیص کرے گی تو ان کے پاس نہ بیٹھو اور نہ ان کے ساتھ کھاؤ پیو اور نہ ان کے ساتھ شادی بیاہ کرو، مزید تفصیل ''صواعق محرقہ''، ''تطھیر الجنان واللسان عن الخطور والتفوہ بثلب سیدنا معاویہ بن ابی سفیان''، ''الناھیۃ عن طعن امیر المومنین معاویۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ''، ''فتاویٰ حدیثیہ''، فتاویٰ رضویہ ''جلد یازدہم اور بہت سی دیگر کتابوں میں دیکھیں واللہ تعالیٰ ورسولہ الاعلیٰ اعلم بالصواب و الیہ المرجع والمآب.

کتبہ محمد یونس رضا الاویسی الرضوی گریڈیہوی
مرکزی دارالافتاء ۸۲ رسوداگران بریلی شریف
۴ رشعبان المعظم ۱۴۲۲ھ

الجواب صحیح واللہ تعالیٰ اعلم
محمد ناظم علی قادری بارہ بنکوی

الجواب واللہ تعالیٰ اعلم
فقیر محمد اختر رضا قادری ازہری غفرلہ

صح الجواب واللہ تعالیٰ اعلم
قاضی محمد عبدالرحیم بستوی غفرلہ القوی

صح الجواب والمجیب مصیب مثاب واللہ تعالیٰ اعلم
محمد مظفر حسین قادری رضوی

pdf By Syed Mostafa Sakib

অনুবাদক—মাওলানা মোঃ আবুল কালাম আমজাদী B.A.

কি বলেন উলামায়ে দ্বীন ও মুফতীয়ানে শারায়ামাতীন নিম্নের মসলা সম্পর্কে। একজন পীর একটি সভাতে ইয়াজিদকে প্রকাশ্য ভাবে কাফের বলে এবং একই সঙ্গে আমীরে মোয়াবীয়া রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকেও কাফের বলে। সেই সভাতে একজন শরীয়তের পাবন্দ আলেম উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন যে ইয়াজিদ সম্পর্কে ইমাম আযম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ফাতাওয়া হল, তার সম্পর্কে চুপ থাকা। আর আমীরে মোয়াবীয়া রাসুলের একজন সাহাবী। তখন উক্ত পীর বলেন যে ইয়াজিদ ও আমীরে মোয়াবীয়াকে কাফের না মানবে সে নিজেই কাফের। আর সঙ্গে সঙ্গেই তার বন্ধু বান্ধব ও সাথীগণ উক্ত শব্দ গুলিকে কয়েকবার উচ্চারণ করে যে এই রকম ব্যক্তি কাফের। সুতরাং এ রকম আকিদা পোষন কারী পীর এবং তার বন্ধু বান্ধব ও সাথীগণ সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম কি ? কোরআন ও হাদীসের আলোকে তার জবাব প্রদান করুন ?

জিজ্ঞাসাকারী—মাওলানা মোঃ জামিরুদ্দিন নঈমী

গ্রাম—জারিডিয়া, পোঃ—রিম্বা, জেলা—গিরিডিয়া, ঝাড়খন্ড

আল জওয়াব—আল্লাহুম্মা হেদায়াতুল হাক্কে ওয়াস সওয়াব—উত্তর ঃ— সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি তায়ালা আলায়হিম আজমায়ীন দের সম্মান করা ফরজ এবং তাঁরা সকলেই আদিল (ন্যায়পরায়ন)। তাঁদের মধ্যে যে মুশাজেরাত (যুদ্ধ বা মতোবিরোধ) সংঘটিত হয়েছিল এ সম্পর্কে উলামায়ে আহলে সুন্নাতের আকিদা হল যে তাঁদের যুদ্ধ বা মতবিরোধ সম্পর্কে আলোচনা হারাম। কেননা এই ভয়ে যে কোন সাহাবী সম্পর্কে যেন কোন খারাপ ধারণা না জন্মে এবং দুনিয়া আখেরাত বরবাদ না হয়ে যায়। হাদীস শরীফের মধ্যে আছে—যখন আমার সাহাবাদের আলোচনা করবে তখন সংযত হও (অর্থাৎ মতবিরোধ এর আলোচনা করিও না)। সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি তায়ালা আলায়হিম আজমায়ীন গণের শানে বহু আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে এবং বহু হাদীসও বর্ণিত হয়েছে। কোরআন আজীমের মধ্যে সাইয়েদে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবাগণকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। মক্কা বিজয়ের পূর্বে যাঁরা ঈমান এনেছেন এবং আল্লাহর রাস্তায় ব্যায় ও জেহাদ করেছেন। ২য়—মক্কাবিজয়ের পরে যাঁরা ঈমান এনেছেন। তাঁদের মধ্যে প্রথম প্রকার মোমেনদের দ্বিতীয় প্রকার মোমেনদের উপর ফজিলত দান করা হয়েছে। (সূরা হাদিদ ২৭ পারা আয়াত ১০) তোমাদের মধ্যে সমান নয় ঐ সব লোক যাঁরা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যায় ও জেহাদ করেছেন তারা মর্যাদায় ঐ সকল লোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যারা বিজয়ের পরে ব্যায় ও জেহাদ করেছেন এবং তাদের সবার সাথে আল্লাহ জান্নাতের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা দুই শ্রেণীর সাহাবা সম্পর্কে কল্যানের ওয়াদা করেছেন এবং তাঁদের কর্ম সমূহের উপর জাহেলানা কটুক্তি করার দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। উক্ত আয়াতের শেষ অংশে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন যে আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত আছেন। অর্থাৎ তোমরা যা করবে তিনি সবই জানেন। মোট কথা সকলের সঙ্গেই আল্লাহ কল্যানের ওয়াদা করেছেন। যদিও তাঁরা পূর্বের হউক অথবা পরের হউক। ইহা কোরআন আজীমকে জিজ্ঞাসা করে দেখো আল্লাহ তায়ালা যাদের সম্পর্কে কল্যানের ওয়াদা করেছেন তাদের সম্পর্কে কি বলছেন ? (১৭ পারা সূরা আম্বিয়া আয়াত ১০১, ১০২) "নিশ্চয় ঐ সব লোক যাদের জন্য আমার প্রতিশ্রুতি কল্যানের হয়েছে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হয়েছে তারা সেটার ক্ষীণ ধ্বনিও শুনবে না এবং তারা তাদের

pdf By Syed Mostafa Sakib

মন যেমন চায় তেমন ভোগ বিলাসের মধ্যে সর্বদা থাকবে। তাদেরকে বিষাদে ফেলবে না ঐ সর্বপেক্ষা মহাভীতি এবং ফেরেস্তাগণ তাদের অভ্যর্থনা করার জন্য আসবে এটাই হচ্ছে তোমাদের ঐ দিন যার সম্পর্কে তোমাদের সাথে ওয়াদা ছিল।"

সাচ্চা ইসলামী দিল নিজ রব আল্লাহ তায়ালার এই ইরশাদ শ্রবণ করে কখনো কোন সাহাবা সম্পর্কে খারাপ ধারণা করতে পারে না, তাদের কর্মের দোষ অনুসন্ধান করতে পারে না।

উপরোক্ত আলোচনা হতে ইহা পরিস্কার হয়ে গেল যে সমস্ত সাহাবী জান্নাতী, যে ব্যক্তি কোন সাহাবীকে কাফের বলবে যে জান্নাতীকে কাফের বলল এবং যে এই রকম আকিদা রাখবে সে ঈমান হতে বর্হিভূত। আর সাহাবীকে কাফের বলে সে নিজেই জাহান্নামী হবে। হযরত আমীরে মোয়াবীয়া রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু একজন মর্যদা সম্পন্ন সাহাবীয়ে রাসুল। আর সাহাবীয়ে রাসুল সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার ফরমান উপরে আলোচিত হল। সুতরাং এ পীর হযরত আমীরে মোয়াবীয়াবে কাফের বলে নিজেই কাফের ও জাহান্নামী হয়েছে।

হাদীস শরীফের মধ্যে যেমন বোখারী শরীফ, মুসলীম শরীফ, আহমদ ও তিরমিজী শরীফ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে মারফুয়ান বর্ণিত হয়েছে–"খায়রুন্নাসে কারনী" অর্থাৎ আমার জামানার লোক (সাহাবা) সর্বাপেক্ষা উত্তম। তিরমিজী শরীফে বর্ণিত হয়েছে–"জাহান্নামের আগুন ঐ মুসলমানদের স্পর্শ করবে না যারা আমাকে দেখেছে বা দর্শন করেছে যাঁরা (সাহাবাগণ) তাঁদেরকে দেখেছে"। সাহাবায়ে কেরামদের গালি দেয় তাদের উপর আল্লাহ ও রাসুল এবং ফেরেস্তাগণ এবং সমস্ত মানুষদের লানত বর্ষিত হয়। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে–"যে ব্যক্তি আমার সাহাবাদের গালি দেয় তাদের উপর আল্লাহ ও ফেরেস্তাগণ এবং সমস্ত মানুষের লানত বর্ষিত হয়। দ্বিতীয় হাদীস শরীফে আছে, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা আমাকে এবং আমার সাহাবীকে পছন্দ করে নিয়েছেন এবং আমার জন্য তাদেরই মধ্য হতে উজির, আনসার, শ্বশুর সম্পর্কিত আত্মীয় বানিয়েছেন। যে ব্যক্তি তাদের গালি দেয় তাদের উপর আল্লাহ ও ফেরেস্তা এবং সমস্ত মানুষদের লানত বর্ষিত হয়। আল্লাহ তাদের কোন নফল বা ফরজ ইবাদত কবুল করেন না। এই হাদীস তিবরানী এবং হাকিম বর্ণনা করেছে। দেখুন যদি সাহাবাদের সম্পর্কে কটুক্তি করতে এই অবস্তা হয় তবে তাদেরকে কাফের বলা ব্যাক্তিদের উপর কি আযাব হবে। তৃতীয় হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–যদি কেউ কোন মুসলমান ভাইকে কাফের বলে তবে তা একজনের দিকে অবশ্যই ফিরবে। অর্থাৎ যাকে কাফের বলবে সে যদি কাফের না হয় তবে সে নিজেই কাফের হবে। (বোখারী, মুসলীম ও আহমদ) যখন সাধারণ মোমেনদের সম্পর্কে এ রকম হুকুম তখন যদি কেউ সাহাবীকে কাফের বলে তবে সে তখনই কাফের হয়ে যাবে। হযরত আমীরে মোয়াবীয়া উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবীয়ে রাসুল। বিশেষ ভাবে তাঁর সম্পর্কে বিশেষ কিছু হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং তিনিও বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত আমীরে মোয়াবীয়া নিজ পিতা মাতার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ইসলামের মর্যাদা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই নসব, সহবত ও মোসাহেরাত (বংশীয় মর্যাদা, বৈবাহিক আত্মীয়) এর মর্যাদা লাভ করেছিলেন। আর এই মর্যাদা লাভের কারনে জান্নাতে হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের অবশ্যই সঙ্গী হবেন। আল্লামা ইমাম আহমদ ইবনে হাজার হায়তেমী "তাতাহিরুল জিনানে ওয়াল লিসানে আনিল খুতুরে ওয়াল তাফুতে বি সালাবি সাইয়েদেনা মোয়াবীয়াতু ইবনে আবি সুফিয়ান নামক গ্রন্থে ইহা ৬ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তিরমিজী ২য় খন্ড এবং অন্যান্য হাদীসে বিশেষ ভাবে আমীরে মোয়াবীয়ার শানে পুস্তকের পরিচ্ছেদ বাঁধা হয়েছে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত যে হযরত মোয়াবীয়ার জন্য বলেন–হে আল্লাহ মোয়াবীয়াকে হেদায়াত প্রাপ্ত ও হেদায়াত প্রদানকারী তৈরী করো এবং তার দ্বারাই মানুষকে হেদায়াত দাও। দ্বিতীয় হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–যখন ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু উমাইর ইবনে সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হামাস হতে পদচ্যুত করে হযরত মোয়াবীয়াকে শাষক বানালেন তখন মানুষেরা বললেন যে উমাইরকে পদচ্যুত করে মোয়াবীয়াকে শাষক তৈরী করলেন ? তখন উমাইর বললেন–মোয়াবীয়ার আলোচনা উত্তমের সঙ্গে করো। কেননা আমি রাসুলুল্লাহর নিকট শুনেছি যে তিনি বলেছেন–হে আল্লাহ তাঁর দ্বারাতে মানুষকে হেদায়াত দাও। ভুল ধারনা অনুসারে যদি হযরত আমীরে মোয়াবীয়া কাফের হতেন তবে তাঁর সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা হতো না। সাহাবাগণ এর তাজীম দেখুন তাঁরা সরকারের ফরমান কতটা সত্য এবং বিশ্বাস সহকারে মান্য করতেন। হযরত উমাইর যদিও পদচ্যুত হয়েছেন তবুও তিনি বলেছেন আমীরে মোয়াবীয়ার আলোচনা সম্মানের সঙ্গে করো। কেননা সরকার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বিশেষ ভাবে আমীরে মোয়াবীয়ার জন্য বলেছেন–হে আল্লাহ তার দ্বারা মোমেনদের হেদায়াত দাও। যদি আমীরে মোয়াবীয়ার মধ্যে কোন ত্রুটি থাকতো তবে সাহাবাগণ কখনই এভাবে সতর্কতা অবলম্বন করতেন না। কেননা আমীরে মোয়াবীয়ার সম্মান বহু উচ্চে। যাকে সরকার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এত পছন্দ করতেন, যাকে সাহাবাগণ এত সম্মান দিয়েছেন। সরকারে দো-আলম প্রত্যেক সাহাবার সম্পর্কে বলেছেন–আমার সমস্ত সাহাবাগণ তারকা সদৃশ্য তোমরা তাদের অনুসরণ করো হেদায়াত প্রাপ্ত হবে।

এই পীর পাক্কা খবীস অথবা রাফেজী মনে হচ্ছে এবং শয়তানের পীর। তার দ্বারাতে মানুষ পথভ্রষ্ট হবে। ঈমান হারা হবে। পথ পাবে না। তার নিকট মুরীদ হওয়া না জায়েজ ও হারাম। আর তার এই কুফরী আকিদা জানার পর মূরীদ হওয়া কুফর। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমদের শানে ইহা অপেক্ষা বড় তাওহীন কি হতে পারে ? তাকে একবারে কাফের বানিয়ে দিল। হযরত আমীরে মোয়াবীয়া সম্পর্কে ভৎসনা করা সম্পর্কে আল্লামা শাহাবুদ্দিন খাফাজী "নাসিমুর রিয়াদ্ব শারাহ সেফা ইমাম কাজী আইয়াজ" নামক গ্রন্থে বলেন–যে আমীরে মোয়াবীয়াকে ভৎর্সনা করবে সে জাহান্নামের কুকুরের মধ্যে একটি কুকুর। উল্লেখ্য যে ইয়াজিদের কুফর ও ভৎর্সনা সম্পর্কে দ্বি-মত আছে।

আমাদের ইমাম , ইমামে আ্যম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মাজহাব ইহাই যে তার সম্পর্কে (ইয়াজিদ) সাবধানতা পূর্বক চুপ থাকা। ইয়াজিদ দ্বারা পাপাচার, অন্যায় আচরণ ক্রমাগত বর্ণিত হয়ে আসছে। কুফর ক্রমাগত বর্ণিত হয় নাই। এ অবস্থায় তার কাবিরা গোনাহের সম্পর্ক নাই না কুফরের। তবে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল তাকে (ইয়াজিদকে) কাফের মনে করেন। আমরা হানাফী মুকাল্লিদ। আমরা আমাদের ইমামের তাকলিদ করে ইয়াজিদের কুফরীর ব্যপারে চুপ থাকবো। তবে ইয়াজিদকে খলিফা তৈরী করার জন্য আমীরে মোয়াবীয়া রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে ভৎসনা করা হারাম কঠিন হারাম। প্রথমতঃ–হযরত আমীরে মোয়াবীয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ইয়াজিদের অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ভাবে অবগত ছিলেন না।

দ্বিতীয়তঃ–আমীরে মোয়াবীয়া একজন মুজতাহিদ। আর মুজতাহিদের ইজতিহাদ সঠিক হলে দুই নেকী হয় আর ইজতিহাদে ভূল হলে এক নেকী পাবে। বোখারী, মুসলীম ও অন্যান্য হাদীস শরীফে ইহাই বর্ণিত হয়েছে।

এই পীর বিলকুল জ্ঞানহীন। পীরের এই মন্তব্য যে ইয়াজিদ এবং মোয়াবীয়াকে কাফের মনে না করে সে কাফের হবে।. শরীয়তের উপর ইহা কঠিন হস্তক্ষেপ সামিল।এবং অগণিত উম্মতে মহম্মদীকে কাফের তৈরী করা। ইহার উপর তার বন্ধু বান্ধব সঙ্গী সাথীদের চুপ থেকে তামাসা করা আশ্চর্য হাস্যকর বিষয়। এই পীর কাফের ও মুরতাদ। তার উপর ফরজ যে আন্তরিকতার সঙ্গে তওবা করা, নতুন ভাবে ঈমান আনয়ন করা বিবি থাকলে নতুন ভাবে বিবাহ করা। ইহার উপর রাজী থাকা বন্ধু বান্ধব সঙ্গী সাথীদেরও একই হুকুম, উল্লিখিত হুকুমের উপর আমল করা তাদের উপর ওয়াজিব। এ রকম লোকেদের সম্পর্কেই উকাইলীর মধ্যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে–নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা আমাকে আমার সাহাবা, ও আমার শ্বশুর বংশীয় আত্মীয়দের পছন্দ করে নিয়েছেন এবং অতি নিকটেই একটি গোত্র তৈরী হবে যারা তাঁদের গালি দিবে এবং তাঁদের অসম্মান করবে। তাদের নিকট বসিও না। তাদের সঙ্গে পানাহার করিও না, তাদের সঙ্গে বিবাহ শাদী করিও না।

ইহার বিস্তারিত আলোচনা–সাওয়ায়েকে মুহরিকা, তাতহিরুল জিনানে ওয়াল লিসানে আনিল খুতুরে ওয়াল তাফুতে বেসালাবী সাইয়েদেনা মোয়াবীয়াতু ইবনে সুফিয়ান, আন্নাহিয়াতু আন তায়ানে আমিরীল মোমেনীন মোয়াবীয়া রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু, ফাতাওয়ায়ে হাদিসীয়া, ফাতাওয়ায়ে রাজাবীয়া ১১ খন্ড এবং আরও অন্যান্য কেতাবে দেখুন। ওয়াল্লাহু তায়ালা ওয়া রাসুলুহুল আলা আলামু বিস সওয়াব ওয়া ইলায়হিল মারজাও ওয়াল মায়াব।

লেখক– মহম্মদ ইউনুস রাজা আল ওওয়ইসি আর রাজবী গিরিডিবি মারকাযী দারুল ইফতা
৮২, সওদাগরাঁ বেরেলী শরীফ
৪ঠা শাবানুল মোয়াজ্জাম ১৪২২ হিজরী।

.১) জবাব সহীহ এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী।
ফকির মহম্মদ আখতার রেজা কাদেরী আযহরী গুফেরালাহু।

২) জবাব সহীহ এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী। কাজী মহম্মদ আব্দুর রহিম বাস্তবী গুফেরা লাহুল কাবী।

৩) উত্তর সহীহ ওয়াল মুজিবো মুসিবো মাসাব এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী।
মহম্মদ মুজাফফর হোসাইন কাদেরী রেজবী

৪) উত্তর সহীহ এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী
মহম্মদ নাজিম আলী কাদেরী বারাবাঙ্কুবী।

সংগ্রহীত–ফাতাওয়ায়ে মারকাযী দারুল ইফতাহ (পৃষ্ঠা ২৭১, ২৭৭)
৮২, সওদাগরাঁ, বেরেলী শরীফ, ইউ পি
প্রকাশক আর রাজা মারকাযী দারুল ইশায়াত, ৮২ সওদাগরাঁ, রাজানগর, বেরেলী শরীফ, ইউ পি
বিঃ দ্রঃ–উক্ত ফাতাওয়া সম্পর্কে কারো কোন দ্বিমত থাকলে বা বুঝতে অসুবিধা হলে উক্ত দারুল ইফতাতে যোগাযোগ করতে পারেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ এবং ইসলাম

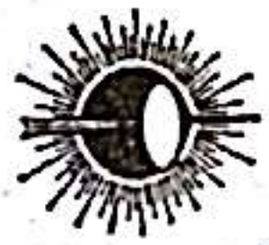

মো: বাদরুল ইসলাম মুজাদ্দেদী

কসুফ ও খসুফ ঃ–

আল্লামা নববী মুসলীম শরীফের শারাহ ১ম খন্ড ২৯৫ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন–জোমহুর উলামা এ বিষয়ের উপর একমত যে কসুফ ও খসুফ এর অর্থ আংশিক অথবা পূর্ণভাবে জ্যোতি চলে যাওয়া। আল্লামা ইবনে মানজুর আফ্রিকী বলেছেন যে সূর্য্যের জ্যোতি চলে যাওয়াকে অভিধানে কসুফ এবং চন্দ্রের আলো চলে যাওয়াকে খসুফ বলা হয়। কিন্তু হাদীস সমূহে সূর্য্যের আলো চলে যাওয়াকে খসুফ বলে। (শারাহ সহীহ মুসলীম ২য় খন্ড ৭১৮ পৃষ্ঠা, উর্দূ)

মিশকাত শরীফের শারাহ "মিরাতুল মানাজীহ ২য় খন্ড ৩৭৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে যে খসুফ এর অর্থ হচ্ছে ধ্বসে যাওয়া। আরববাসী বলেন–খাসাফাতিল আইনু ফিররাসে । অর্থাৎ চোখ মস্তকে ধ্বসে গেছে। অথবা খাসাফাল কারুনু ফির আরদ অর্থাৎ কারুন মাটেতে ধ্বসে গেছে। ব্যবহৃত অর্থে চন্দ্র গ্রহণকে খসুফ এবং সূর্য্য গ্রহণকে কসুফ বলা হয়। কেননা গ্রহণের সময় চন্দ্র ও সূর্য্যকে ধ্বসে যাওয়ার মত মনে হয়।

হাদীস– ১) বোখারী শরীফ ১ম খন্ড ১৪২ পৃষ্ঠা, মুসলীম শরীফ ১ম খন্ড ২৯৯ পৃষ্ঠা হযরত ইবনে ওমর হতে বর্ণিতযে রাসুলুল্লাল্লা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে সূর্য্য বা চন্দ্র গ্রহণ হয় না। কিন্তু ইহা (সূর্য্য বা চন্দ্র গ্রহণ) আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে দুটি নিদর্শন। যখন গ্রহণ হতে দেখবে তখন নামাজ পড়বে।

হাদীস–২) বোখারী শরীফ ১ম খন্ড ১৪২ পৃষ্ঠা, মুসলীম শরীফ ১ম খন্ড ৩০০ পৃষ্ঠা মুগিরা বিন শোবা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সময়ে সূর্য্য গ্রহণ হয়েছিল যে দিন তাঁর পুত্র হযরত ইব্রাহিম ইন্তেকাল করেছিলেন। তখন মানুষেরা বলতে লাগল যে, ইব্রাহিমের ইন্তেকালের জন্য সূর্য্য গ্রহণ হয়েছে। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন যে সূর্য্য গ্রহণ বা চন্দ্র গ্রহণ কারো জন্ম অথবা মৃত্যুর কারণে হয় না। তোমরা যখন গ্রহণ দেখবে তখন নামাজ পড়ো এবং আল্লাহর নিকট দোয়া প্রার্থনা করো।

হাদীস–৩) বোখারী শরীফ ১ম খন্ড ১৪৩ পৃষ্ঠা হযরত আবু বাকারা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত যে তিনি বলেন যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–সূর্য্য ও চন্দ্র গ্রহণ আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে দুটি নিদর্শন। কারো মৃত্যুর কারনে গ্রহণ হয় না। বরং ইহা দ্বারা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ভয় প্রদর্শন করেন।

হাদীস–৫) বোখারী শরীফ ১ম খন্ড ১৪৫ পৃষ্ঠা, হযরত আবু মুশা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত যে তিনি বলেন যে একবার সূর্য্য গ্রহণ হলো তখন নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম চিন্তিত হয়ে পড়লেন এবং তাঁর সন্দেহ হল যে কিয়ামত এসে গেছে। অতঃপর তিনি মাসজিদে গেলেন এবং অত্যান্ত দীর্ঘ কেয়াম, রুকু এবং সাজদার সঙ্গে নামাজ আদায় করলেন। আমি এই রকম করতে কখনই দেখি নাই। তিনি বললেন–আল্লাহ তায়ালা এ রকম নিদর্শন প্রেরণ করেন। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে গ্রহণ হয় না। ইহা দ্বারা তিনি নিজ বান্দাদের ভয় দেখান।

pdf By Syed Mostafa Sakib

যখন তোমরা এরকম কিছু দেখবে তখন আল্লাহ তায়ালার জিকর ও দোয়া এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

ইহা ছাড়াও বোখারী এবং মুসলীম শরীফের "কেতাবুল কসুফের মধ্যে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে যাতে বর্ণিত হয়েছে যে সূর্য্য ও চন্দ্র গ্রহণ আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে দুটি নিদর্শন। আর এ সময় নামাজ পড়ার, দোয়া করার, জিকর করার, দান করার এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করার কথা বর্ণিত হয়েছে।

ঃ ভ্রান্ত মতবাদের খন্ডন ঃ

আরবের কাফেরদের মধ্যে গ্রহণ সম্পর্কে আশ্চর্য ধারনা ছিল যে কোন খারাপ মানুষের জন্মে এবং কোন ভাল মানুষের মৃত্যুতে গ্রহণ লাগে। আর ভারতবর্ষে এক শ্রেণীর মানুষের ধারনা বা বিশ্বাস চাঁদ ও সূর্য্য প্রথমে মানুষ ছিল তারা মেথর ও মূচিদের নিকট হতে কিছু ঋণ গ্রহণ করে এবং পরিশোধ করে নাই। এই অপরাধে গ্রহণ লাগে। সে জন্য হিন্দু সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ গ্রহনের সময় মেথরকে দান করে এবং মেথরেরা চাওয়ার সময় বলে যে সূর্য্য মহারাজের ঋণ পরিশোধ করো। ইসলামে এ সব ভ্রান্ত মতবাদের খন্ডন করা হয়েছে। বলা হয়েছে ইহা আল্লাহ তায়ালা কুদরতের নিদর্শন। যখন তিনি ইচ্ছা করেন সূর্য্য চন্দ্রকে আলোকিত করেন আর যখন ইচ্ছা করেন তখন তাদের আলো বন্ধ করে দেন। ইহা তাঁরই ক্ষমতা। এবং ইহা শাস্থি প্রকাশের সময়। এজন্য এসময় নামাজ পড়ো, দোয়া চাও, দান করো, গোলাম আজাদ করো যাতে তোমাদের প্রতি করুনা বর্ষিত হয়।

মিরাতুল মানাজিহ ২য় খন্ড ৩৭৯ পৃষ্ঠা)

হাকিমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁ রহমাতুল্লাহি আলায়হির রহমা মেশকাত শরীফের শারাহ "মিরাতুল মানাজিহ ২য় খন্ড ৩৮৫ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন যে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর বাহ্যিক জীবদ্দশায় একবার সূর্য্য গ্রহণ ও একবার চন্দ্র গ্রহণ হয়। উক্ত পুস্তকের ৩৭৯ পৃষ্ঠায় বলেছেন যে ৫ম হিজরী জামাদিউল আখেরে চন্দ্র গ্রহণ হয় এবং উলামায়ে কেরামগণের মতে চাঁদের ১০ তারিখে সূর্য্য গ্রহণ হয় এবং সেই দিনেই হুজুর পাকের সাহেবজাদা হযরত ইব্রাহিম এর ইন্তেকাল হয়। সূর্য্য গ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহনের সময় নবীপাক নামাজ আদায় করেছেন।

বোখারী শরীফের শারাহ "নুজহাতুল কারী" ২য় খন্ড ৪৩০–৪৩২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে–হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর একজন সাহেব জাদা হযরত ইব্রাহিম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ইন্তেকালে দিন সূর্য্য গ্রহণ হয়। তাঁর জন্ম হয় ৮ই হিজরী জিলহজ মাসে এবং তাঁর ইন্তে-কাল এর মাস এবং তারিখ নিয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। কিন্তু শারাহে বোখারী আল্লামা আইনীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে নবী পাকের সাহেব জাদা হযরত ইব্রাহিম ১০ম হিজরী ১০ই রবিউল আওয়াল মঙ্গলবার ইন্তেকাল করেন এবং ঐ দিনই সূর্য্য গ্রহণ হয়। ১০ হিজরী নিয়ে কোন মতবিরোধ নাই তবে মাস সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ বলেছেন রমজান শরীফ অথবা রবিউল আওয়াল কিম্বা মহরম।

জিয়াউল উম্মত হযরত আল্লামা পীর মহম্মদ করম শাহ আযহরী প্রাক্তন জাসটিস সুপ্রীম কোর্ট অফ পাকিস্থান।

pdf By Syed Mostafa Sakib

"জিয়াউননাবী" নামক পুস্তকের ৪র্থ খন্ড ৭৩২-৭৩৩ পৃষ্ঠায় বলেছেন ১০ম হিজরী রবিউল আওয়াল মাসে হযরত ইব্রাহিম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ইন্তেকাল করেন। সে সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ১৬ মাস। তাঁর ইন্তেকালে দিন সূর্য্য গ্রহণ হয়। তখন মানুষেরা ইহা প্রচার করে দিয়েছিল যে নবীপাকের সাহেব জাদা হযরত ইব্রাহিমের ইন্তেকালের বেদনায় ও শোকে সূর্য্য গ্রহণ হয়েছে। দ্বীনের নবী ইহা শ্রবণে বললেন যে সূর্য্য গ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণ আল্লাহর কুদরতের মধ্যে দুটি নিদর্শন। কারো মৃত্যুর কারণে হয় না। যদি নবীপাক আল্লাহ তায়ালার সত্য রাসুল না হতেন তবে তাদের কথা বিশ্বাস করে নিতেন এবং মানুষের মধ্যে ইহা প্রচার হয়ে যেত যে কারো মৃত্যুর কারণেই গ্রহণ হয়। কিন্তু প্রকৃত বিষয়কে প্রকাশ্য শব্দ দ্বারা বিরোধিতা করে মানুষের ভ্রান্ত ধারনার খন্ডন করলেন। মিষ্টার বর মাঙহাম নিজ পুস্তকে লিখেছেন যে হুজুরের এই বর্ণনায় এক কুসংস্কারের দরজা চির দিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। হুজুর আল্লাহ তায়ালা সত্য নবী, আল্লাহর দেওয়া সম্মানে তিনি সম্মনীত, কোন ভ্রান্ত মতবাদের সমর্থনে নিজ শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পছন্দ করতেন ॥।

উক্ত পুস্তকের ৯৮ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন যে চন্দ্র গ্রহণ ৫ই হিজরী জমাদিউস সানীতে হয়েছিল। তখন ইহুদীগণ তামার পাত্রকে টুকরো টুকরো করতে শুরু করে দিয়েছিল এবং বলতেছিল যে চন্দকে জাদু করা হয়েছে এ জন্য চন্দ্রের আলো বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু রাসুলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম প্রকৃত বিষয় উৎঘাটন করে ভ্রান্ত ধারনা ও কর্মের স্থলে নিজ উম্মতকে "সালাতুল খসুফ" (চন্দ্র গ্রহণের নামাজ) পড়ার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তিনি নিজে এবং সাহাবাগণ চন্দ্র গ্রহনের নামাজ আদায় করলেন। ইহার পর মুসলমানদের মধ্যে সূর্য্য ও চন্দ্র গ্রহনের নামাজ পড়ার প্রচলন হয়ে যায়।

হযরত আল্লামা শায়েখ আব্দুল হক মুহাদ্দীস দেহলবী রহমাতুল্লাহি আলায়হি "মাদারিজুন নবুয়াত" (উর্দূ) নামক পুস্তকের ১ম খন্ড ৬৯৫ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন-রাসুলুল্লাহর সাহেবজাদা হযরত ইব্রাহিম মারিয়া কিবতীয়ার গর্ভে ৮ম হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। আর ১০ম হিজরীতে দুগ্ধ পান করার সময়কালে ইন্তেকাল করেন। তখন মানুষেরা বলতে লাগলো যে নবীপাকের সাহেজাদার ইন্তেকালে কারণে সূর্য্য গ্রহণ হয়েছে। কেননা সেই দিনই সূর্য্য গ্রহণ হয়। সেই সময় মানুষের ধারনা ছিল যে কোন বড় দূর্ঘটনার কারণে সূর্য্য গ্রহণ হয়। আর রাসুলুল্লাহর সন্তানের ইন্তেকাল একটি বড় দূর্ঘটনা। এই জন্যই গ্রহণ হয়েছে। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন-চন্দ্র, সূর্য্য গ্রহণ খোদার নিদর্শন সমূহের মধ্যে দুটি নিদর্শন। তা হতে সর্বশক্তিমান আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি নৈপূণ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। কসুফ ও খসুফে আল্লাহ তায়ালার সাম্রাজ্যের পূর্ণ কুদরত ও মহা শক্তির বর্হিপ্রকাশ লাভ করে এবং ইহা জ্ঞানীদের জন্য সর্তকীকরণ ও উপদেশ। যে ভাবে আল্লাহ তায়ালা এক মুহুর্ত তাদের জ্যোতিকে বন্দ করে দুনিয়াকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করতে পারেন তেমন ভাবেই মহাশক্তিবান আল্লাহ মানুষের ইলম ও ঈমানের জ্যোতিকে বন্ধ করে অন্ধ করে দিতে পারেন।

হযরত ইব্রাহিমের ইন্তেকাল ১০ই মহরম অথবা ১০ই রবিউল আওয়াল হয়েছিল। ইহা জ্যোর্তিবিদদের মতের খন্ডন কেননা তারা বলেন যে সূর্য্য গ্রহণ সর্বদা চন্দ্র মাসের শেষ তিন দিনে হয়। যদি এ রকম ভাবে প্রচলিত নিয়ম অনুসারে হয় তা সম্ভব।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কিন্তু এ গ্রহণ প্রচলিত নিয়মের বিরোধী ছিল যদি কেউ বলে মাসের শেষ তিন দিন ছাড়া গ্রহণ হওয়া অসম্ভব তবে তাদের এ উক্তি ভূল কেননা আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান। ফকিহুল হিন্দ আল্লামা মুফতী মোঃ শারিফুল হক আমজাদী আলায়হির রহমা বোখারী শরীফের শারাহ "নুজহাতুল কারী" ৩য় খন্ড ৪৩২ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন–

–ঃ এক সন্দেহের অবসান ঃ–

জ্যোর্তিবিদগণ বলেন যে, চন্দ্র যখন সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে এসে পর্দা হয়ে যায় তখন সূর্য্য গ্রহণ হয় এবং ইহা কেবল মাত্র চাঁদের ২৮/২৯ তারিখে হয়। অন্য তারিখে সূর্য্য গ্রহণ হওয়া অসম্ভব। এজন্য চাঁদের ১০, ৪ বা ১৪ তারিখে সূর্য্য গ্রহণ হওয়া সম্ভব নয়। এই মতবাদের উত্তরে তিনি (মুফতী শরিফুল হক সাহেব) প্রচলিত নিয়মের কারণে যদি এই গ্রহণ হয় তবে সহীহ। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা ইহার উপরে ক্ষমতাবান যে সূর্য্য গ্রহণ প্রচলিত নিয়ম ছাড়া অন্য তারিখেও হতে লাগাতে পারেন।

ইসলামে সূর্য্য গ্রহনের তাৎপর্য ঃ–

আল্লামা গোলাম রাসুল সাইদী, শায়খুল হাদীস, দারুল উলুম নায়িমীয়া, করাচী, পাকিস্থান "শারাহ সহীহ মুসলীম" ২য় খন্ড ৭৩৫–৭৩৬ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন– সূর্য্য ও চন্দ্র গ্রহণ লাগার বৈজ্ঞানিক কারণ কি তা নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম প্রকাশ্য ভাবে আলোচনা করেন নাই। কেননা এ বিষয় সমূহ তাঁকে যে উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে পাঠান হয়েছে তার সঙ্গে না সম্পর্ক আছে না প্রয়োজন আছে। কিন্তু মুসলমানদের আকিদা ও আমলের সঙ্গে সূর্য্য গ্রহণের যে সম্পর্ক তা তিনি উত্ত রূপে বর্ণনা করে দিয়েছেন। কিছু মুশরিক সূর্য্য ও চন্দ্রের উপসনা করত তার সঠিক খন্ডন করে বলেন যে চন্দ্র ও সূর্য্য আল্লাহ তায়ালার স্বত্তার নিদর্শন সমূহের উপর দুটি নিদর্শন। অর্থাৎ চন্দ্র ও সূর্য্য আলোকহীন হয়ে প্রচলিত নিয়মের পরিবর্তন করে প্রকাশ করছে যে সে কোন স্বত্তার সৃষ্টি এবং ইহা তাঁর কুদরতের দলিল ও নিদর্শন। সে নিজে ক্ষমতাবান নয় এবং স্রষ্টা নয় বরং সৃষ্টি। আইয়্যামে জাহেলিয়াতের সময়কালে কিছু জ্যোর্তিবিদের ধারণা ছিল যে যখন কোন গন্যমান্য ব্যক্তি মারা যায় তার শোকে সূর্য্যে গ্রহণ লাগে। আর যে দিন নবীপাকের সাহেব জাদা ইন্তেকাল করেন সে দিনই হঠাৎ সূর্য্য গ্রহণ লাগে। তখন কিছু নতুন মুসলমান সাহাবা ইহার কারণে বলতে লাগলেন যে নবীপাকের সন্তানের ইন্তেকালের কারণেই সূর্য্যে গ্রহণ লেগেছে। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সঙ্গে সঙ্গেই তা খন্ডন করলেন এবং বললেন যে চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণ আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে দুটি নিদর্শন। কারো জন্ম বা মৃত্যুর কারণে সূর্য্য গ্রহণ লাগে না। সূর্য্য গ্রহণ এর সময় যে বিষয় মুসলমানের কর্মের সঙ্গে সম্পর্ক তা হলো তৌবা, ইস্তেগফার, আল্লাহর স্মরণ এবং নামাজ পড়া।

নামাজে কুসুফের দার্শনিক কারণ ঃ–

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলয়হি ওয়া সাল্লাম গ্রহণ লাগার কারণে সূর্য্যকে যখন আলোকহীন হতে দেখলেন তখন তাঁর দৃষ্টি পরিবর্তন কারী স্রষ্ঠার দিকে পৌঁছাল এবং তিনি মনে করলেন, সূর্য্যের আলোকহীন হওয়া স্রষ্টার গজবেরই নিদর্শন। সৃষ্টি জগতে সূর্য্য অপেক্ষা শক্তিশালী কোন বস্তু নাই। যদি সে অক্ষরেখা থেকে উপরে চলে যায় তবে মানুষ শীতে জমে যাবে অথবা যদি যে নীচে চলে আসে তবে গরমে পৃথিবী জ্বলে যাবে আর এ রকম বিরাট আকৃতির সূর্য্য আলোকহীন

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

হওয়া সৃষ্টার গজবেরই বহিঃপ্রকাশ। যিনি এতবড় সূর্য্য ক্ষনেকের মধ্যে আলোকহীন করে দিতে পারেন তিনি আমাদের দৃষ্টি শক্তিকে এবং ঈমানের নুরকে বন্ধ করার উপর অধিক ক্ষমতাবান। তাই দয়ার নবী চিন্তিত হয়ে তৌবা, ইস্তেগফার, আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা, তাকবীর তাহলীল এবং দীর্ঘ সময় ধরে দু-রাকায়াত নামাজ পড়ে স্রষ্টার গজবকে নির্বাপিত করার এবং সন্তুষ্ট করার জন্য দোয়া করতেন ও নামাজ পড়তেন। আর ইহাই তিনি আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন।

মসলা ঃ–সূর্য্য গ্রহনের নামাজ সুন্নতে মোয়াক্কদা আর চন্দ্র গ্রহণের নামাজ মুস্তাহাব। সূর্য্য গ্রহণ এর নামাজ জামায়াত সহকারে পড়া মুস্তাহাব তবে একা একাও পড়তে পারে, মাসজিদে অথবা বাড়িতে। (দুর্রে মুখতার, রাদ্দুল মোহতার)

মসলা ঃ– গ্রহণ শুরু হওয়ার পর নামাজ পড়বে ছাড়ার পরে নয়।

মসলা ঃ–এমন সময় গ্রহণ শুরু হল যে তখন নামাজের নিষিদ্ধ সময় তবে সে সময় নামাজ পড়বে না বরং দোয়ার মধ্যে মাশগুল থাকবে।

মসলা ঃ– এই নামাজ নফলের মত দু-রাকায়াত পড়বে। প্রত্যেক রাকায়াতে এক রুকু ও দুই সাজদা। আজান ও একামত দিবে না এবং উচ্চ স্বরে কেরাতও পড়বে না। শেষে দোয়া করবে। চার রাকায়াতও পড়তে পারে।

মসলা ঃ– চন্দ্র গ্রহণের নামাজ জামায়াতে নয় একা একা পড়বে।

(সংগ্রহ উৎস–বাহারে শরীয়ত, ৪র্থ খন্ড ১১২–১১৩ পৃষ্ঠা)

জানা অজানা

হাফেজ মুস্তাকিম রেজবী, নলহাটি

প্রশ্ন ঃ–কোন সাহাবী কাবা শরীফের মধ্যে এক রাকায়াতে পুরা কোরআন শরীফ খতম করেছেন ?

উত্তর ঃ– হযরত সাইদ ইবনে জোবায়ের রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু কাবা ঘরের মধ্যে এক রাকায়াতে পূরা কোরআন শরীফ খতম করেছেন।

প্রশ্ন ঃ–হযরত আমীরে মোয়াবীয়া কি একজন সাহাবী ছিলেন ?

উত্তর ঃ–হযরত আমীরে মোয়াবীয়া রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হোদায়বিয়ার সন্ধির পর মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি একজন বিশিষ্ঠ সাহাবীয়ে রাসুল।

প্রশ্ন ঃ–এমন কোন ব্যক্তি যিনি ৩০ বৎসর পর্যন্ত নিজ পাকে লম্বা করেন নাই।

উত্তর ঃ–হযরত জোনাইদ বাগদাদী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ৩০ বৎসর পর্যন্ত না দিনে না রাত্রে নিজ পাকে লম্বা করে আরাম করেন নাই।

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রশ্ন ঃ–নবীপাক কোথায় সর্ব প্রথম শিক্ষা কেন্দ্র তৈরী করেন ?
উত্তর ঃ–সর্ব প্রথম রাসুল পাক নিজে যে শিক্ষাকেন্দ্র আরম্ভ করেন তা মদিনা শরীফে একটি মক্তব আকারে এবং তার শিক্ষক হিসাবে মুসায়েব ইবনে উমায়ের রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে নিযুক্ত করেন।
প্রশ্ন ঃ–নবীপাক কি তাঁর উম্মতের মধ্যে কারো পিছনে নামাজ পড়েছেন ?
উত্তর ঃ– হ্যাঁ তিনি দুজন সাহাবীর পিছনে নামাজ পড়েছেন একজন হযরত আবু বাকার ও অন্যজন আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা।
প্রশ্ন ঃ–কোন সাহাবী একাই দুজন সাহাবীর সাক্ষীর সমতূল্য ছিলেন ?
উত্তর ঃ–হযরত খোজাইমা ইবনে সাবিত রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে রাসুলেপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম দুজন সাক্ষীর সমতূল্য করে দিয়েছিলেন।
প্রশ্ন ঃ–কোন সাহাবীকে ফেরেস্তারা গোসল দিয়েছিলেন ?
উত্তর ঃ–হযরত হানজালা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু কে ওহুদের যুদ্ধে সাদ্দাদ ইবনে আসওয়াদ শহীদ করলে ফেরেস্তারা তাঁকে গোসল দিয়েছিলেন। তাই তাঁকে "গাসিলুল মালায়েকা" বলে।
প্রশ্ন ঃ–ইসলাম জগতে সর্বপ্রথম কাকে দরবেশ বলা হয় ?
উত্তর ঃ–হযরত আবু জার গাফফারী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু কে ইসলাম জগতের সবপ্রথম দরবেশ বলা হয়।
প্রশ্ন ঃ–রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লাম কাকে সর্বপ্রথম ইজতিহাদের অনুমতি দিয়েছিলেন ?
উত্তর ঃ–রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লাম হযরত মোয়াজ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু কে সর্ব প্রথম ইজতিহাদের অনুমতি দিয়েছিলেন।
প্রশ্ন ঃ–সাহাবাগণের ব্যক্তিত্বের উপর কে সর্বপ্রথম পুস্তক রচনা করেন ?
উত্তর ঃ–ইমাম বোখারী সর্বপ্রথম সাহাবাগণের ব্যক্তিত্বের উপর পুস্তক রচনা করেন। সেই পুস্তকের নাম আসমাউলস সাহাবা।
প্রশ্ন ঃ–কোন সাহাবীকে শীত ও গরম কিছুই স্পর্শ করত না ?
উত্তর ঃ–হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দোয়ার ফলে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ঠান্ডা গরম কিছুই মালুম হত না।
প্রশ্ন ঃ–কোন কোন সাহাবীকে রাসুলে পাক দুনিয়াতেই জান্নাতের সু-সংবাদ দিয়েছেন ?
উত্তর ঃ–দশ জন সাহাবীকে দয়ার নবী দুনিয়াতেই জান্নাতের সু-সংবাদ দিয়েছেন–১) হযরত আবু বাকার ২) হযরত ওমর ফারুক ৩) হযরত ওসমান গনী ৪) হযরত আলী ৫) হযরত তালহা ৬) হযরত জোবায়ের ৭) হযরত সায়াদ ইবনে আবি ওয়াকাস ৮) হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ ৯) হযরত আবু ওবাইদা ইবনে জাররাহ ১০) হযরত সায়িদ ইবনে জায়েদ। রিদওয়ানুল্লাহি তায়ালা আলায়হিম আজমায়ীন।

(সংগৃহিত–কিয়া আপ জানতে হ্যাঁয়)

pdf By Syed Mostafa Sakib

صلى الله عليه وسلم

-ঃ গজল ঃ-

পীরে তরিকত হযরত মাওলানা মোঃ
আলিমুদ্দিন নকশেবন্দী মোজাদ্দেদী রহমাতুল্লাহি আলায়হি

মুখের কথা নয়রে জাদু
খোদার পথে চলা,
ছুট দিয়ে যা কান করে শুন
ডাকছেন কামলীওয়ালা
........খোদার পথে চলা ॥

মন চলে না দেহ চলে,
লোকে তারে ভন্ড বলে
চলা তোমার সঠিক হলে
জ্বলবে নুরের আলা।
........খোদার পথে চলা ॥

পীর পয়গম্বর সাধু জনে,
সে পথ চলে রাতে দিনে
চলে অতি সংগোপনে
সে পথ যে নিরালা।
........খোদার পথে চলা ॥

মানুষ রিপু শয়তান তিন জন,
সে পথ হতে ফিরায় সর্বক্ষণ
তাদের কাজ অতি সংগোপন
কিন্তু গলার মালা।
........খোদার পথে চলা ॥

আল্লাহ বান্দা নিয়ে কর খেলা
সুখ দুখের বসায়ে মেলা,
যারে দেখি দৌলত ওয়ালা
ফকির সন্ধ্যা বেলা।
........খোদার পথে চলা ॥

ওগো দয়াল কৃপাবারী
সে পথে কি চলতে পারি,
নিয়ে চল হাতে ধরি
খুলে পথের তালা।
........খোদার পথে চলা ॥

কামেল পীরের সনদ নিয়ে
দাঁড়াও পারের ঘাটে গিয়ে,
নৌকা নিয়ে আসবে বেয়ে
দয়াল উম্মত ওয়ালা।
........খোদার পথে চলা ॥

দেহ তোমার শ্মশান সমান
পীর ধরে কর ফুলের বাগান
আসবে ওলি পাবি সন্ধান
দিল হবে উজালা।
........খোদার পথে চলা ॥
(সংক্ষেপিত)

গল্প

নিয়তের ফল

বি,ইসলাম

বাদশাহ নওশেরওয়ান একবার শিকারে গিয়েছেন। পথে ও শিকারের পরিশ্রমে তাঁর কঠিন পিপাসা পেয়েছিল। পানির সন্ধানে এখানে ওখানে খুজে শেষ পর্যন্ত এক ফলের বাগানে প্রবেশ করলেন। বাগানের মধ্যে একটি সুন্দর ছেলেকে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখতে পেলেন।

তিনি ছেলেটিকে ডেকে বললেন–আমাকে পানে পান করাও, কঠিন পিপাসা লেগেছে।

ছেলেটি উত্তর দিল–আমার নিকট পানি নাই।

তাহলে একটি আনার খাওয়াও।

ছেলেটি একটি আনার গাছ হতে ছিঁড়ে নিয়ে এল। বাদশাহ আনারটি খেতে আরম্ভ করলেন।

আনারটি খুব সুস্বাদু এবং মিষ্টি ছিল। সন্তুষ্ট চিত্তে খেতে খেতে বাদশাহ চিন্তা করতে লাগলেন–এত সুন্দর সুস্বাদু ফলের বাগান ! আমি ইহাকে নিজ দখলে নিয়ে নিব, নিজে ভক্ষণ করব।

ফলটি খাওয়া শেষ হলে তিনি ছেলেটিকে আর একটি আনার নিয়ে আসার জন্য হুকুম করলেন। ছেলেটি আর একটি আনার গাছ হতে নিয়ে আসল। তিনি আনারটি নিয়ে আবার খেতে আরম্ভ করলেন কিন্তু দেখলেন ইহা টক, ইহাতে মিষ্টতা নাই।

বাদশাহ ছেলেটিকে বললেন–তুমি কি ইহা অন্য গাছ হতে পেড়ে নিয়ে আসলে।

সে বলল–না, আমি ইহা ঐ গাছ হতেই ছিঁড়ে আনলাম।

তিনি বললেন–তবে ইহার স্বাদ কখন হতে বদলে গেল ?

ছেলেটি উত্তর দিল–যখন হতে বাদশাহর মনের নিয়ত বদলে গেছে।

বাদশাহ আপন ভুল বুঝতে পেরে, গরিবের মালের উপর লোভ হতে মনে মনে তৌবা করলেন।

যেমন নিয়ত তেমনি ফল।

(নুজহাতুল মাজালিস হতে সংগৃহিত)

আজই সংগ্রহ করুন ঃ

কানজুল ঈমান (বাংলা)

মূল লেখক ঃ—আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা

বঙ্গানুবাদ ঃ—মাওলানা আব্দুল মান্নান

সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে

pdf By Syed Mostafa Sakib

—ঃ খবরা খবর ঃ—

সুন্নী উলামা কনফারেন্স

মুর্শিদাবাদ জেলার ইসলামপুর থানার অর্ন্তগত হেড়ামপুর পাঁচরাহা মোড় গ্রামে গত ১৫/১১/২০০৯ তারিখে মসজিদের উন্নতি কল্পে একটি জালসা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মাসজিদের মাওলানা সেলিম রেজা নামে একজন সুন্নী আলেম। গত কিছু দিন পূর্ব হতে ইমামতি করতেছেন। মাসজিদের পার্শেই একটি মাদ্রাসা (হেফজখানা) প্রতিষ্ঠিত আছে। আর মাদ্রাসার শিক্ষকগন সকলেই দেওবন্দী ওহাবী। উক্ত জালসায় দুজন সুন্নী মাওলানা ও দুইজন বেলডাঙ্গা হতে আগত দেওবন্দীকে আমন্ত্রণ করা হয়। দেওবন্দীদের বক্তৃতার পর সুন্নী আলেম হযরত মুফতী মাওলানা জোবায়ের হোসাইন মুজাদ্দেদী সাহেব বক্তৃতাতে নবীপাকের ইলমে গায়েব, হাজির নাযির, নবীপাকের নূর ও বাশারিয়াত, মিলাদ,ক্বিয়াম, শবেবরাতের হালুয়া ও অন্যান্য বিষয়ে দীর্ঘক্ষণ দলিল সহকারে আলোচনা করেন। তারপর দেওবন্দী মৌলবীগণ তার বক্তৃতায় আপত্তি জানাই এবং স্টেজের পার্শ হতে চিৎকার আরম্ভ করে এবং বলতে থাকে যে আমরা মোনাজারা করব। ইহাতে মুফতী জোবায়ের হোসাইন বলেন যে কেউ যদি মোনাজারা করে তবে মোনাজারা করার জন্য সুন্নী উলামাগণ প্রস্তুত আছেন কিন্তু সর্ব প্রথম দেওবন্দী আকাবীর মৌলবীগণের কুফরী আকিদার উপর মোনাজারা হবে। তরিপর আমার বক্তৃতা সমূহের উপর মোনাজারা হবে। তারপরও তারা গন্ডোগোল করতে থাকায় জালসা বিঘ্নিত হওয়ার জন্য জনসাধারণ তাদের প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। হৈ চৈ গন্ডোগল হয় তারা জালসার স্থান হতে নজরানা না নিয়ে পালিয়ে যায়।

ইহার পর দুই পক্ষ মিলে মোনাজারা করার জন্য আলোচনা করেন কিন্তু তাহাদের কিছু আচরণে মোনাজারা ভেস্তে যায়। ইহার পর জনসাধারণ স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে দেওবন্দীদের খারাপ আচরণের ফলে তাদের মাদ্রাসা হতে বিতাড়িত করেন।

তারপর স্থানীয় জনসাধারণ সুন্নী আলেমগণের পরামর্শে মাদ্রাসায় সুন্নী আলেম নিয়োগ করে মাদ্রাসার নাম রাখেন মাদ্রাসায়ে গাওসীয়া নুরীয়া।

স্থানীয় জনসাধারণ সকলেই সুন্নী। তারা ইসলামী সুন্নী আকিদাবলী জানা ও বোঝার জন্য ২৫/০১/ ২০১০ তারিখ সোমবার একটি সুন্নী উলামা কনফারেন্সের ব্যাবস্থাপনা করেন। এই কনফারেন্সে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ভারতবর্ষের বিখ্যাত মুনাজিরে আহলে সুন্নাত মুফতী মতিউর রহমান রেজবী সাহেব। ইহা ছাড়াও মুফতী নঈমুদ্দিন রেজবী, মুফতী ফজলুর রহমান রেজবী, মুফতী জোবায়ের হোসাইন মুজাদ্দেদী, মুফতী হাবিবুর রহমান, মাওলানা বাদরুল ইসলাম মুজাদ্দেদী (সম্পাদক, সুন্নী জগৎ পত্রিকা) মুফতী নিয়াজ আহমদ, মাওলানা আলমগীর হোসাইন, মাওলানা আলী হোসাইন ছাড়াও মালদহ ও মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন স্থানের সুন্নী উলামাগণ উপস্থিত ছিলেন। মুফতী ও উলামাগণ সুন্নী আকিদাবলীর উপর আলোচনা করেন এবং নতুন সৃষ্টি ভ্রান্ত মতবাদ বা দলের খন্ডন করেন। সভার শেষে দাঁড়িয়ে নবীপাকের উপর স্বালাতু সালাম পাঠ করেন এবং হযরত মাওলানা মোঃ ইসলামুদ্দিন নেপালী সাহেব দোয়া করে সভা সমাপ্ত করেন।

আরো খবর ২৮ পৃষ্ঠায়

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

নিম্ন লিখিত স্থানে পত্রিকা পাওয়া যাবে

১) দারুল উলুম আলিমিয়া–পোঃ ইকড়া, সিউড়ি, বীরভূম।
২) সুলতানপুর মালীপুর মাদ্রাসা–ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ
৩) রেজবী লাইব্রেরী–ষ্টেশন রোড, ভগবানগোলা।
৪) মুফতী বুক হাউস–ফুলতলা রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ
৫) রেজা লাইব্রেরী–গেঁদুয়া পাকুড়তলা, নলহাটি পশ্চিম বাজার, বীরভুম।
৬) নুরী বুক ডিপো–গাড়িঘাট, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ
৭) কালীমি বুক ডিপো–নিউ মার্কট, কালিয়াচক, মালদা।
৮) সাঈদ বুক ডিপো–নিউ মার্কেট, কালিয়াচক, মালদা।
৯) হাফিজ লাইব্রেরী–বর্ণালী বাজার (চামড়ার গুদাম) ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ
১০) মাদ্রাসা জামেয়া রাজ্জাকিয়া কালিমিয়া–(মোজওয়াজা আরবী ইউনিভারসিটি) সাইদাপুর,মুর্শিদাবাদ
১১) মাদ্রাসা আশরাফিয়া রেজবীয়া–নলহাটী, বীরভুম।
১২) মাদ্রাসা ফোরকানিয়া আলিমিয়া ইসলামিয়া–নশীপুর বালাগাছি, রানীতলা,
১৩) মাদ্রাসায়ে এম,আর, দারুল ইমান–নবকান্তপুর, মুর্শিদাবাদ
১৪) মাওলানা মেহের আলী–জিবন্তী বাজার, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ
১৫) ক্বারী আবুল কালাম–ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ
১৬) মাওলানা আলমগীর হোসাইন–গোয়াস, ইসলামপুর, মুর্শিদাবাদ
১৭) মাওলানা নুরুল ইসলাম– (রঘুনাথপুর মোড়) ডোমকল, মুর্শিদাবাদ
১৮) মুফতী নিয়াজ আহমদ, কুলী, মুর্শিদাবাদ
১৯) মাখদুমনগর (মনসুর আলম)–মহম্মদ বাজার, বীরভুম।

আল্লাহ পাকের দয়ায়, মহান নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দোয়ায়
ও আপনাদের ভালবাসায় ছাপার কাজে পরিচিত প্রতিষ্ঠান
বুলবুল প্রিন্টিং প্রেস ও রঞ্জু কম্পিউটার্স
লেটার, কম্পিউটার্স, স্ক্রীণ ও অফসেট প্রিন্টার্স
নশীপুর বড় মসজিদ মোড় ✿ নশীপুর বালাগাছি ✿ মুর্শিদাবাদ
আসুন আলাপ করি ফোনে–9733527526

Pdf By Syed Mostafa Sakib

SUNNI JAGAT QUARTERLY

No. RNI/Cal/77/2004-(W.B.) 946

Vol-6, ISUE No -1 : February-2010 .

Editor- Md. Badrul Islam Muzaddadi

P.o.-Nashipur Balagachi, P.s.-Ranitala, Dist.- Murshidabad

RS.- 12.00 Only

সুন্নী জগৎ পত্রিকা সম্পর্কিত জ্ঞাতব্য বিষয়

❋ ধর্মীয় সমাজ সংস্কার মূলক রুচিশীল লেখা সুন্নী জগৎ পত্রিকায় স্থান পাবে।
❋ লেখা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়।
❋ বৎসরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।
❋ প্রতি সংখ্যার মূল্য ১২/- টাকা (বারো টাকা)।
❋ বাৎসরীক সডাক ৫০/- টাকা (পঞ্চাশ টাকা)।

টাকা পাঠানো, লেখা, বিজ্ঞাপন দেওয়া ও যোগাযোগের ঠিকানা

মোঃ বাদরুল ইসলাম মোজাদ্দেদী

সম্পাদক–সুন্নী জগৎ পত্রিকা

পোঃ–নশীপুর বালাগাছি ❋ থানা–ভগবানগোলা ❋ জেলা–মুর্শিদাবাদ

পিন নং–৭৪২১৬৯ ❋ ফোন নং–9679488802

পত্রিকা সম্পর্কিত মতামত সাদরে গ্রহণীয়

Printed, Published and Owned by Md.Badrul Islam Muzaddadi

Printed by-Bulbul Printing Press, Nashipur

Published at Nashipur Balagachi, P.s.-Bhagwangola, Dist.Murshidabad

Editor- Md.Badrul Islam Muzaddadi